গবেষণাপত্র সংকলন-২৩

আত্‌তাওহীদ

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

গবেষণাপত্র সংকলন-২৩

আত্‌তাওহীদ

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : বিআইসি কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : মুহাররাম ১৪৩৫
অগ্রহায়ণ ১৪২০
নভেম্বর ২০১৩

ISBN 984-843-029-0 set

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : **একশত টাকা মাত্র**

Gobesanapatra Sankalan-23 Written by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition November-2013 Price Taka 100.00 only

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আত্‌তাওহীদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী মানুষেরা পরম সৌভাগ্যবান। বাংলা ভাষায় আত্‌তাওহীদ সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া আত্‌তাওহীদ শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগ থেকে গবেষণা পত্রটির ওপর রিভিউ প্রতিবেদন পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সারা দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট এর কপি পাঠানো হয়। যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পত্রটির ওপর তাঁদের মূল্যবান রিভিউ প্রতিবেদন পাঠিয়ে আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ শাফীউদ্দীন ও জনাব আতহার উদ্দীন। রিভিউ প্রতিবেদনগুলোর নিরিখে সম্মানিত লেখক তাঁর লেখাটিকে আরো পরিশীলিত করে নেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গবেষণাপত্রটি মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থভাণ্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠকপাঠিকাদের একটি বড় রকমের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ১১
তাওহীদ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ॥ ১৩
তাওহীদের মূল বাণী ॥ ১৭
তাওহীদের মূল বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর রুকনসমূহ ॥ ১৯
মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর 'আবদ ও রাসূল- কথাটির অর্থ ॥ ২১
তাওহীদের মূল বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর শর্তসমূহ ॥ ২৪
তাওহীদ ইসলামের প্রথম খুঁটি ॥ ২৮
তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি ॥ ৩০
তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই নাবী রাসূলগণকে প্রেরণের মূল লক্ষ্য ॥ ৩২
তাওহীদ সুশৃংখল জীবনাচারের পূর্বশর্ত ॥ ৩৪
তাওহীদের বিপরীত শিরক ॥ ৩৫
তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য শিরক এর অপনোদন জরুরী ॥ ৩৮
তাওহীদ এর প্রকারভেদ ॥ ৩৯
এক. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ॥ ৪০ - ৭৩
রব শব্দের অর্থ ॥ ৪০
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর পরিচয় ও এর মূল কথা ॥ ৪৪
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ এর ধারণা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় ॥ ৪৬
বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর জাগতিক নির্দেশের অনুগত ॥ ৫২
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে আলকোরআনের নীতি ॥ ৫৪
১. প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটক রয়েছে ॥ ৫৪
২. সারা জাহানের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা ॥ ৫৭
৩. সৃষ্টিজগতকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুগত রাখা ॥ ৫৯
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে আলকোরআনে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ॥ ৬১
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ ॥ ৬২
মু'মিন হওয়ার জন্য শুধু তাওহীদুর রুবূবিয়্যার স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয় ॥ ৭২

www.pathagar.com

দুই. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ॥ ৭৩ - ১১১

তাওহীদুল উলূহিয়্যার অর্থ ॥ ৭৩

'ইবাদাতের পরিচয় ॥ ৭৪

মা'বুদ (مَعْـبُوْدٌ), 'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) ও 'আব্দ (عَبْدٌ) ॥ ৭৬

'ইবাদাত ও তাওহীদ ॥ ৭৭

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহই রাসূলগণের দা'ওয়াতের মূল বিষয় ॥ ৭৯

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ প্রমাণের জন্যও শিরকের অপনোদন জরুরী ॥ ৮১

তাওহীদুল উলূহিয়্যায় কিভাবে শিরক হয় ॥ ৮৩

শিরক ফিল উলূহিয়্যার কতক দৃষ্টান্ত ॥ ৮৪

এক. কবরকে মাসজিদ অর্থাৎ সাজদার জায়গা বানানো ॥ ৮৫

দুই. কবরকে সামনে রেখে 'ইবাদাত করা ॥ ৮৭

তিন. আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাযার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করা ॥ ৮৭

চার. যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়, সে স্থানে 'ইবাদাত করা ॥ ৮৮

পাঁচ. বিশেষ কোন ধরনের গাছ, পাথর, কবর ইত্যাদি দ্বারা বরকত নেয়া ॥ ৯১

ছয়. গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা ॥ ৯৬

সাত. অদৃশ্য বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য গাইরুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা ॥ ৯৭

আট. বালা মুসীবাত হতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা ॥ ১০০

নয়. আনুগত্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে শিরক ফিল 'উবূদিয়্যাহ ॥ ১০৫

দশ. طِيَرَة কুলক্ষণে বিশ্বাস করা ॥ ১০৯

তিন. তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত ॥ ১১১ - ১৪২

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত বলতে কী বুঝায় ॥ ১১১

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে আলকোরআন ও আস্সুন্নাহর দলীল ॥ ১১১

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে যুক্তিভিত্তিক দলীল ॥ ১১৮

www.pathagar.com

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের নীতি ॥ ১২০
আশ্ শিরকু ফিল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত ॥ ১২২
আল্লাহর নামগুলো তিনভাগে বিভক্ত ॥ ১২৪
আল্লাহর গুণাবলীতে দুই ধরনের শিরক হতে পারে ॥ ১২৫
আলকোরআন ও আস্সুন্নাহয় মহান আল্লাহর অবস্থান সংক্রান্ত বর্ণনা ॥ ১৩১
মহান আল্লাহর নাম ও সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ ॥ ১৩৯
মহান আল্লাহর নামকে অসম্মান করা বা বিকৃত করার কিছু রূপ ॥ ১৪০

তাওহীদ এর পরিপন্থী বিষয়সমূহ ॥ ১৪২ - ১৬১

১. 'ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ॥ ১৪৩
২. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করা ॥ ১৪৫
৩. কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ এবং তাদেরকে বন্ধু মনে করা ॥ ১৪৯
৪. তাগূতের শাসনকে নাবীর শাসনের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ॥ ১৫১
৫. আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে অপছন্দ করা ॥ ১৫৩
৬. দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা ॥ ১৫৪
৭. যাদু করা ॥ ১৫৫
৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা ॥ ১৫৭
৯. ইসলামী শারী'আতের বাইরে চলাকে বৈধ মনে করা ॥ ১৫৮
১০. আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ॥ ১৫৯

উপসংহার ॥ ১৬১

গ্রন্থপঞ্জী ॥ ১৬৩

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله الأمين . وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين . وبعد :

ভূমিকা:

আত্‌তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদই এ বিশ্বজগত ও তার সৃষ্টির মূলকথা। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনিই এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আদেশেই তা যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। তিনিই সকল কিছুর মালিক ও অধিপতি। তাঁর দাসত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যই তিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে তারা আনুগত্যের মাথা নোয়াক এটা তিনি চান না। আর এ লক্ষ্যেই তিনি বিশ্বজগতকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন যে, গাছ-পালা, তরু-লতা, পাহাড়-নদী, বন-বনানী, পশু-পাখি ইত্যাদি সবই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁরই গুণ গায়, তাঁরই কাছে মাথা নোয়ায়। মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, গাছ, সকল প্রাণী এবং অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদাহ করছে? এমন অনেক লোক আছে, যারা আযাবের যোগ্য হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন"।[১]

এক্ষেত্রে কেবল জিন আর মানুষই ব্যতিক্রম। এদেরকে তিনি বিবেকবান করেছেন আর দিয়েছেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এরা তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদ মেনে নিয়ে তাঁরই সামনে মাথা নত করলে হয় সৃষ্টির সেরা। প্রাপ্ত হয় তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুকম্পা এবং

---

১. আল কোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:১৮

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী নিবাস হিসেবে পায় জান্নাত। আর তাওহীদকে বাদ দিয়ে বহুইশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে চললে তারা হয় সৃষ্টির অধম। পরিণত হয় তাঁর ক্রোধের পাত্রে আর পতিত হয় জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

মহান আল্লাহ চান আমরা যেন তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এর নিরিখে জীবন গড়ি। তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সেরা হিসেবে তাই এটি আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি তাঁর একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে গোটা সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা করছেন। যার কোথাও কখনো ক্ষণিকের তরেও কোনরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। এমনিভাবে তিনি চান যে, মানুষের পরিচালিত এ পৃথিবীতেও সুশৃংখল অবস্থা বিরাজ করুক এবং সেখানেও একচ্ছত্রভাবে তাঁরই সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকুক। তাই মানুষের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে শৃংখলা কায়েম করতে হলেও স্বস্ব জায়গায় একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কর্তৃত্বের বেলায় দ্বৈততা কিংবা অংশীদারিত্ব যে কোন পর্যায়েই শৃংখলার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে। তবে দুনিয়ায় মানুষের যে কর্তৃত্ব তা হবে সর্বদাই সেই মহান কর্তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে, যিনি ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই, যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, যিনি ছাড়া আর কেউ অমুখাপেক্ষী নয় এবং সৃষ্টির সকল কর্তৃত্বই যাঁর কর্তৃত্বাধীন।

তাওহীদের এহেন গুরুত্বের কারণেই মহান আল্লাহ আলকোরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাওহীদের আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণও এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই নিরলসভাবে লড়েছেন। তাই মানব জীবনে এটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাওহীদ বিষয়ক আমার এ লেখাটিকে অধিক তথ্যনির্ভর ও ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে যেসব সম্মানিত গবেষক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখনো বইটিতে যে কোন ধরনের ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে তেমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বইটি ছাপানোর দায়িত্ব নেয়ায় আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত পরিচালককে অশেষ শুকরিয়া জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ক্ষমা করুন এবং সুধী পাঠক সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
sabiiucdc@gmail.com

www.pathagar.com

তাওহীদ এর
শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

সাধারণ অর্থে 'তাওহীদ' হলো একত্ববাদ। আর পারিভাষিক অর্থে তাওহীদ হলো- 'আল্লাহই একমাত্র রব' এ 'আকীদাহ পোষণ করে তাঁর জন্য সকল 'ইবাদাতকে খালিস ও একনিষ্ঠ করা এবং আলকোরআন ও সাহীহ সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত তাঁর সকল নাম ও সিফাতকে তাঁরই জন্য হুবহু সাব্যস্ত করা।

আরবী তাওহীদ শব্দটির মূল হলো (و-ح-د) (ওয়াও, হা, দাল)। 'আল্লামা ইবনু মানযূর বলেন:

'আল ওয়াহদু' হলো প্রত্যেক জিনিসের স্বতন্ত্র অতি স্বাভাবিক অবস্থা। "হিদাহ" শব্দটি মূলে ছিল শুরুতে 'ওয়াও' বিশিষ্ট। অত:পর শুরু থেকে 'ওয়াও' বর্ণটি উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে শেষে 'হা' বর্ণটি যুক্ত করা হয়েছে। যেমন- 'ইদাহ' এবং 'যিনাহ' শব্দ দুটো 'ও'আদ' এবং 'ওয়াযন' থেকে এসেছে।[২]

হাদীসে 'হিদাহ' শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: دُفِنَ مع أَبِي رَجُلٌ فلم تَطِبْ نَفْسِي حتى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ على حِدَةٍ.

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (উহুদের যুদ্ধের পর) আমার বাবার সাথে জনৈক ব্যক্তিকে (একই কবরে) দাফন করা হলো যে, তাতে আমি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। অত:পর আমি তাকে বের করে আলাদা কবরে কবরস্থ করলাম।[৩]

عن ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنا فأدخل يده فيه فإذا تحته طعام رديء ، فقال: بع ذا على حدة وذا على حدة، من غشنا فليس منا.

---

২. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি.), খ. ৯, পৃ. ২৩৬
৩. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস নং- ১২৮৭

www.pathagar.com

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি কিছু ভাল মানের খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নিজের হাত ঢুকালেন। আর অমনি এগুলোর নিচে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য সামগ্রী পেলেন। তখন তিনি বললেন: তুমি এগুলোকে আলাদা করে এবং ওগুলোকে আলাদা করে বিক্রি কর। (জেনে রাখবে) যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪]

আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে তথা তাঁকেই এক ও একক বলে সাব্যস্ত করে তাকে বলা হয় (مُتوحِّد/ مُو حِّد) 'মুওয়াহ্হিদ'/ 'মুতাওয়াহ্হিদ'। আর 'ওয়াহ্হাদা' 'ইওয়াহ্হিদু' ক্রিয়ারূপ এসেছে 'তাওহীদ' থেকে। যা বাবে তাফ'ঈল এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ এক বলে গণ্য করা, একক হিসেবে সাব্যস্ত করা। সীবাওয়াইহ বলেন:

الوحدة في معنى التوحُّد . وتَوَحَّدَ برأيه: تفرّد به .

'আলওয়াহ্দাহ' এর অর্থ হলো 'আততাওয়াহ্হুদ'। অর্থাৎ এক বলে গণ্য করা, একক/একমাত্র হিসেবে ধারণা করা। যেমন বলা হয়- 'তাওয়াহ্হাদা বিরাইহী' অর্থাৎ সে ভিন্নমত করল বা একাই এই মত দিল।[৫] হাদীসে এসেছে:

كان بِدِمَشْقَ رَجُلٌ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم يُقَالُ له ابن الْحَنْظَلِيَّةِ وكان رَجُلاً مُتَوَحِّداً قَلَّمَا يُجَالِسُ الناس إنما هو في صَلاَةٍ فإذا فَرَغَ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ . . إلى آخر الحديث.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি দামেশকে ছিলেন, যাকে ইবনুল হানযালিয়্যাহ বলা হতো। তিনি একজন 'মুতাওয়াহ্হিদ' ব্যক্তি ছিলেন (অর্থাৎ একা একা চলতেন)। তিনি খুব কমই মানুষের সাথে মিশতেন। প্রায়শই সালাতে মগ্ন থাকতেন। সালাত শেষ হলে তাসবীহ্ তাহলীল ইত্যাদি নিয়েই পড়ে থাকতেন।....[৬]

আরবী বর্ণমালার মধ্যে নিচে বা উপরে এক নুকতা বিশিষ্ট বর্ণগুলোর প্রত্যেকটিকে (المُوَحَّد) 'আলমুআহ্হাদ' বলা হয়। যেমন- 'বা' এবং 'ফা' বর্ণ ইত্যাদি। উপরে

---

৪. আল মু'জামুল আউসাত, খ. ৩, পৃ. ৬৪, হাদীস নং- ২৪৯০
৫. ইবনু মানযূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৬. মুসনাদ আহমাদ ইবনু হাম্বল, খ. ৪, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ১৭৬৫৯

www.pathagar.com

নুকতাবিশিষ্ট গুলোকে 'মুআহ্হাদাহ ফাওকিয়্যাহ' এবং নিচে নুকতাবিশিষ্ট গুলোকে 'মুআহ্হাদাহ তাহতিয়্যাহ' বলা হয়।[৭]

ইবনু মানযূর বলেন:

التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له . والله الواحد الأحد: ذو الوحدانية والتوحد.

অর্থাৎ তাওহীদ হলো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান যাঁর কোন শরীক নেই। আর আল্লাহই হলেন একমাত্র এক ও একক, এককত্ব ও একত্ববাদের তিনিই অধিকারী।[৮]

আল মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে:

التوحيد : الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد الذات الإلهية عن كل مايتصوّر في الأفهام، ويتخيّل في الأوهام والأذهان .

তাওহীদ হলো মহান আল্লাহকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। আর হাকীকতপন্থী (সূফী)-দের পরিভাষায় তাওহীদ হলো- মহান আল্লাহর সত্তাকে চিন্তা-বিবেচনা ও স্মৃতিতে যা কল্পনা করা হয় তা থেকে মুক্ত রাখা।[৯] আল মু'জামুল ওয়াসীতে আরো এসেছে:

الأَحَدُ أصله وَحَدٌ . وهو وصف اسم الباري تعالى . فهو الأَحَدُ لاختصاصه بالأحدية فلايشركه فيها غيره ، ولهذا لاينعت به غير الله تعالى . فلا يقال: رَجُلٌ أَحَدٌ ولا دِرهَمٌ أَحَدٌ، ونحو ذلك .

আহাদ শব্দটি মূলে ছিল ওয়াহাদ। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণ। তাই তিনি হলেন 'আলআহাদ'। কেননা 'আহাদিয়্যাহ' বা এককত্ব কেবল তাঁরই জন্য খাস, এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। আর তাই এই গুণে তিনি ছাড়া অন্য কেউ গুণান্বিত হতে পারে না। এজন্যেই 'রাজুলুন আহাদ' বা 'দিরহামুন আহাদ' ইত্যাদি বলা হয় না।[১০]

---

৭. ইবরাহীম মুসতাফা এবং অন্যান্যগণ, আল মু'জামুল ওয়াসীত (মিসর: মুজাম্মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮০ হি./১৯৬০ খৃ.) পৃ. ১০১৬

৮. ইবনু মানযূর, প্রাগুক্ত।

৯. আল মু'জামুল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আরবী ব্যাকরণবিদ আবূ ইসহাক বলেন: আহাদ শব্দটি মূলে ছিল ওয়াহাদ। আর অন্যরা বলেন: ওয়াহিদ এবং আহাদ এর মধ্যে পার্থক্য হলো- আহাদ হলো যা দ্বারা কোন কিছুর সংখ্যাবাচক গুণকে নাকচ করে দেয়া হয়। আর ওয়াহিদ দ্বারা সংখ্যা গণনার প্রারম্ভ বুঝানো হয়। আহাদ শব্দটি বাক্যের মধ্যে অস্বীকার কিংবা নাকচ করার স্থলে ব্যবহৃত হয়। আর ওয়াহিদ শব্দটি হ্যাঁ বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- 'মা আতানী মিনহুম আহাদুন' (তাদের মধ্য থেকে কেউই আমার কাছে আসেনি)। এর অর্থ হলো- আমার কাছে একজনও আসেনি, দুইজনও আসেনি। আর যদি তুমি বল: 'জাআনী মিনহুম ওয়াহিদুন' (তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে একজন এসেছে)। এর অর্থ হলো- আমার কাছে তাদের মধ্য থেকে দুইজন আসেনি। আহাদ শব্দটিকে কারো সাথে সম্বন্ধ না করলে এটাই হলো এর পরিচয়। আর যদি সম্বন্ধ করা হয় তাহলে এটি ওয়াহিদ এর অর্থের কাছাকাছি হয়।[১১]

قال الأزهري: والواحد من صفات الله تعالى ، معناه أنه لا ثاني له ، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد ، فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ذكر الله و أومأ بإصبعيه ، فقال له: أحِّد أحِّد أي أشر بإصبع واحدة .

আল আযহারী বলেন: এক হলো মহান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি। এর অর্থ হলো- তিনি এমন এক, যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। ওয়াহিদ বা এক দিয়ে যে কাউকে গুণান্বিত করা যায়। তবে আহাদ বা একক দিয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে গুণান্বিত করা যায় না। কেননা পবিত্র এ নামটি কেবল তাঁরই জন্য খাস। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করে তার দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছিলো, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন: 'আহ্হিদ আহ্হিদ'। অর্থাৎ তুমি এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করো।[১২] নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

---

১১. ইবনু মানযূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
১২. আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ৭১৮, হাদীস নং- ১৯৬৫; মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, খ. ২, পৃ. ২৫২, হাদীস নং- ৩২৫৫; ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৬-২৩৭

www.pathagar.com

شرار أمتي الوحداني المعجب بدينه المرائي بعمله المخاصم بحجته .

আমার উম্মাতের সর্বনিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে একলা চলে, নিজের দীনদারীর ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট, নিজের আমল দিয়ে প্রদর্শনেচ্ছা করে আর যুক্তি তর্কের জোরে ঝগড়া করে।[১৩] ইবনু মানযূর বলেন:

يريد بالوحداني المفارق للجماعة المنفرد بنفسه وهو منسوب إلى الوحدة والإنفراد، بزيادة الألف والنون للمبالغة .

'ওয়াহদানী' বলতে তিনি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা যে চলে তাকে বুঝিয়েছেন। শব্দটিকে 'আলওয়াহদাতু' (তথা একাকিত্ব) এবং 'আলইনফিরাদু' (নি:সঙ্গতা) এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর তাতে অর্থের আধিক্যের জন্য 'আলিফ' এবং 'নূন' অতিরিক্ত আনা হয়েছে।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাওহীদের শাব্দিক অর্থ হলো- কোন কিছুকে এক করা, এক বলে গণ্য করা, একক বলে বিশ্বাস করা ও এক বলে ঘোষণা দেয়া। আর পারিভাষিক অর্থে তাওহীদ হলো- মহান আল্লাহকে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ও তাঁর জন্য সীমাবদ্ধ বিষয়াদিতে তাঁর আপন সত্তা, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, 'ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকার এবং নাম ও গুণাবলীতে একক বলে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া।

তাওহীদের মূল বাণী :

তাওহীদের মূল বাণী হলো- لا إله إلا الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। অর্থাৎ মহান আল্লাহকেই নিজের একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য বলে ঘোষণা দেয়া। আরবী ভাষার এ ছোট্ট বাক্যটিকে 'কালিমাতুত তাওহীদ' বা তাওহীদের বাণী বলা হয়। বাক্যটি শুরু হয়েছে না বোধক কথা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে হ্যাঁ বোধক কথা দিয়ে। একই বিষয়ে প্রথমে না বলে পরে আবার হ্যাঁ বলার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হলো- নিজের চিন্তা ও চেতনা থেকে প্রথমেই সকল প্রকার অসত্য ইলাহ ও উপাস্যের ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে তদস্থলে কেবলমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনকে সাব্যস্ত করে নেয়া।

---

১৩. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ২০৬, হাদীস নং- ৭৬৭৫
১৪. ইবনু মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩৭

www.pathagar.com

এখান থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মহান আল্লাহকে শুধু একজন ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিলেই চলবে না। বরং তাঁকেই একমাত্র ইলাহ বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অন্য কোন বাতিল ইলাহর অস্তিত্বই নিজের মনের মধ্যে অবশিষ্ট রাখা যাবে না। যদিও মানব সমাজে অনেক বাতিল ইলাহর অস্তিত্ব বিরাজমান এবং তাদের আলোচনাও মহাগ্রন্থ আলকোরআনে করা হয়েছে। কেননা সত্যিকার মুসলিম ব্যতীত অন্যসব মত ও পথের লোকেরা গাছ পালা, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গরু-বাছুর ইত্যাদির পূজা করে থাকে এবং এগুলোকেই তারা তাদের উপাস্য বলে মনে করে। প্রকৃত অর্থে এসব বস্তুগুলোও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা সবাই একমাত্র আল্লাহরই গুণকীর্তনে মগ্ন থাকে। অথচ মাক্কার মুশরিকরা যেসব মূর্তির উপাসনা করত, এদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাষায় ইলাহ বলেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তারা যাদেরকে উপাস্য বলে মনে করেছে, এরা সবাই বাতিল ইলাহ এবং আমিই একমাত্র সত্য ইলাহ। ইরশাদ হয়েছে:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহই আসল সত্য এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকে সে বাতিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুমহান ও সবচেয়ে বড়"।[১৫]

আলকোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কেবলমাত্র মানুষ এবং জিন জাতিকেই ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হয়েছে, তাই সে ভাল ও মন্দ দুটোই গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগত এবং তাঁরই প্রশংসায় নিমজ্জিত। সুতরাং এসব সৃষ্টিকে মা'বূদ মনে করা অবান্তর। তাই কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করবে তখন সে অবশ্যই সমস্ত বাতিল উপাস্যদের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে এক আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নেবে। এ কারণেই এই সাক্ষ্যের প্রথমাংশ না সূচক এবং শেষাংশ হ্যাঁ সূচক। অর্থাৎ কোন সত্য মা'বূদই নেই কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আরবী ব্যাকরণ রীতি অনুযায়ী لا إله إلا الله বাক্যটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: لا إله بحق إلا الله অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই"। অর্থাৎ পথভ্রষ্ট মানুষেরা অন্য যাদেরকেই ইলাহ বলে সাব্যস্ত করে তারা সবাই বাতিল ইলাহ। হাক্ক বা সত্য ইলাহ কেবল তিনিই, আর কেউ নয়। তাওহীদের এ বাণীটি তাই সাধারণভাবে শুধু পাঠ করা নয়, বরং

---

১৫. আল কোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:৬২

www.pathagar.com

সাক্ষ্যদানের ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করতে হয়। বলতে হয়- أشهد أن لا إله إلا الله 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই।' আর এর সাথে পরিপূরক হিসেবে আরেকটি সাক্ষ্যও দিতে হয়, তা হলো- وأشهد أن محمدا رسول الله 'এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত বার্তাবাহক)।' দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি এজন্য পরিপূরক যে, এর মাধ্যমেই প্রথম সাক্ষ্যটি অর্থবহ হয়। কেননা মহান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাঁর দাসত্ব / উপাসনা করার জন্য তাঁরই প্রেরিত বার্তাবাহকের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় সে ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব নয়।

সাক্ষ্যদ্বয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো- এ দু'টো সাক্ষ্যই হচ্ছে ঈমানের মূল কথা। আলাদা আলাদা সাক্ষ্য বলা হলেও আসলে একটি আরেকটির পরিপূরক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই প্রতিনিধি এবং প্রচারক। তাই তাঁকে বান্দাহ ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দান করলে আল্লাহর একত্ববাদেরই পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাছাড়া একজন মু'মিনের যে কোন 'ইবাদাত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রধানতঃ দু'টো শর্ত রয়েছে।

এক. 'আল-ইখলাস' বা একনিষ্ঠ রূপে 'ইবাদাতটি আল্লাহর জন্য হওয়া। (এই শর্তটি প্রথম সাক্ষ্য পূরণ করে)।

দুই. 'আল-মুতাবা'আ' বা রাসূলের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী 'ইবাদাত সম্পাদন করা। (এই শর্তটি দ্বিতীয় সাক্ষ্য পূরণ করে)।

এ দু'টো সাক্ষ্যকে একসাথে আরবীতে (الشهادتان) 'আশ-শাহাদাতান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর সাক্ষ্য সম্বলিত বাক্য দু'টোকে একসাথে 'কালিমাতুশ শাহাদাহ' বলা হয়। আযানের জন্য নির্ধারিত বাক্যমালার মধ্যেও এ দু'টো সাক্ষ্যের কথাই উচ্চারিত হয়।

তাওহীদের মূল বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর রুকনসমূহঃ

তাওহীদের মূল বাণী তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এর দু'টো রুকন রয়েছে। একটি হচ্ছে তার প্রথমাংশ যা না বাচক, আরেকটি হচ্ছে তার দ্বিতীয়াংশ যা হ্যাঁ বাচক।

প্রথম রুকন: প্রথম রুকনটি হলো না বাচক (النفي) 'লা ইলাহা'। এই না বাচক কথাটি সকল শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুর 'ইবাদাত, আরাধনা ও উপাসনা করা হয় তার প্রতি অস্বীকৃতি জানানোকে অপরিহার্য করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় রুকন: দ্বিতীয় রুকনটি হলো হ্যাঁ বাচক (الإثبات) 'ইল্লাল্লাহ'। এ রুকনটি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, মহান আল্লাহই হলেন সকল 'ইবাদাতের একমাত্র হকদার। এ দুটো রুকনের সমর্থনে আলকোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى .

"যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সে সুদৃঢ় রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল"।[১৬]

এ আয়াতের 'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে' কথাটি প্রথম রুকনের না বোধক বক্তব্যের অর্থ। আর 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে' কথাটি দ্বিতীয় রুকনের হ্যাঁ বোধক বক্তব্যের অর্থ।

إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي .

"নিশ্চয়ই আমি তোমরা যার 'ইবাদাত করছো তার থেকে মুক্ত। অবশ্য তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন"।[১৭]

এ আয়াতের 'নিশ্চয়ই আমি মুক্ত' কথাটি প্রথম রুকনের না বোধক বক্তব্যের অর্থ এবং 'অবশ্য তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন' কথাটি দ্বিতীয় রুকনের হ্যাঁ বোধক বক্তব্যের অর্থ।

শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এরও দু'টো রুকন রয়েছে। সেগুলো হলো:

এক. তাঁকে আল্লাহর বান্দাহ ('আব্দ) বলে স্বীকৃতি দেয়া।

দুই. তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয়া।

এ দুটো রুকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি অথবা ক্রটি থেকে মুক্ত করে। কেননা তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। এ দু'টো মর্যাদাপূর্ণ গুণের মধ্য দিয়েই তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সালাতের বৈঠকে আমরা যখন তাশাহহুদ পড়ি তখন রাসূলের ব্যাপারে এভাবেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। আমরা বলি-

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

---

১৬. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২৫৬

১৭. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩:২৬-২৭

www.pathagar.com

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর 'আব্দ ও রাসূল।

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর 'আব্দ ও রাসূল'- কথাটির অর্থ:

এখানে আল্লাহর 'আব্দ কথাটির অর্থ হচ্ছে- তিনি আল্লাহর অধীনস্থ ও আল্লাহর 'ইবাদাতকারী। অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই সৃষ্ট মানুষ এবং মানুষকে যা থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকেও তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূল হলেন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়। মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে তাওহীদের দা'ওয়াত দেয়ার জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। রাসূল হিসেবে তিনি মহান আল্লাহর পথে আহবানকারী। আর 'আব্দ হিসেবে তিনি মহান আল্লাহর দাসত্বের বাস্তব নমূনা প্রদর্শনকারী। আলকোরআনের বিভিন্ন জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে জানিয়েছেন। আর নিজের 'আব্দ এবং রাসূল হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً .

"(হে নাবী!) আপনি বলুন: আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বূদ একজনই। কাজেই যে কেউ তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের দাসত্ব করার ব্যাপারে যেন কাউকে শরীক না করে"।[১৮]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ .

"(হে নাবী!) আপনি বলুন: আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ একজনই। কাজেই তোমরা সোজা তাঁরই দিকে রুখ করো এবং তাঁরই কাছে গুনাহ মাফ চাও"।[১৯]

---

১৮. আল কোরআন: সূরা আল কাহাফ, ১৮:১১০

১৯. আল কোরআন: সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৬

www.pathagar.com

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহর জন্য যথেষ্ট নন? (হে নাবী!) তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই"।[২০]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا .

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাহর উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি"।[২১]

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى .

"তিনিই ঐ পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের বেলায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন"।[২২]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি (এ দীনকে) অন্যসব রকম দীনের উপর বিজয়ী করে দেন"।[২৩]

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً .

"(হে মানুষ!) যে মঙ্গলই তোমার লাভ হয় তা আল্লাহরই দান। আর তোমার উপর যে মুসীবতই আসে তা তোমার আমলেরই ফল। (হে রাসূল!) আপনাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"।[২৪]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ .

"আমি সত্য জ্ঞান দিয়ে আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। যারা জাহান্নামের অধিবাসী তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে জওয়াবদিহি করতে হবে না"।[২৫]

---

২০. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৩৬
২১. আল কোরআন: সূরা আল কাহাফ, ১৮:১
২২. আল কোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:১
২৩. আল কোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:৩৩; সূরা আল ফাতাহ, ৪৮:২৮ ও সূরা আস্ সাফ, ৬১:৯
২৪. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:৭৯
২৫. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১১৯

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً .

"হে নাবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে"।[২৬]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

"(হে নাবী!) আমি আপনাকে গোটা মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না"।[২৭]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ .

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোন উম্মাত গত হয়নি যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি"।[২৮]

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তাই আমরা তাঁর ব্যাপারে এভাবে সাক্ষ্য দিতেই আদিষ্ট।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এ দু'টো গুণে বিশেষিত করে সাক্ষ্য দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে নিষেধ করা এবং তাঁর বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করাকেও অগ্রাহ্য করা। কাজেই তাঁকে 'উবূদিয়্যাত তথা দাসত্বের স্তর থেকে উপাস্যের স্তরে উপনীত করা যাবে না। আবার জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার ব্যাপারেও কোনরূপ আপত্তি করা চলবে না। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা যা নিয়ে এসেছেন তা সবই বিশ্বাস করতে হবে এবং এগুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহকে যেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসতে হবে, তাঁর রাসূল এবং দীনকেও তেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসতে হবে। তাঁর আনীত কথাকে অন্য সকলের কথার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ বাদ দিয়ে তাঁর সুন্নাতকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

---

২৬. আল কোরআন: সূরা আল আহযাব, ৩৩:৪৫
২৭. আল কোরআন: সূরা সাবা, ৩৪:২৮
২৮. আল কোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:২৪

www.pathagar.com

তাওহীদের মূল বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর শর্তসমূহ:

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সাতটি শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। শর্তগুলো একসাথে পূরণ না করলে এ বাণী উচ্চারণ সাক্ষ্যদানকারীর কোন উপকারে আসবে না। শর্তগুলো হলো:

১. এ ব্যাপারে এমন জ্ঞান থাকা যা সকল অজ্ঞতাকে দূর করে।
২. এ বাণীর প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় থাকা যা সকল সন্দেহকে অপনোদন করে।
৩. সর্বান্তকরণে এ বাণীকে মেনে নেয়া এবং কোন ধরনের প্রত্যাখ্যান না করা।
৪. এ বাণীর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন এবং কোনভাবেই আনুগত্য ত্যাগ না করা।
৫. এ বাণীর প্রতি এমন সত্যতা পোষণ করা যা এক্ষেত্রে যে কোন মিথ্যাকে প্রতিহত করে।
৬. এমন ইখলাস ও নিষ্ঠা প্রদর্শন যা সকল প্রকার শিরককে প্রত্যাখ্যান করে। এবং
৭. এ বাণীর প্রতি এমন ভালবাসা প্রদর্শন করা যা এর প্রতি যে কোন ঘৃণাকে দূরীভূত করে।

উপরোল্লেখিত এসব শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম শর্ত: এ বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনে নেয়া এবং এ বাণী কী কী সাব্যস্ত করছে আর কোন্ কোন্ বিষয়কে অস্বীকার করছে সেটি এমনভাবে জেনে নেয়া যাতে এ ব্যাপারে কোন ধরনের অজ্ঞতা না থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

"এ লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তারা শাফা'আতের কোন ইখতিয়ার রাখে না। তবে কেউ যদি জেনে বুঝে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তাহলে আলাদা কথা"।[২৯]

এখানে সাক্ষ্য দেয়া বলতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান

---

২৯. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩:৮৬

www.pathagar.com

করাকেই বুঝানো হয়েছে। আর 'জেনে বুঝে' বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের বাকযন্ত্রের মাধ্যমে তারা যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে অন্তর দিয়ে তারা তা জানে। অতএব তাওহীদের কালিমার অর্থ না জেনে ও এর দাবী না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে তা তার কোন উপকারে আসবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: এ কালিমাহ যিনি উচ্চারণ করবেন এর অর্থের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকতে হবে। যদি এর অর্থের প্রতি তার কোন ধরনের সন্দেহ থাকে, তাহলে এ কালিমাহ তার কোন উপকারে আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .

"তারাই সত্যিকার মু'মিন যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক"।[৩০]

তাই যদি কোন ব্যক্তি এ কালিমার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়ে সে হবে মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ لَقِيتَ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ .

তুমি যদি এমন ব্যক্তির সাক্ষাত পাও যে হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।[৩১]

অতএব যার অন্তরে এ কালিমার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়নি সে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার রাখে না।

তৃতীয় শর্ত: এ কালিমার দাবী অনুযায়ী একমাত্র মহান আল্লাহর 'ইবাদাত করা ও অন্য সকল কিছুর 'ইবাদাতকে পরিত্যাগ করার বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া। তাই যে ব্যক্তি এই কালিমাহ উচ্চারণ করবে অথচ কালিমার এই দাবী মেনে নেবে না, সে ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন:

---

৩০. আল কোরআন: সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১৫
৩১. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬০

www.pathagar.com

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ .

"তাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতিত প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই বললে তারা অহংকার করতো এবং বলতো: আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করবো"?[৩২]

আধুনিক সমাজের মাজার ও কবরপূজারীদের অবস্থাও এরকমই। তারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। আবার কবরের 'ইবাদাতও ছাড়ে না। অতএব তারা কালিমার স্বীকৃতিকে সর্বান্তকরণে গ্রহণকারী নয়।

চতুর্থ শর্ত: এ কালিমার অর্থের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য পোষণ। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

"যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল"।[৩৩]

এখানে মজবুত হাতল বলতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কে বুঝানো হয়েছে। আর 'আত্মসমর্পণ করে' কথাটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ইখলাস রেখে ও নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে।

পঞ্চম শর্ত: এ বাণী মুখে উচ্চারণের পাশাপাশি হৃদয় দিয়ে তাকে সত্য প্রতিপন্ন করবে। যদি কেউ শুধু মুখে তা উচ্চারণ করে অথচ তার হৃদয় এ বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করল না, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী মুনাফিক। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু তারা মু'মিন নয়। আল্লাহ্ এবং

---

৩২. আল কোরআন: সূরা আস্ সাফফাত, ৩৭:৩৫-৩৬
৩৩. আল কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:২২

www.pathagar.com

মু'মিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে তা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অত:পর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি; কারণ তারা মিথ্যাবাদী"।[৩৪]

অতএব মুখের স্বীকৃতির সাথে বাস্তব কর্মের মিল থাকতে হবে। অন্যথায় এ স্বীকৃতি হবে মূল্যহীন।

ষষ্ঠ শর্ত: এ স্বীকৃতি হবে এমন নিষ্ঠার সাথে যে তা সকল প্রকার শিরক থেকে হবে মুক্ত। অর্থাৎ জাগতিক কোন স্বার্থ, উচ্চাভিলাস, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদির সকল সম্ভাবনা এ স্বীকৃতির মাধ্যমে দূরীভূত হতে হবে। 'ইতবান (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

فإن الله قد حَرَّمَ على النَّارِ من قال لَا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله .

যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই এ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন।[৩৫]

সপ্তম শর্ত: পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে এ কালিমার স্বীকৃতি প্রদান করা। ঘৃণাভরে বা বাধ্য হয়ে নয়। তাই তার ভালবাসার পাত্র হবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর দীন। এমনিভাবে তার ভালবাসার পাত্র হবে ঐসব লোক যারা তার মত এ পথের পথিক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ .

"মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন অনেক সমকক্ষ স্থির করে যাদেরকে তারা আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবেসে থাকে। অথচ যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালবাসে"।[৩৬]

কাজেই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহওয়ালাদের সাথে আমাদের ভালবাসা হতে হবে একনিষ্ঠ। অন্যথায় তা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকৃতির সাথে সংঘাতপূর্ণ।

---

৩৪. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:৮-১০

৩৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৪; সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৫৫

৩৬. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১৬৫

www.pathagar.com

তাওহীদ ইসলামের প্রথম খুঁটিঃ

ইসলাম পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ঘর বা ইমারত যেমন কয়েকটি খুঁটির উপর দণ্ডায়মান হয়, ঠিক তেমনি ইসলাম নামক ইমারতটির ভিত্তিও পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত ইসলামকে একটি ইমারত বা প্রাচীর সদৃশ বুঝাবার জন্যেই মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে 'বিনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হলো ভিত্তি স্থাপিত হওয়া। যেহেতু তৎকালীন আরবে তাঁবুর প্রচলন ছিল সমধিক, যা পাঁচটি খুঁটি ছাড়া হয় না, তাই এখানে পাঁচ সংখ্যাটির ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য। আবার তাঁবুর বেলায় যেমন পাঁচটি খুঁটির মধ্যে মাঝের খুঁটিটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ছাড়া তাঁবুর অস্তিত্বই টিকে না, তদ্রুপ ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যেও তাওহীদ তথা ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তাওহীদের অবর্তমানে অন্যান্য খুঁটিগুলোও মূল্যহীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الْإِسْلَامُ على خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। (এক) একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। (দুই) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (তিন) যাকাত আদায় করা। (চার) হাজ্জ করা ও (পাঁচ) রামাদানে সিয়াম পালন করা।[৩৭]

ইসলামের প্রথম খুঁটি হলো উপরোক্ত দু'টো মৌলিক সাক্ষ্য। যা মুসলিম সমাজে ঈমান বা কালিমা বলে খ্যাত। ঈমান হলো আমলের ভিত্তি। সাধারণভাবে মানুষের কর্মে তার চিন্তা চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ যা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাই সে কর্মে পরিণত করে। আর সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যা করা হয় তা অবশ্যই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে কাজের পেছনে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিংবা 'আকিদাহ বিশ্বাস নেই সে কাজে নিষ্ঠা থাকে না এবং

---

৩৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং- ৮

www.pathagar.com

তা গ্রহণযোগ্যও নয়। বিশেষ করে ইসলামের বেলায় ঈমানই হলো আমলের পূর্বশর্ত। ঈমানবিহীন আমলের ইসলামে কোন মূল্যই নেই। তাই হাদীস শরীফে ঈমানকে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ স্থির করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্তম্ভগুলোকে এর উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ হলেন আমাদের মা'বূদ (معبود), আর আমরা হলাম তাঁর 'আব্দ (عبد)। আরবী (মা'বূদ) (معبود) শব্দটি 'ইবাদাহ (عبادة) ধাতু থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য। অর্থাৎ যার 'ইবাদাত করা হয়। এখান থেকেই 'আব্দ শব্দটি দাস বা চাকর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, 'আব্দ যা করে তাই 'ইবাদাত; দাস যা করে তাই দাসত্ব এবং চাকর যা করে তাই চাকুরী। মহান আল্লাহ্ হলেন আমাদের মনিব আর আমরা হলাম তার দাস। মনিবের কাজ হলো হুকুম দেয়া, আর 'আব্দ তথা দাসের কাজ হলো সে হুকুম পালন করা। এ কারণেই 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই'- এ কথার অর্থ হলো তিনি ছাড়া কোন হুকুমকর্তা নেই, আইন ও বিধানদাতা নেই। তাই আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমই মেনে চলব।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তাঁকে আল্লাহর বান্দাহ্ বলে সাক্ষ্য দানের ফলে প্রথমত: আল্লাহর সাথে তাঁকে অংশীদার মনে করার কোন অবকাশ থাকে না। এবং তিনিও মানব জাতির একজন বিধায় মানুষ হিসেবে আমরাও তাঁকে অনুকরণ করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত: তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। তাঁর আদেশ নিষেধ অবশ্যই পালনীয়। তাই ঈমানের দাবিদার হিসেবে আমরা অবশ্যই তাঁর পদাংক অনুকরণ করে চলব।

যুগে যুগে সকল নাবী রাসূলের দা'ওয়াতেরই মূল কথা ছিল এটি। তাওহীদ ইসলামের মূল খুঁটি বিধায় সকল নাবী রাসূলই প্রথমে মানুষদেরকে এই তাওহীদের দিকেই ডাকতেন এবং সাথে সাথে নিজের নবূওয়াতের ঘোষণা দিতেন। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ .

www.pathagar.com

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, 'তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো'। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে"।[৩৮]

তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তিঃ

ইসলামের লালিত চেতনা ও ইসলামের অনুসৃতব্য নীতিমালা ইত্যাদি সকল কিছুরই মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ। একজন মুসলিম যে চিন্তা-চেতনা লালন করে তার মূল ভিত্তি যেমন তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ। সে তার বাস্তব জীবনে যা যা করে তারও অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি হলো তাওহীদ। এ কারণেই তার চিন্তা-চেতনা ও বাস্তব কর্ম ইত্যাদি সবই অন্যদের থেকে হয় ব্যতিক্রম। এক মহাশক্তিধরের উপস্থিতি ও ক্ষমতা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে বলেই অন্যরা যা ভাবে, সে তা ভাবে না। অন্যরা যা করে, সে তা করে না। অন্যরা যেভাবে চলে, সে সেভাবে চলে না। অন্যরা যেভাবে বলে, সে সেভাবে বলে না। বলতে গেলে তার প্রায় সকল কাজ কর্মই হয় একটু ব্যতিক্রম। আর এ সবকিছুর পেছনে যে কারণ তা হলো তার তাওহীদী চেতনা।

একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি যখন যা ভাবে তার সেই ভাবনার পেছনে থাকে তাওহীদ। আবার সে যখন যা করে তার লক্ষ্যও হয় তাওহীদ। তাওহীদকে বাদ দিয়ে কিংবা তাওহীদের বিপরীতে গিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। মহাশক্তিধর প্রভু এক আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বময় বিস্তৃত ক্ষমতা ও সুমহান গুণাবলী সর্বদাই একজন মুসলিমকে চেতনা জোগায়। ফলে সে বিপদে ধৈর্য্যহারা হয় না। অপ্রাপ্তিতে নিরাশ হয় না। ব্যর্থতায় হাল ছেড়ে দেয় না। আশা ও ভালবাসার সমন্বয়ে তার চলার পথ হয় সুগম। তাই তো মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .

"তোমরা মন ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে

---

৩৮. আল কোরআনঃ সূরা আন নাহল, ১৬:৩৬

www.pathagar.com

তোমরাই বিজয়ী থাকবে"।[৩৯] মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে সুসংবাদ জানিয়ে বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ .

"যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা বিরাট সফলতা"।[৪০] অন্যত্র তিনি বলেন:

وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً .

"আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি এমন জান্নাতে দাখিল করবো, যার নিচে ঝর্ণাধারা বহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর খাঁটি ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে নিজের কথায় আর কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে?"[৪১]

পক্ষান্তরে তাওহীদের চেতনা বিরোধী লোকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো:

وَالَّذِيْنَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

"আর যারা (আল্লাহর বিধানকে) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে"।[৪২] অন্যত্র তিনি বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ, মালাইকাহ ও সকল মানুষের লা'নাত"।[৪৩]

---

৩৯. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৩৯
৪০. আল কোরআন: সূরা আল বুরূজ, ৮৫:১১
৪১. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১২২
৪২. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:৩৯
৪৩. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১৬১

www.pathagar.com

সুতরাং তাওহীদই মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি। তাওহীদের আলোকেই তার জীবন শৃংখলাবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। জীবনের সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিকে সে তাওহীদের চেতনা দিয়েই বিবেচনা করে।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই নাবী রাসূলগণকে প্রেরণের মূল লক্ষ্য:

মহান আল্লাহ যুগে যুগে নাবী রাসূলগণকে প্রেরণ করে তাঁর তাওহীদের বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি গোটা মানবতাকে একত্ববাদের দীক্ষা দিয়েছেন। নাবী রাসূলগণের নেতৃত্ব ও আনুগত্য মেনে চলে সর্বত্র তাঁরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, 'তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো'। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে"।[৪৪]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ .

"(হে নাবী!) আমি আপনার আগে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁকে এ ওহীই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করো"।[৪৫]

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً .

"যে সঠিক পথে চলে তার হিদায়াত পাওয়া তার নিজের জন্যই উপকারী। আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তার গোমরাহীর আপদ তার উপরই পড়বে। কোন বোঝা

---

৪৪. আল কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:৩৬
৪৫. আল কোরআন: সূরা আল আম্বিয়া, ২১:২৫

www.pathagar.com

বাহক অন্যের বোঝা বইবে না। আর (মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি আযাব দিই না"।[৪৬]

عن خَبَّابِ بن الْأَرَتِّ قال شَكَوْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً له في ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا له ألا تَسْتَنْصِرُ لنا ألا تَدْعُو الله لنا قال: كان الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرض فَيُجْعَلُ فيه فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ على رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وما يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ من عَظْمٍ أو عَصَبٍ وما يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ والله لَيُتِمَّنَّ هذا الْأَمْرَ حتى يَسِيرَ الرَّاكِبُ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إلا الله أو الذِّئْبَ على غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করছিলাম, তিনি তখন তাঁর একটি চাদর মুড়িয়ে কা'বার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা (আমাদের উপর কাফিরদের বর্বর অত্যাচারের ফিরিস্তি তুলে ধরে) তাকে বললাম: আপনি আমাদেও জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আমাদের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চান। তিনি তখন (আমাদেরকে সান্তনা দিয়ে) বলছিলেন: তোমাদের পূর্ববর্তী ভাইদের কারো কারো নির্যাতনের মাত্রা এমন ছিল যে, যমীনে তার জন্য গর্ত খনন করে তাকে তাতে রাখা হতো। এরপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হতো। অত:পর তার দেহকে দু টুকরা করে ফেলা হতো। কিন্তু তাও তাকে তার দীন থেকে টলাতে পারত না। আবার কখনো লোহার চিরুনী দিয়ে তার হাড় থেকে গোশতকে আলাদা করে ফেলা হতো। তাতেও তাকে তার দীন থেকে টলাতে পারত না। আল্লাহর কসম! একদিন এ দীনের পরিপূর্ণতা অবশ্যই আসবে। তখন যে কেউ সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলতে পারবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার থাকবে না। অথবা কেবল তার বকরীর ব্যাপারে বাঘের ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় থাকবে না। (সেদিন অবশ্যই আসবে) তবে তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছো।[৪৭]

---

৪৬. আল কোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:১৫
৪৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৩২২, হাদীস নং- ৩৪১৬

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদের প্রতিষ্ঠাই ছিল যুগে যুগে সকল নাবী রাসূলের প্রেরণের লক্ষ্য। তাই তাঁরা সকলে জীবনভর এ কাজই করে গেছেন। তাঁদের কারো কারো উপর সমকালীন তাগূতী শক্তি অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালালেও তাঁরা তাওহীদের বাণী প্রচারে কুণ্ঠিত হননি এবং নিজেরা তাওহীদের শিক্ষা থেকে ক্ষণিকের তরেও পিছপা হননি।

তাওহীদ সুশৃংখল জীবনাচারের পূর্বশর্ত:

মানব জীবনে তাওহীদের অন্যতম প্রভাব হলো এই যে, এটি মানুষকে সুশৃংখল জীবনাচারে অভ্যস্ত করে। মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা নিরংকুশ কর্তৃত্ব মেনে নেয়াই হলো সুশৃংখল জীবনাচারের পূর্বশর্ত। মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তার পরিচালনার বেলায় যেমন একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়, তেমনি এর প্রতিটি শাখা প্রশাখায়ও তাঁরই কর্তৃত্ব বিরাজমান- একথা মেনে নেয়া খুবই জরুরী। আর তবেই সৃষ্টির সর্বত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন এক সুশৃংখল পদ্ধতি হবে কার্যকর। যেখানে যাকে তিনি যতটুকু কর্তৃত্ব দিয়েছেন সেখানে সে ততটুকু কর্তৃত্ব নিয়ে নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবে। এক্ষেত্রে সামান্য ব্যত্যয় ঘটলে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেবে। আর তাই গোটা বিশ্বজাহানের যিনি স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সাথে কোন কিছুতেই কেউ শরীক নেই। তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা শুধু নিষিদ্ধই নয়, অসম্ভব এবং অমূলকও। আলকোরআন তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

"যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরও কোন ইলাহ থাকতো তাহলে তা (আসমান ও যমীন) বিশৃংখলায় ধ্বংস হয়ে যেতো। কাজেই এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে 'আরশের রব আল্লাহ অতি পবিত্র"।[৪৮]

তাই বিশ্ব জাহানের মতই এর অভ্যন্তরের অন্যান্য সামাজিক, সাংগঠনিক ও পারিবারিক বলয়ে পর্যন্ত কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি কখনো দুইজন থাকে না। কেননা একাধিক কর্তা থাকলে সেখানে কর্তৃত্ব নিয়ে বিশৃংখলা হবেই। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানে কখনো দুইজন প্রিন্সিপাল থাকে না। প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা থাকলে প্রয়োজনে প্রত্যেক শাখার জন্য আলাদা আলাদা ভাইস প্রিন্সিপাল থাকতে পারে।

---

৪৮. আল কোরআন: সূরা আল আম্বিয়া, ২১:২২

www.pathagar.com

কোন সংস্থা বা সংগঠনের কখনো দুইজন চেয়ারম্যান/সভাপতি থাকে না। প্রয়োজনে একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান/সহসভাপতি থাকতে পারে। এমনিভাবে শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে একই প্রোগ্রামে কখনো দুইজন স্পীকার/বক্তা থাকে না। এমনকি পরিবারের অভ্যন্তরে একজন স্বামী/কর্তার অধীনে শর্তসাপেক্ষে একাধিক স্ত্রী থাকতে পারলেও কোন নারী কখনো একই সাথে দুইজন স্বামী/কর্তার কর্তৃত্বাধীন থাকতে পারে না। শার'ঈ কারণের পাশাপাশি সুশৃংখল জীবনাচারের জন্যও এটি কখনো বাস্তবসম্মত নয়।

সুতরাং বিশ্বজাহানে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তথা তাওহীদই সুশৃংখল জীবনাচারের জন্য পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুশৃংখল, নিয়মতান্ত্রিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কায়েম করতে পারি।

তাওহীদের বিপরীত শিরক:

তাওহীদের সরাসরি বিপরীত হলো শিরক। তাওহীদ হলো Monotheism বা একেশ্বরবাদ আর শিরক হলো Polytheism বা বহু ঈশ্বরবাদ। (الشِّركة) 'আশ-শিরকাতু' এবং (الشَّركة) 'আশ-শারকাতু' সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। যার অর্থ হলো দু' শরীকের সংমিশ্রণ। (الشِّركُ) 'আশ-শিরকু' অর্থ শরীক করা বা শরীক হওয়া। এর বহুবচন হলো (الأشراك) 'আলআশরাকু' ও (الشركاء) 'আশশুরাকাউ' অর্থাৎ অংশীদারগণ। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, (طريق مشترك) 'তারীকুন মুশতারাক' বা সম্মিলিত রাস্তা যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলেরই অধিকার রয়েছে। এবং বলা হয় যে, (أشرك بالله) 'আশরাকা বিল্লাহি' সে আল্লাহর সাথে শরীক করলো। অর্থাৎ সে আল্লাহর রাজত্ব ও মালিকানায় বা 'ইবাদাতে কাউকে তাঁর সমকক্ষ কিংবা অংশীদার সাব্যস্ত করলো।[৪৯]

আরবী ভাষায় একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় (مشتَرَك) 'মুশতারাক'। (الشِّرْكُ) 'আশ্‌শিরকু' এর অর্থ হলো (النَّصِيبُ) 'আন্‌নাসীবু' বা অংশ। (الشَّرِكَةُ) 'আশ্ শারিকাতু' হলো- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সামষ্টিক কোন কাজের চুক্তি। বলা হয়- (أشرَكَ فلانًا في أمره) 'আশরাকা ফুলানান ফী আমরিহী' অর্থাৎ সে অমুককে তার কাজে অন্তর্ভুক্ত করলো। এবং বলা হয়- 'আশরাকা বিল্লাহি'

---

৪৯. ইবনু মানযূর, লিসানুল 'আরব, প্রাগুক্ত, শব্দমূল 'আশ্ শিরক'

www.pathagar.com

অর্থাৎ সে আল্লাহর রাজত্বে তাঁর কোন শরীক সাব্যস্ত করলো। এ অর্থেই আলকোরআনে এসেছে: (يا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ) অর্থাৎ "হে প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না" (আলকোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:১৩)।[৫০]

- তাওহীদ হলো কোন কিছুকে শুধু একজনের জন্যই খাস করা, আর শিরক হলো কোন কিছুতে একাধিক জনের সংমিশ্রণ ঘটানো।
- তাওহীদ হলো মহান আল্লাহকে এক ও একক বলে সাব্যস্ত করা। আর এটিই হলো ইনসাফ বা 'আদল। পক্ষান্তরে শিরক হলো মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। আর এটি হলো যুল্ম তথা ইনসাফ বা 'আদল- এর বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "নিশ্চয়ই শিরক খুবই বড় যুল্ম"।[৫১]
- তাওহীদ বিহীন 'ইবাদাত মূল্যহীন। আর শিরক সহ 'ইবাদাত বাতিল। অর্থাৎ যে কোন নেক আমল মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাওহীদ হলো পূর্বশর্ত। পক্ষান্তরে যে কোন নেক আমলকে বাতিল ও বরবাদ করে দেয়ার জন্য শিরকই হলো কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

  وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

  "আপনার কাছে ও আপনার আগে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের কাছে এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে"।[৫২]
- তাওহীদ জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত করে আর শিরক জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

  إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ .

---

৫০. আল মু'জামুল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০
৫১. আল কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:১৩
৫২. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৬৫

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই তার ঠিকানা। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।[৫৩]

- তাওহীদ হলো আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠা করা আর শিরক হলো আল্লাহর হক নষ্ট করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مُعَاذُ أَتَدْرِي ما حَقُّ الله على الْعِبَادِ قال الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شيئا .

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: হে মু'আয! তুমি কি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহর কী হক রয়েছে? মু'আয বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: '(তাদের উপর আল্লাহর হক হলো) তারা তাঁর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না'।[৫৪]

- তাওহীদ হলো অংশীদারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা, আর শিরক হলো অংশীদারীত্বকে সাব্যস্ত করা, চাই তা পূর্ণ মাত্রায় হোক কিংবা আংশিক হোক। চাই তা মূল বস্তুতে অথবা সত্তায় হোক, কিংবা তার শাখা-প্রশাখা অথবা গুণাবলীতে হোক।

এ প্রসঙ্গে ড. ইবরাহীম বুরাইকান বলেন: শিরক- এর দুটি অর্থ রয়েছে:

এক. সাধারণ অর্থ, আর তা হলো- গাইরুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। চাই তা সমান সমান হোক বা কম-বেশি হোক।

দুই. আল্লাহর পাশাপাশি গাইরুল্লাহকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। আলকোরআন, আস্‌সুন্নাহ এবং আমাদের সৎকর্মশীল পূর্বসূরীদের কথা মতে, শিরক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শিরকের এই দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৫৫] আর এ অর্থেই শিরক তাওহীদের সরাসরি বিপরীত।

---

৫৩. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৭২

৫৪. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, খ. ৬, পৃ. ২৬৮৫, হাদীস নং- ৬৯৩৮

৫৫. ড. ইবরাহীম বুরাইকান, আল মাদখালু লিদিরাসাতিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (আল খুবার, দারুস সুন্নাহ, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ১২৫-১২৬

www.pathagar.com

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য শিরক এর অপনোদন জরুরী:

যেহেতু তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক, তাই তাওহীদকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিরকমুক্ত হওয়া তথা শিরককে অপনোদন করা জরুরী। তাওহীদ এবং শিরক কখনো একসাথে থাকতে পারে না। একই ব্যক্তি কখনো একেশ্বরবাদী এবং বহুঈশ্বরবাদী হতে পারে না। আর তাই আলকোরআনের যেখানেই তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, সেখানেই শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের আগে যারা চলে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন করবে। তিনিই তো সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন, আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন এবং তা দ্বারা নানা রকম ফলমূল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা জেনে বুঝে কাউকেই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করো না"।[৫৬]

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً .

"তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না"।[৫৭]

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিতপুরোহিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে। তেমনিভাবে মাসীহ ইবনু মারইয়ামকেও (রব বানিয়েছে)। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করার হুকুম দেয়া হয়নি- তিনি ছাড়া আর কেউ "ইবাদাত পাওয়ার হকদার নেই। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পবিত্র"।[৫৮]

---

৫৬. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২১-২২

৫৭. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:৩৬

৫৮. আল কোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:৩১

www.pathagar.com

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

"তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই সঠিক মযবুত দীন"।[৫৯]

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . اللهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ .

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। কেউ তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়"।[৬০]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এক আল্লাহর দাসত্বের আহ্বানের পরপরই বহু ইলাহ সাব্যস্ত করা কিংবা বহু ইলাহের সন্তুষ্টি চাওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণার পরই তাঁর সমকক্ষ আর কেউ না থাকার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এভাবে আলকোরআনের সর্বত্রই প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে তাওহীদ এবং শিরকের আলোচনা পাশাপাশি এসেছে। কেননা শিরকের অপনোদন ছাড়া নিরেট তাওহীদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেখানেই তাওহীদের চেতনা অনুপস্থিত হবে সেখানেই শিরক এসে দানা বাঁধবে। আর যেখানেই সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হবে সেখানেই বিদ'আত এসে স্থান করে নেবে। তাই শিরক থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত না হয়ে তাওহীদকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

তাওহীদ এর প্রকারভেদ:

তাওহীদের সংজ্ঞা, পরিচয় ও তাওহীদ সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়। যথা:

এক. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (توحيد الربوبية)

দুই. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (توحيد الألوهية) ও

তিন. তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত (توحيد الأسماء والصفات)।

---

৫৯. আল কোরআন: সূরা আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫

৬০. আল কোরআন: সূরা আল ইখলাস, ১১২:১-৪

www.pathagar.com

এক. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ

রুবূবিয়্যাহ 'রব' (رب) শব্দ থেকে এসেছে। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ হলো রব হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ মহান আল্লাহই হলেন একমাত্র রব এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করাই হলো তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। আরবীতে এটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়- (هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير) "তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ হলো সৃষ্টি, মালিকানা ও পরিচালনায় মহান আল্লাহর একত্ববাদ"। আরবী 'রব' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। এই শব্দটিকে ঘিরেই তাওহীদুর রুবূবিয়্যার অর্থ নির্ণিত হবে। আর তাই আমাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানতে হবে যে, রব শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি রব হতে পারে?

রব শব্দের অর্থ:

'আর-রাব' (الرَّبّ) মূলে 'রাব্বা', 'ইয়ারুব্বু' (ربَّ يَرُبُّ) এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে প্রতিপালন করে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় তথা পূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এ অর্থেই আমরা রবের অনুবাদ করি প্রতিপালক হিসেবে। তবে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বেলায় রবের অর্থ আরো ব্যাপক। রবের অর্থ স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী, মালিক এবং বিধাতা বা বিধানদানকারী। কেননা তিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে প্রতিটি বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেন। এরপর তাকে প্রতিপালন করে করে পরিপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যান। তাকে জীবন চলার পথ প্রদর্শন করেন। তারপর তাকে মৃত্যুদান করেন। অত:পর তাকে পুনরুত্থিত করে তার কৃতকর্মের আলোকে তিনি তাকে শাস্তি দেন অথবা পুরস্কৃত করেন। অর্থাৎ তিনিই 'খালিক', তিনিই 'বাদী' (উদ্ভাবক), তিনিই 'রাযিক', তিনিই 'হাদী', তিনিই 'মুহঈ', তিনিই 'মুমীত', তিনিই 'মুন'ঈম', তিনিই 'মু'আয্যিব' এবং তিনিই 'মালিকি ইয়াওমিদ দীন'। ফির'আউনের সাথে মূসা ('আ.) ও তাঁর ভাই হারূন ('আ.) এর কথোপকথনের যে বর্ণনা কোরআনে এসেছে, তাতে রবের এই ব্যাপকার্থ তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .

"(ফির'আউন) বললো: হে মূসা! তাহলে তোমাদের রব কে? মূসা (জবাবে)

www.pathagar.com

বললেন: তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকার দান করেন, তারপর পথ বাতলান"।[৬১]

সূরা কুরাইশেও রব শব্দের ব্যাপকার্থের কথাই বিবৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ .

"সেহেতু তাদের উচিত এ (কা'বা) ঘরের মালিকের 'ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে রেখেছেন"।[৬২]

আর তাই 'আর-রাব্বু' শব্দটি শুধু আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য, যিনি জগতের সকল কিছুর জন্য যা মঙ্গলজনক তার জিম্মাদার, অন্য কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি সালাতে তাই আমরা একথারই সাক্ষ্য দিয়ে বলি-

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব"।[৬৩] অন্যান্য বেশ কিছু আয়াতেও একথাই বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ .

"(মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদা যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদেরও রব"।[৬৪]

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ . أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ.

"নিশ্চয়ই ইলইয়াসও রাসূলগণের একজন ছিলেন। (স্মরণ কর) যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? তোমরা কি 'বা'আল' (বাছুরের মূর্তি) কে ডাক, সকল স্রষ্টার সেরা স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে- যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগের বাপ-দাদাদেরও রব"।[৬৫]

---

৬১. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০:৪৯-৫০
৬২. আল কোরআন: সূরা কোরাইশ, ১০৬:৩-৪
৬৩. আল কোরআন: সূরা আল ফাতিহা, ১:১
৬৪. আল কোরআন: সূরা আশ্ শু'আরা, ২৬:২৬
৬৫. আল কোরআন: সূরা আস্ সাফফাত, ৩৭:১২৩-১২৬

www.pathagar.com

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ .

"তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনিই তোমাদের রব এবং আগে গত হয়ে যাওয়া তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব"।[৬৬]

আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের বেলায় এ শব্দটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে হলেই শুধু বলা যাবে। যেমন বলা হয় যে, 'রাব্বুদ্ দার' অর্থাৎ ঘরের মালিক ও 'রাব্বুল জামাল' অর্থাৎ উটের মালিক। এ অর্থেই মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহে ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের বক্তব্য পেশ হয়েছে বলে আয়াতের তাফসীরের মধ্যে একটি মত রয়েছে। যেমন-

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ .

"তারপর তাদের (দু'জনের) মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিলো তাকে ইউসুফ (আ.) বললেন, "তোমার রবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো"। কিন্তু শাইতান তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিলো যে, সে তার রবের (বাদশাহের) কাছে তাঁর কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেলো। আর ইউসুফ আরো কয়েক বছর জেলে পড়ে রইলেন"।[৬৭]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .

"বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো"। কিন্তু যখন বাদশাহের পাঠানো লোক ইউসুফের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, "তোমার রবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে, ঐ মহিলাদের ব্যাপারটা কী, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো। আমার রব তো তাদের ফন্দি সম্পর্কে জানেনই"।[৬৮]

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ .

---

৬৬. আল কোরআন: সূরা আদ্ দুখান, ৪৪:৮
৬৭. আল কোরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:৪২
৬৮. আল কোরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:৫০

www.pathagar.com

"হে জেলের সাথীদ্বয়! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটাই যে, তোমাদের একজন তো তার রবকে (মিসরের বাদশাহ) মদ পান করাবে। অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যা জানতে চেয়েছিলে এর ফায়সালা হয়ে গেলো"।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে কোন মানুষের বেলায় এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন হারিয়ে যাওয়া উষ্ট্রী সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন- حتى يجدها ربها অর্থাৎ যতক্ষণ না উষ্ট্রীর রব তাকে ফিরে পায়[৭০]।

উপরোক্ত আলোচনা এবং দলীলসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আর-রব' সুনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ ও সম্বন্ধবাচক পদ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের বেলায় 'আর-রব' বলা যাবে না। তবে সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমনটি আরবদের কথাবার্তা ও লিখনীতে পাওয়া যায়। ইয়ামানের রাজা আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এসে যখন মাক্কার অদূরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিল এবং গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার জন্যেই কা'বার রক্ষক 'আবদুল মুত্তালিবের উটগুলোকে চারণভূমি থেকে আটকে রেখেছিল, 'আবদুল মুত্তালিব তখন তার উটগুলো ফেরত আনতে গেলে আবরাহার সাথে তার যে কথোপকথন হয় তাতে তিনি বলেছিলেন-

قال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك، زهد فيه الملك واستهان به، وقال: أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه.

('আবদুল মুত্তালিবকে আসতে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে রাজা তাকে পাশে বসিয়ে যখন জানতে চাইল যে তিনি কেন এসেছেন, তখন) 'আবদুল মুত্তালিব বলেছিলেন- আপনার লোকেরা আমার যে দুইশত উট আটকে রেখেছে আমি তা ফেরত নিতে এসেছি। বাদশাহ তাতে 'আবদুল মুত্তালিবকে তুচ্ছ জ্ঞান করলো

---

৬৯. আল কোরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:৪১

৭০. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৫৬, হাদীস নং- ২২৯৬ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৯, হাদীস নং- ১৭২২

www.pathagar.com

এবং নিজে নিজে অপমান বোধ করলো এবং বললো: আপনার যে দুইশত উট আমি আটকে রেখেছি, কেবল তা নিয়েই আপনি কথা বলছেন! আর ঐ ঘরের প্রসঙ্গ একেবারেই এড়িয়ে গেলেন যা হলো আপনার নিজের এবং আপনার বাপ-দাদার ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। অথচ আপনি জানেন যে, আমি তা ধ্বংস করার জন্যই এসেছি। তখন 'আবদুল মুত্তালিব তাকে বলেছিলেন: 'আমি তো কেবল উটের (রব) মালিক, আর এ ঘরেরও একজন (রব) মালিক রয়েছেন যিনি তা রক্ষা করবেন।[৭১]

আর 'রাব্বুল 'আলামীন' কথাটির অর্থ হলো- সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক, তাদের সংশোধনকারী এবং বহু নি'আমাত দিয়ে, নাবী রাসূলগণকে পাঠিয়ে ও গ্রন্থসমূহ নাযিল করে তাদের প্রতিপালনকারী এবং তাদের আমলের পুরস্কার দানকারী। 'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته هذا حقيقة الربوبية وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة .

"রুবূবিয়্যাহ কথাটির দাবি হলো বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা, তাদেরকে নিষেধ করা এবং বান্দাদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে ইহসান দিয়ে পুরস্কৃত করা ও যারা পাপী তাদেরকে পাপের সাজা দেয়া। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমেই কেবল এটা সম্পন্ন হয়"।[৭২]

অতএব রবের শাব্দিক অর্থ স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী, জীবন ও মৃত্যুর মালিক, পুরস্কার ও শাস্তি দাতা এবং বিধাতা বা বিধানদানকারী।

তাওহীদুর রুবূবিয়্যার পরিচয় ও এর মূল কথা:

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ হলো আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সকল কাজের ক্ষেত্রে একক বলে মেনে নেওয়া। যেমন এ বিশ্বাস করা যে, তিনিই সকল সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র রিযকদাতা, একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং জীবন ও মৃত্যুর তিনিই একমাত্র মালিক ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ

---

৭১. সীরাতু খাতামিন্ নাবিয়্যীন, আবুল হাসান 'আলী আন্ নাদাভী (মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, মু. ৭, ১৪০৩ হি.), পৃ. ২৩

৭২. মাদারিজুস্ সালিকীন, খ. ১, পৃ. ৬৮

www.pathagar.com

لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

"(হে নাবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীনের রব কে? বলুন যে আল্লাহ। তারপর তাদেরকে বলুন, '(যখন এটাই সত্য তখন) তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মা'বূদকে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের ভালো ও মন্দের কোন ইখতিয়ারও রাখে না?' বলুন, 'অন্ধ ও দৃষ্টিমান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক?' আর (যদি তা না হয় তাহলে) তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু পয়দা করেছে যে, এর কারণে তাদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়? বলুন যে প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী"।[৭৩]

اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .

"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসের হিফাযাতকারী"।[৭৪]

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .

"দুনিয়ায় এমন কোন জীব নেই, যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, সে কোথায় থাকে এবং কোথায় তাকে রাখা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে"।[৭৫]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"(হে নাবী!) বলুন: রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব

৭৩. আল কোরআন: সূরা আর রা'দ, ১৩:১৬
৭৪. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৬২
৭৫. আল কোরআন: সূরা হূদ, ১১:৬

www.pathagar.com

দান করো, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা হয় রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান করো, আর যাকে চাও অপমানিত করো। যা ভালো তা তোমারই ইখতিয়ারে আছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং জীবনহীন থেকে জীবন্ত কে ও জীবন্ত থেকে জীবনহীনকে বের করে আনো। আর তুমি যাকে চাও তাকে বে-হিসাব রিযক দান করো"।[৭৬]

أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

"তিনি কে যিনি সৃষ্টি শুরু করেন এবং আবারও সৃষ্টি করেন? কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযক দান করেন? আল্লাহর সাথে আর কোন ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? (হে নাবী!) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের দলীল নিয়ে আসো"।[৭৭]

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ.

"(হে নাবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক দান করে, তোমাদের শুনবার ও দেখবার শক্তি কার হাতে, কে প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনে, এবং কে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করে।' তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। তাহলে তাদেরকে বলুন, তোমরা কি (বেঠিক পথে চলা থেকে) এর পরেও ভয় করবে না?"[৭৮]

অতএব মহান আল্লাহ তাঁর সকল কাজে একক সত্তা- এটিই তাওহীদুর রুবূবিয়্যার মূল কথা।

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ এর ধারণা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়ঃ

তাওহীদ এর ধারণা জন্মগত সূত্রে এবং স্বভাবগতভাবেই প্রত্যেক মানবের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাউকে কাউকে তাওহীদ

---

৭৬. আল কোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:২৬-২৭
৭৭. আল কোরআনঃ সূরা আন্ নামল, ২৭:৬৪
৭৮. আল কোরআনঃ সূরা ইউনুস, ১০:৩১

www.pathagar.com

এর ধারণা থেকে বিচ্যুত করে। অর্থাৎ জন্মগতভাবেই মহান আল্লাহ সৃষ্টিকূলকে তাওহীদের প্রতি স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ও মহান রব এর পরিচিতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

"কাজেই (হে নাবী!) একমুখী হয়ে আপনার লক্ষ্যকে এই দীনের উপর কায়েম রাখুন। আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাবের উপর পয়দা করেছেন তারই উপর দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর সৃষ্টি বদলানো যায় না। এটাই পুরোপুরি সঠিক দীন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা জানে না"।[৭৯]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সমগ্র মানবতাকে প্রকৃতিগতভাবে এ ধারণা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা ও মা'বূদ নেই। এ আয়াত প্রসঙ্গে 'আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন:

الفطرة في الأصل الخلقة، والمراد بها هنا: الملة . وهي الإسلام والتوحيد .

অর্থাৎ ফিতরাতের মূল অর্থ সৃষ্টি। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মিল্লাত। আর তা হচ্ছে ইসলাম ও তাওহীদ।[৮০]

'আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন:

لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره .

অর্থাৎ তুমি তোমার সঠিক প্রকৃতি ও স্বভাবকে আঁকড়ে ধর, যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর মা'রিফাত বা পরিচয়, তাওহীদ এবং তিনি ছাড়া যে আর কোন ইলাহ নেই- এ বিশ্বাসের উপর সৃষ্টি করেছেন।[৮১]

---

৭৯. আল কোরআন: সূরা আর রূম, ৩০:৩০

৮০. আশ্ শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, ফাতহুল কাদীর (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ২২৪

৮১. 'ইমাদুদ্দীন, ইসমা'ঈল ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০১হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৩৩

www.pathagar.com

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

"(হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো: 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আমি এ ব্যবস্থা এজন্যেই করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন একথা বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না"।[৮২]

সুতরাং আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তা ছিল তাওহীদের প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ যে একমাত্র রব এবং একমাত্র প্রভু তার স্বীকৃতি স্বভাবগতভাবেই মানুষ দিয়েছিল। আর এ প্রকৃতির উপরই তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ একটি স্বভাবজাত বিষয়। আর শিরক হচ্ছে একটি আরোপিত বা আপতিত ঘটনা। এ প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عن أبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أو ينصرانه أو يُمَجِّسَانِهِ كما تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هل تُحِسُّونَ فِيها من جَدْعَاءَ . ثُمَّ يقول أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناس عليها لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذلك الدِّينُ الْقَيِّمُ) .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: এমন কোন শিশু নেই যে (ফিতরাত) ইসলামী স্বভাবের উপর জন্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তোলে। (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্মবিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তোলে)। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোন অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি? অত:পর আবূ

---

৮২. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৭২

www.pathagar.com

হুরাইরাহ (রা.) কোরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, "(এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার উপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন"।[৮৩] বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে:

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هل تَرَى فيها جَدْعَاءَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক শিশুই (ফিতরাত) ইসলামী স্বভাবের উপর জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তুলে। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোন অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি? [৮৪]

অতএব বান্দাকে যদি তার স্বভাবজাত ফিতরাত সহ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তাওহীদ অভিমুখী হবে এবং রাসূলগণের দা'ওয়াতকে গ্রহণ করবে। এ তাওহীদ নিয়েই যুগে যুগে নাবী রাসূলগণ আগমন করেছেন। নাযিল হয়েছে সকল আসমানী গ্রন্থ। কিন্তু বিকৃত শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাস্তিক্যবাদী পরিবেশ নবজাতকের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়। তাই তারা তাদের বাবা-মায়ের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। এক হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عن دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي ما لم أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا .

"আমি আমার বান্দাদের সকলকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি। অত:পর শাইতান তাদের কাছে এসে তাদেরকে তাদের দীন থেকে সরিয়ে দেয়। আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা তাদের সামনে হারাম হিসেবে দেখায়। আর আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করতে তাদেরকে প্ররোচিত করে। অথচ এ বিষয়ে আমি কোন প্রমাণ পেশ করিনি"।[৮৫]

---

৮৩. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৫৬, হাদীস নং- ১২৯৩
৮৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং- ১৩১৯
৮৫. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১৯৭, হাদীস নং- ২৮৬৫

www.pathagar.com

কোন মানব শিশু যদি জন্মের পর থেকেই বনে জঙ্গলে পশু-পাখীদের সাথে বড় হয় তাহলেও সে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর একত্ববাদের ধারণা নিয়েই বেড়ে উঠবে। সে এটা মনে করবে না যে, এমনি এমনি তার জন্ম হয়েছে। কালক্রমে এ ধারণাই তার নিকট প্রকটভাবে ধরা দেবে যে, একজন মহাশক্তিধর সত্তা রয়েছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। বিপদে আপদে তিনিই তাকে রক্ষা করতে পারবেন। এ কারণেই কাফির মুশরিকরাও বিপদে পড়লে অবচেতন মনে হলেও মহান আল্লাহর নামই উচ্চারণ করে থাকে। মহাগ্রন্থ আলকোরআনে মহান আল্লাহই আমাদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

"তিনিই ঐ সত্তা, যিনি জলে ও স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করান। সুতরাং যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে খুশিমনে সফর করতে থাকো, তখন হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলে চারদিক থেকে ঢেউ- এর ঝাপটা আসে এবং আরোহীরা ধারণা করে যে, তারা ঘেরাও হয়ে গেছে। ঐ সময় সবাই তাদের আনুগত্য আল্লাহর জন্য খাস করে নিয়ে দু'আ করে, "যদি আমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে নাজাত দাও তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো"।[৮৬]

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ .

"যখন তারা নৌকায় চড়ে তখন তাদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালিস করে নিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে শুকনায় নিয়ে আসেন তখন হঠাৎ তারা শিরক করতে থাকে"।[৮৭]

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .

"যখন (সমুদ্রে) কোন ঢেউ তাদেরকে ছাউনির মতো ঢেকে ফেলে, তখন তারা

---

৮৬. আল কোরআনঃ সূরা ইউনুস, ১০:২২
৮৭. আল কোরআনঃ সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯:৬৫

www.pathagar.com

তাদের দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে শুকনায় পৌঁছিয়ে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়। বিশ্বাসঘাতক ও কাফির ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে না"।[৮৮]

একই অবস্থা আমরা অপরিণত বয়সের শিশুদের বেলায়ও লক্ষ্য করে থাকি। ঈমান, ইসলাম, স্রষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে এখনো কোন ধারণা হয়নি এমন শিশুরাও বিপদে পড়লে অকপটে আল্লাহর নামই মুখে আনে।

অতএব জন্মগতভাবেই মানুষ মহান আল্লাহকে তার রব হিসেবে মেনে নেয়। তাওহীদের প্রতি তার বিশ্বাস স্বভাবজাত। সৃষ্টির শুরু থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ তাওহীদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ .

"প্রথমে সব মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল (একই তরীকায় চলতো)। (পরে এ অবস্থা থাকেনি, বরং মতভেদ দেখা দিয়েছে) তখন আল্লাহ নাবীগণকে পাঠালেন। যারা সুপথের জন্য সুসংবাদদাতা এবং কুপথের পরিণাম সম্পর্কে সাবধানকারী ছিলেন। আর তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছিলেন, যাতে সত্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন"।[৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন:

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة . هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه .

আদম ও নূহ (আ.) এর মধ্যকার দশ যুগ বা প্রজন্ম সকলেই সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অত:পর যখন তারা মতবিরোধে লিপ্ত হলো, মহান আল্লাহ নাবী এবং রাসূলগণকে পাঠালেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। তারা ছিল একই

---

৮৮. আল কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:৩২
৮৯. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২১৩

www.pathagar.com

জাতিভুক্ত।[৯০] (আলহাকিম বলেন) এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সাহীহ হাদীস, কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেননি।

বিশ্বজগাতের সবকিছুই আল্লাহর জাগতিক নির্দেশের অনুগতঃ

এ বিশ্বজগত- যাতে রয়েছে আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণীকুল, বৃক্ষ-লতা, জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ, জিন-ইনসান ও মালাইকাহ- এর সবকিছুই মহান আল্লাহর বশীভূত ও তাঁর জাগতিক নির্দেশের অনুগত। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

"এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে"।[৯১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ . بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ .

"তারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ এসব থেকে পবিত্র। আসল সত্য এই যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর মালিকানায় আছে। সবকিছুই তাঁর অনুগত ও বাধ্য। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু এটুকু হুকুম দেন যে, 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়"।[৯২]

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ .

"(এ কথা শুনে) মারইয়াম বললেনঃ 'হে আমার রব! আমার কিভাবে সন্তান হবে? আমাকে তো কোন লোক হাতও লাগায়নি'। তিনি বললেনঃ এরকমই হবে,

---

৯০. আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন, খ. ২, পৃ. ৪৮০, হাদীস নং- ৩৬৫৪
৯১. আল কোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৩
৯২. আল কোরআনঃ সূরা আল বাকারাহ, ২:১১৬-১১৭

www.pathagar.com

আল্লাহ যা চান তাই পয়দা করেন। যখন তিনি কোন কাজ করার ফায়সালা করেন তখন তিনি শুধু বলেন: 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়"।[৯৩]

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ .

"আর আল্লাহকেই আসমান ও যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে সিজদা করছে এবং সব জিনিসের ছায়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর দিকে নত হয়"।[৯৪]

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ .

"আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে এবং যত মালাইকাহ্ আছে সবাই আল্লাহর সামনে সিজদারত। তারা কখনো অহংকার করে না"।[৯৫]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে, যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, গাছ, সকল প্রাণী এবং অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করছে? এমন অনেক লোক আছে, যারা আযাবের যোগ্য হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন"।[৯৬]

সুতরাং এ সৃষ্টিজগত ও জগতসমূহের সবকিছুই মহান আল্লাহর অনুগত ও তাঁর ক্ষমতার কাছে বশীভূত। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়। এর কোন কিছুই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ও শৃংখলার সাথে তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং অনিবার্য ফলাফলে উপনীত হয়। আর নিজেদের স্রষ্টাকে সকল দোষ, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে।

---

৯৩. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৪৭

৯৪. আল কোরআন: সূরা আর রা'আদ, ১৩:১৫

৯৫. আল কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:৪৯

৯৬. আল কোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:১৮

www.pathagar.com

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে আলকোরআনের নীতি:

মহাগ্রন্থ আলকোরআন তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে এমন সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করেছে যা মানুষের স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এ নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন বিশুদ্ধ প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে যা দ্বারা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষই সন্তুষ্ট হয় এবং প্রতিপক্ষরাও তা মেনে নেয়। এ সকল বিশুদ্ধ প্রমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটক রয়েছে:

মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান এটাই দাবি করে যে, প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটনাসৃষ্টিকারী রয়েছে। এমনকি ছোট শিশুদের কাছেও বিষয়টি বোধগম্য। কেউ যদি শিশুটিকে আঘাত করে আর সে যদি আঘাতকারীকে দেখতে না পায় তাহলেও সে জিজ্ঞেস করবে যে, কে আমাকে আঘাত করেছে? যদি বলা হয় যে, কেউ তাকে আঘাত করেনি তাহলেও সে তা মেনে নিতে চাইবে না, তার বিবেক তা অগ্রাহ্য করবে। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ না কেউ তাকে প্রহার না করলে এ ঘটনা ঘটতে পারে না। আর যদি তাকে বলা হয় যে, অমুক তোমাকে মেরেছে, তাহলে সে জেদ করে কাঁদতে থাকবে। যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তিকে তার সামনে প্রহার করা হয়। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন ঘটনার পেছনে কোন ঘটক থাকাই স্বাভাবিক বিবেকগ্রাহ্য বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ .

"তাদেরকে কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, নাকি তারাই সৃষ্টিকারী"?[৯৭]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ এমনভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সর্বজনবিদিত, কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি এখানে এমন দুটো প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যার দুটোই নেতিবাচক। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেছেন- তারা কি তাদেরকে সৃষ্টিকারী কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? এর উত্তরে সকলেই বলবে- না। এরপর তিনি প্রশ্ন করেছেন- নাকি তারা নিজেরাই তাদের স্রষ্টা? এটির ও উত্তর হবে- না। অর্থাৎ দুটো বিষয়ই বাতিল, অশুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তাদের অবশ্যই এমন এক মহান স্রষ্টা রয়েছেন যিনি

---

৯৭. আল কোরআন: সূরা আত্ তূর, ৫২:৩৫

www.pathagar.com

তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই। তিনি বলেছেন:

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

"এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া আর যেসব সত্তা রয়েছে তারা কী সৃষ্টি করেছে? আসলে যালিমরা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে রয়েছে"।[৯৮] অন্যত্র তিনি বলেছেন:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

"(হে রাসূল! এদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তাদের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছো? তারা দুনিয়াতে কী কী পয়দা করেছে তা তোমরা আমাকে দেখাও তো। অথবা আসমান সৃষ্টিতে কি তাদের কোন হিস্যা আছে? তোমরা যদি (তোমাদের 'আকীদার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে (এর প্রমাণ হিসেবে) আগের কোন (আসমানী) কিতাব বা (সবার কাছে) স্বীকৃত কোন 'ইলম থেকে তা পেশ করো"।[৯৯]

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

"(হে নাবী! তাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীনের রব কে? বলুন যে আল্লাহ। তারপর তাদেরকে বলুন, 'যখন এটাই সত্য তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব ইলাহকে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের ভালো ও মন্দের কোন ইখতিয়ারও রাখে না?' বলুন, 'অন্ধ ও চোখওয়ালা কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক?' আর যদি তা না হয় তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু পয়দা করেছে যে,

---

৯৮. আল কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:১১

৯৯. আল কোরআন: সূরা আল আহকাফ, ৪৬:৪

www.pathagar.com

এর কারণে তাদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়? বলুন যে প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ এবং তিনি একক মহাপরাক্রমশালী"।[১০০]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

"হে মানুষ! একটা উপমা দেওয়া হচ্ছে। ভালো করে শুনো। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা সবাই মিলে একটা মাছিও যদি পয়দা করতে চায়, কিন্তু তারা পারবে না। বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না। যে সাহায্য চায় সেও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সে-ও দুর্বল"।[১০১]

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .

"আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদেরকে মানুষ ডাকে তারা কোন জিনিসই পয়দা করে না, বরং তাদেরকেই পয়দা করা হয়"।[১০২]

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّايَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَانُشُوراً.

"লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কোন জিনিসকে পয়দা করেনি। বরং তাদেরকেই পয়দা করা হয়েছে। যারা নিজেদের জন্যও কোন লাভ ও ক্ষতির ইখতিয়ার রাখে না। যারা মওতের মালিক নয়, হায়াতেরও মালিক নয়। এবং যারা মৃতকে জীবিত করে উঠাবারও ক্ষমতা রাখে না"।[১০৩]

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ .

"তাহলে, যে পয়দা করে, আর যে কিছুই পয়দা করে না- এ দু'জন কি সমান? তোমাদের কি চেতনা হবে না"?[১০৪]

মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এভাবে বার বার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, সৃষ্টিতে তাঁর

১০০. আল কোরআন: সূরা আর রা'দ, ১৩:১৬
১০১. আল কোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:৭৩
১০২. আল কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:২০
১০৩. আল কোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৩
১০৪. আল কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:১৭

www.pathagar.com

সাথে আর কারো শরীক নেই। তাছাড়া কোন প্রমাণ সাব্যস্ত করা তো দূরের কথা অদ্যাবধি এ দাবিও কেউ করেনি যে, সে কোন কিছু সৃষ্টি করেছে। ফলে এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই হলেন একমাত্র স্রষ্টা এবং তাঁর কোন শরীক নেই।

২. সারা জাহানের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা:

এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় দলীল হলো সারা জাহানের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা। কেননা এর পরিচালক এমন এক মহান ইলাহ যাঁর কোন শরীক নেই। নেই কোন বিবাদীও। মহান আল্লাহ বলেন:

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ .

"আল্লাহ কাউকে তাঁর সন্তান বানাননি। আর তাঁর সাথে আর কোন ইলাহ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারা একে অপরের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র"।[১০৫]

সুতরাং সত্যিকার ইলাহ এমন এক স্রষ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয় যিনি হবেন সকল কর্মবিধায়ক। যদি তাঁর সাথে আর কোন ইলাহ থেকে থাকে যিনি তাঁর সাথে তাঁর রাজত্বের অংশীদার, তাহলে সে ইলাহেরও অবশ্যই কিছু সৃষ্টিকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড থাকবে। যদি সত্যিই এমন হয় তাহলে তাঁর সাথে অন্য ইলাহদের শরীকানা তাঁকে খুশী করবে না। তাই তিনি যদি তাঁর শরীককে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন তাহলে তিনি তাই করবেন এবং একাই রাজত্ব করবেন। আর যদি তিনি তা করতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি রাজত্ব ও সৃষ্টিতে নিজের অংশ নিয়ে একাকী পড়ে থাকবেন যেভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে থাকেন। আর এমতাবস্থায় বিশ্বজগতে অনিবার্যরূপে বিভক্তি দেখা দেবে। এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহর এক বাণীতে একথারই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ইরশাদ করেন:

---

১০৫. আল কোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:৯১

www.pathagar.com

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

"যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ্ ছাড়া আরও কোন ইলাহ্ থাকতো তাহলে (আসমান ও যমীনে) ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতো। কাজেই এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আরশের রব আল্লাহ্ অতি পবিত্র"।[১০৬]

সুতরাং পুরো বিষয়টি নিম্নোক্ত তিন অবস্থার কোন একটি অবশ্যই হবে:

ক. হয় একজন অন্যজনের উপর বিজয়ী হবে এবং সকল মালিকানার অধিকারী হবে।

খ. অথবা তাদের প্রত্যেকেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ রাজত্ব ও সৃষ্টি নিয়ে পড়ে থাকবে। ফলে জগত রকমারি কর্তৃত্বের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

গ. অথবা তারা সকলেই একজন মালিকের অধীনস্থ থাকবে যিনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। আর তিনিই হবেন প্রকৃত ইলাহ্ এবং তারা হবে তাঁর বান্দাহ।

আর শেষোক্ত এ কথাটিই হচ্ছে মূল বাস্তবতা। কেননা জগতে কোন বিভক্তি নেই এবং কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিও নেই। সৃষ্টিজগতের সবকিছু এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলছে। তাতে কোন ব্যত্যয় নেই এবং সকলেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এক মহান ইলাহের দাসত্ব করে চলছে। তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

"এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে"।[১০৭]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

قُلِ ادْعُواْاللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـــنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ

---

১০৬. আল কোরআন: সূরা আল আম্বিয়া, ২১:২২
১০৭. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৩

www.pathagar.com

بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً .

"(হে নাবী!) তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাকো, বা আর্‌রাহমান বলেই ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, সব ভালো নামই তাঁর। আপনার সালাত অনেক উঁচু আওয়াজেও পড়বেন না আবার খুব নিচু আওয়াজেও নয়। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথই ধরুন। (হে নাবী!) আপনি আরও বলুন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি কাউকেই ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর বাদশাহীতেও তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। আর তিনি এমন দুর্বল নন যে, তাঁর কোন অভিভাবক দরকার। আপনি তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করুন, পূর্ণ মাত্রার বড়ত্ব"।[১০৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ.

"যিনি থরে থরে সাতটি আসমান বানিয়েছেন। তুমি আর্‌রাহমানের সৃষ্টির মধ্যে কোন বেমিল দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো কোথাও কোন ফাটল দেখতে পেলে কি? বার বার তাকিয়ে দেখো, তোমার চোখ ক্লান্ত অবস্থায় বিফল হয়ে ফিরে আসবে"।[১০৯]

অতএব এ জগতের মহান স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র মালিক ও প্রভু।

৩. সৃষ্টিজগতকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুগত রাখা:

এ জগতে এমন কোন সৃষ্ট বস্তু নেই যা তার দায়িত্ব পালনকে অস্বীকার করে ও তা থেকে বিরত থাকে। বরং প্রত্যেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে চলে। নিজের অলক্ষ্যেই আপন স্রষ্টার প্রতি অনুগত হয়ে সে তা করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

---

১০৮. আল কোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:১১০-১১১
১০৯. আল কোরআন: সূরা আল মুলক, ৬৭:৩-৪

www.pathagar.com

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

"এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে"।[১১০]

ফির'আউনের প্রশ্নের জবাবে মূসা (আ.) এ বিষয়টি দিয়েই প্রমাণ পেশ করেছিলেন। ফির'আউন বলেছিল:

فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى .

"(ফির'আউন বললো) হে মূসা! তাহলে তোমাদের রব কে?"[১১১] তখন মূসা (আ.) বললেন:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .

"তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকার দান করেন, তারপর পথ বাতলান"।[১১২]

অর্থাৎ আমাদের প্রভু হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি সকল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। যিনি প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুকে তার উপযুক্ত অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা তার জন্য সুন্দর ও মানানসই। অত:পর প্রত্যেক সৃষ্টিকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন সে দিকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর এ হিদায়াত হচ্ছে পথনির্দেশমূলক ও জ্ঞানগত হিদায়াত। তাই প্রত্যেক মাখলূক আল্লাহর দেয়া হিদায়াত অনুযায়ী নিজ নিজ কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে এমনকি জীবজন্তুকেও উপলব্ধি ও অনুভূতি শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা সে নিজের উপকারী কাজ করতে সক্ষম হয় এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ .

---

১১০. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৩
১১১. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০:৪৯
১১২. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০:৫০

www.pathagar.com

"যে জিনিসই তিনি পয়দা করেছেন তা খুবই সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। এবং তিনি কাদা-মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন"।[১১৩]

মহান আল্লাহ সকল প্রকার বস্তুকে তার উপযোগী আকৃতি ও অবয়ব দান করেছেন। পারস্পরিক বিবাহ-মিলন ও ভালবাসায় প্রত্যেক জাতের নর-নারীকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। আর প্রত্যেক অঙ্গকে তার উপর অর্পিত কাজের উপযোগী আকৃতি ও শক্তি সামর্থ প্রদান করেছেন। এরই মধ্যে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে যে, মহান আল্লাহই হলেন সব কিছুর রব, অন্য কেউ নয়।

অতএব যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে এমন সুন্দর অবয়ব দান করেছেন যে সুন্দর অবয়বের উপর বিবেক কোন আপত্তি উপস্থাপন করতে পারে না। আর এসব কিছুকেই তাদের কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত রব। তাঁকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তব ও সবচেয়ে বড় সত্তাকে অস্বীকার করা। আর তাই তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ বা 'ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ প্রমাণে আলকোরআনে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে:

সাধারণত তাওহীদুর রুবূবিয়্যায় মানুষ বেশি ভ্রান্তির শিকার হয়। কেননা রবের যে ব্যাপক অর্থ তা সে সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। কোন কোন অর্থ অকপটে মেনে নেয়। আবার কোন কোনটি নিজের অজান্তেই অস্বীকার করে বসে। আলকোরআনে তাই তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। আলকোরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সূরা দুটোতেই রব শব্দের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম সূরায় "রাব্বুল 'আলামীন" (رب العالمين) আর শেষ সূরায় "রাব্বুন্ নাস" (رب الناس) এর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ক্ষণে ক্ষণে এটি মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন সালাত আদায়ের সময় প্রতি রাক'আতেই বাধ্যতামূলকভাবে সূরা আলফাতিহা পড়তে হয়, যেখানে "রাব্বুল 'আলামীন" এর আলোচনা রয়েছে। আর অন্যান্য সূরায় তো যথারীতি তা আছেই।

---

১১৩. আল কোরআন: সূরা আস্ সাজদাহ, ৩২:৭

www.pathagar.com

মানুষের রূহগুলোর সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাতেও রব হিসেবেই মহান আল্লাহর স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

"(হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো: 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আমি এ ব্যবস্থা এজন্যই করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন একথা বলতে না পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।"[১১৪]

সুতরাং একমাত্র রব হিসেবে আমরা মহান আল্লাহকে যে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি সেই স্বীকৃতির উপরই আমরা আছি। আর এ স্বীকৃতির ভিত্তিতেই আমরা তাঁকে আমাদের একমাত্র রব মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই দাসত্ব করব, অন্য কারো নয়।

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ:

একজন বান্দাহকে যদি তার স্বভাবজাত ফিতরাতসহ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তাওহীদ অভিমুখী হবে এবং রাসূলগণের দাওয়াতকে অকপটে গ্রহণ করবে, যে তাওহীদ নিয়ে আগমণ করেছেন সকল যুগের সকল নাবী-রাসূলগণ। নাযিল হয়েছে সকল আসমানী গ্রন্থ। আর এর উপর প্রমাণ বহন করছে জাগতিক বহু নিদর্শন। কিন্তু বিকৃত তারবিয়াত এবং নাস্তিক্যবাদী পরিবেশ- এ দু'টো নবজাতকের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয় এবং সেখান থেকেই তারা ভ্রষ্টতা ও বক্রতার পথ ধরে বাবা-মায়ের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। এক হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন:

عن عِيَاضِ بن حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: ألا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يومي هذا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ

---

১১৪. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৭২

www.pathagar.com

عن دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لم أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إلى أَهْلِ الأرض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا من أَهْلِ الْكِتَابِ وقال إنما بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وأبتلي بكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فقلت رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً قال اسْتَخْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مثله وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ من عَصَاكَ . قال وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قال وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الذي لَا زَبْرَ له الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا ولا مَالًا وَالْخَائِنُ الذي لَا يَخْفَى له طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إلا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ ولا يُمْسِي إلا وهو يُخَادِعُكَ عن أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أو الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ .

'ইয়ায ইবন হিমার আল মুজাশি'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, জেনে রাখ! আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাদেরকে শিখিয়ে দেই যা কিছু তোমরা জান না। যেসব তথ্য আজ পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: যেসব সম্পদ আমি বান্দাকে দান করেছি, তা হালাল এবং নিশ্চয়ই আমি আমার সকল বান্দাকে (জন্মগতভাবে) সঠিক পথের অনুসারী করে সৃষ্টি করেছি। এরপর শাইতান তাদের নিকট এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমি যা তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি শাইতান তা তাদের উপর হারাম করে দিয়েছে। তদুপরি শাইতান আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার আদেশ দিয়েছে, যে সম্পর্কে আমি কোন দলীল প্রমাণ নাযিল করিনি। এবং মহান আল্লাহ যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরব অনারব সবার প্রতি (তাদের কার্যকলাপে) ক্রোধান্বিত হলেন। কেবল আহলে কিতাবদের কিছুসংখ্যক লোক যারা সঠিক পথকে ধরে রেখেছে (তারা স্রষ্টার রোষাণল থেকে বেঁচে গেল)। এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: আমি "আপনাকে পরীক্ষা করা" ও "আপনার দ্বারা জগদ্বাসীকে পরীক্ষা করা" এ দু' উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে পাঠিয়েছি। এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না। তা আপনি শয়নে জাগরণে

www.pathagar.com

সর্বাবস্থায় পাঠ করতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাকে কুরাইশ সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করেছেন। তখন আমি বললাম, হে প্রভু! এরূপ করলে তারা আমার মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে অবশেষে রুটির ন্যায় বিছিয়ে ফেলবে। তখন আল্লাহ বললেন, তাদের বহিষ্কারের চেষ্টা করুন, যেরূপ তারা আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমি যুদ্ধে সহায়তা করব। আপনি ব্যয় করুন, অচিরেই আপনার উপর ব্যয় করা হবে। আপনি বাহিনী পাঠান, আমি এরূপ পাঁচ গুণ বাহিনী পাঠিয়ে দেব। আপনি আপনার অনুগামীদেরকে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করুন।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন: জান্নাতের অধিবাসী তিন শ্রেণীর লোক হবে। (১) এমন ক্ষমতাশালী সামর্থবান ব্যক্তি যে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও নেক কাজে সহায়তাকারী। (২) এমন দয়ালু ব্যক্তি যার হৃদয় সকল আত্মীয় অনাত্মীয় তথা প্রতিটি মুসলিম ভাইয়ের জন্য বিগলিত হয়। (৩) এমন ব্যক্তি যার সন্তান-সন্ততি আছে এবং যে পবিত্র ও নিষ্কলুষ এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে।

তিনি বলেন: জাহান্নামবাসীরা পাঁচ প্রকার। (১) এমন নি:স্ব বিবেকহারা ব্যক্তি, যার ভাল মন্দ হালাল-হারামের জ্ঞান নেই। এ শ্রেণীর লোক তোমাদের মাঝেই পশ্চাতে থাকে। তারা পরিবার ও মাল আহরণের কোন চেষ্টা তদবীর করে না। (২) পরধন আত্মসাৎকারী ব্যক্তি, যার লোভ-লালসা গোপন থাকে না। লোভনীয় বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক সে আত্মসাৎ করে। অথবা তার লোভ প্রকাশ পায় না অথচ ক্ষুদ্র ও সামান্য কিছুও খিয়ানাত করে। (৩) আর এক ব্যক্তি সকাল বিকাল সর্বাবস্থায় তোমার ধন জনের ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতারণা করে। (৪) চতুর্থত: তিনি কৃপণতা বা মিথ্যা কথার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কৃপণ ও মিথ্যাবাদী এ দু'শ্রেণীও জাহান্নামের যোগ্য এবং (৫) বদ মেজাজী ও বদস্বভাবী লোক।[১১৫]

অর্থাৎ শাইতান তাদেরকে প্রতিমাসমূহের 'ইবাদাতের প্রতি ফিরিয়ে দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আরো অনেক রব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে তারা ভ্রষ্টতা, ধ্বংস, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। তাদের প্রত্যেকেই, অন্যের গ্রহণ করা রবকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য স্বতন্ত্র এক রবকে গ্রহণ করে তার

---

১১৫. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১৯৭, হাদীস নং- ২৮৬৫ (যেসব গুণাবলী বা নিদর্শন দ্বারা দুনিয়াতেই জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের চেনা যায়)।

www.pathagar.com

'ইবাদাত করতে থাকে। কেননা তারা যখন সত্যিকার রবকে পরিত্যাগ করেছে তখন বাতিল রবদেরকে গ্রহণ করার মুসিবতে তারা নিপতিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .

"তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব। তাহলে সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী বাকি রইলো? তোমাদেরকে কোন্ দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে"?[১১৬]
আল্লাহর নাবী ইউসুফ (আ.) এর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আলকোরআন বলছে:

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ .

"(ইউসুফ বললেন) হে আমার জেলের সাথীদ্বয়! (তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো যে,) আলাদা আলাদা অনেক রব ভালো, না ঐ এক আল্লাহ, যিনি মহাপরাক্রমশালী? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত করছো তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছো। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোন সনদ নাযিল করেননি। শাসনক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো দাসত্ব করবে না। এটাই সঠিক, মযবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না"।[১১৭]

রব সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বাস্তবিকপক্ষে গুণাবলী ও কর্মের ক্ষেত্রে দু'জন সমকক্ষ/পরস্পর সহযোগী স্রষ্টা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করা হয়। যেমন, কতিপয় মুশরিকের মতামত হলো, তাদের উপাস্যগণ জগতের কোন কোন ক্ষেত্রে তাসাররুফ তথা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার রাখে। মূলত এ সকল উপাস্যের উপাসনার ব্যাপারে শাইতান তাদেরকে নিয়ে একটি খেলায় মেতে উঠেছে এবং প্রত্যেক জাতির সাথে শাইতান তাদের বুদ্ধি বিবেকের কম-বেশি অনুসারে খেল তামাশা করছে। একদলকে শাইতান এসকল উপাস্যের 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছে

---

১১৬. আল কোরআন: সূরা ইউনুস, ১০:৩২
১১৭. আল কোরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:৩৯-৪০

www.pathagar.com

মৃতদেরকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে, যারা সে সকল প্রতিমাকে এসব মৃত লোকের ছবি অনুযায়ী সাজিয়েছে, যেমন নূহ (আ.) এর জাতি। আরেকদল নক্ষত্র ও গ্রহের আকার দিয়ে প্রতিমাগুলোর পূজা করছে। তাদের ধারণা এসব গ্রহ ও নক্ষত্র বিশ্বজগতের উপর ক্রিয়াশীল। তাই তারা এসব প্রতিমার জন্য ঘর ও সেবক তৈরি করেছে।

তবে এসকল গ্রহ নক্ষত্রের 'ইবাদাত নিয়ে তারা নিজেরাও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তাদের কেউ সূর্যের 'ইবাদাত করে, আবার কেউ করে চন্দ্রের 'ইবাদাত। কেউ চন্দ্র-সূর্য বাদ দিয়ে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের 'ইবাদাত করে। এমনকি তারা সেসব গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকৃতিও বানিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি গ্রহের জন্য রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিকৃতি। এ সব পূজারীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অগ্নিপূজাও করে থাকে, তারা হলো মাজূস। আবার কেউ গাভীর পূজা করে থাকে। আবার অনেকে মালাইকা তথা ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে। অনেকে আবার বৃক্ষ ও পাথরের পূজা করে। আবার অনেকে কবর এবং কবরের উপর যে সৌধ স্থাপন করা হয় সেগুলোর 'ইবাদাত করে থাকে। আর এটা তারা এজন্যই করে যে, এসব বস্তুর মধ্যে রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের কিছু আছে বলে তারা মনে করে। এদের একদল এ ধারণাও পোষণ করে যে, এ সকল প্রতিমা অদৃশ্য ও গায়েবী কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده .

"প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য উপাস্যের প্রতিকৃতিতেই প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। তারা প্রতিমাকে অদৃশ্য উপাস্যের প্রতিকৃতি, অবস্থা ও ছবি অনুযায়ী তৈরি করেছে যাতে এ প্রতিমা সে অদৃশ্য উপাস্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। নতুবা এটাতো সকলেরই জানা যে, কোন বিবেকবান তার নিজের হাতে একটি কাষ্ঠখণ্ড অথবা পাথরকে খোদাই করে কখনো এ 'আকীদাহ পোষণ করতে পারে না যে, সে তার ইলাহ বা উপাস্য"।[১১৮]

---

১১৮. ইবনুল কাইয়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ্ শাইতান (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৫ খৃ.), খ. ২, পৃ. ২২৪

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কবরপূজারীরাও ধারণা করে থাকে যে, এসব মৃত ব্যক্তি তাদের জন্য শাফা'আত করবে এবং তাদের সকল প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবে। আলকোরআনে মহান আল্লাহ তাদের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মাক্কার কাফিররা তাদের এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষে দোহাই দিয়ে বলতো:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى .

"(তারা তাদের এ কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে,) আমরা তো শুধু এ উদ্দেশ্যে তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে"।[১১৯] অথচ তারা যাদের 'ইবাদাত করতো তারা তাদের না কোন উপকার করতে পারতো, না ক্ষতি। তথাপি তারা এদেরকে মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশকারী বলে মনে করতো। আলকোরআনে মহান আল্লাহ সে কথা জানিয়ে দিয়ে বলেছেন:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

"এরা আল্লাহকে ছাড়া এমন সব (মা'বূদের) উপাসনা করছে, যারা কোন ক্ষতি ও উপকার করতে পারে না। এরা বলে যে, এসব আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। হে নাবী! তাদেরকে বলুন, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় জানাচ্ছো, যা তিনি আসমানে ও যমীনে (কোথাও আছে বলে) জানেন না?" আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শিরক করছে তা থেকে তিনি অনেক উপরে"।[১২০] অনুরূপভাবে আরবের কতিপয় মুশরিক এবং খৃস্টান তাদের মা'বূদ ও উপাস্যের ব্যাপারে ধারণা করতো যে, এরা আল্লাহর সন্তান। আরবের মুশরিকরা মালাইকার 'ইবাদাত করতো এ বিশ্বাসে যে, এরা আল্লাহর কন্যা। আর খৃস্টানরা মাসীহ 'আলাইহিস্ সালাম এর 'ইবাদাত করতো এ বিশ্বাসে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। প্রতিমা পূজারীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে মহান আল্লাহ বলেন:

---

১১৯. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৩
১২০. আল কোরআন: সূরা ইউনুস, ১০:১৮

www.pathagar.com

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى . أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى . تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى . إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى .

"তোমরা কি 'লাত', 'উয্যা' ও তৃতীয় এক দেবী 'মানাত'- এর ব্যাপারে কখনো ভেবে দেখেছো? (তোমরা মনে করো) পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য, আর কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য? এ রকম বাটোয়ারা তো বড়ই ধোঁকাবাজি। আসলে এসব কিছুই নয়। শুধু কতক নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে দিয়েছে। আল্লাহ এর জন্য কোন সনদ নাযিল করেননি। ব্যাপার হলো এই যে, এরা নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনেই চলছে এবং তাদের নাফস যা চায় তাই করছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত এসে গেছে"।[১২১]

আয়াতটির অর্থের ব্যাখ্যায় কুরতুবী (রহ.) বলেছেন: "তোমরা কি এসকল উপাস্যকে অবলোকন করেছ! এরা কি কোন কল্যাণ সাধন করেছে অথবা ক্ষতি করেছে, যার ফলে এরা মহান আল্লাহর শরীক হতে পারে? অথবা এরা কি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন?"

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ . قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ .

"(হে নাবী!) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কাওমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কিসের পূজা করো?' তারা বললো, 'আমরা কতক মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় লেগে থাকি'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন তারা কি শুনতে পারে'? অথবা এরা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা জওয়াব দিলো, 'না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি'।"[১২২]

---

১২১. আল কোরআন: সূরা আন্ নাজম, ৫৩:১৯-২৩
১২২. আল কোরআন: সূরা আশ্ শু'আরা, ২৬:৬৯-৭৪

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, এ সকল মূর্তি ও প্রতিমা কোন দু'আ ও আহ্বান শুনতে পায় না। তারা কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। তারা শুধু তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণেই এগুলোর 'ইবাদাত করতো। আর অন্ধ অনুকরণ কখনো গ্রহণযোগ্য দলীল হতে পারে না।

যারা চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত তাদের জবাব দিয়ে আলকোরআন বলছে:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বড়ই বরকতময়"।[১২৩]

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

"এই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে শামিল। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদাহ করো না। ঐ আল্লাহকে সিজদাহ করো যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা সত্যিই তাঁর 'ইবাদাতকারী হও"।[১২৪]

যারা ফেরেশতা ও মাসীহ 'আলাইহিস সালাম- এর পূজা করত এবং তাদেরকে আল্লাহর কন্যা ও পুত্র বলে মনে করত তাদের বক্তব্যও আলকোরআন খণ্ডন করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ .

---

১২৩. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭: ৫৪

১২৪. আল কোরআন: সূরা ফুস্সিলাত, ৪১: ৩৭

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ কাউকে তাঁর সন্তান বানাননি। আর তাঁর সাথে আর কোন ইলাহ্ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ্ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারা একে অপরের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র"।[১২৫]

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

"তিনিই আসমান ও যমীনের আদি স্রষ্টা। তাঁর সন্তান কেমন করে হতে পারে? অথচ তাঁর কোন বিবিই নেই। তিনিই তো সবকিছু পয়দা করেছেন এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি 'ইলম রাখেন"।[১২৬]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ .

"তাঁর কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউ তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়"।[১২৭]

এভাবেই মহাগ্রন্থ আলকোরআন এবং আস্‌সুন্নাহয় তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং যারা এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত তাদের মুখোশ উম্মোচন করা হয়েছে। আমাদের সমাজের কিছু কিছু সূফী দর্শনের লোকও শিরক ফির রুবূবিয়্যায় লিপ্ত হয়। তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও শহর পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল ওলী রয়েছেন তাদেরকে বলা হয় কুতুব (قطب)। এ অঞ্চল ও শহরের ভালমন্দ তাঁরা দেখে থাকেন। অতএব এ অঞ্চল বা শহরে ভালভাবে বাস করতে হলে বা এ এলাকা নিরাপদে পার হতে হলে ঐ কুত্‌বের নিকট সাহায্য চাইতে হবে। এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শিরক।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا .

"আরও এই যে, অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করত। ফলে তারা জিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিত"।[১২৮]

---

১২৫. আল কোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩: ৯১
১২৬. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬: ১০১
১২৭. আল কোরআন: সূরা আল ইখলাস, ১১২: ৩-৪
১২৮. আল কোরআন: সূরা আল জিন, ৭২: ৬

www.pathagar.com

কোন কোন মুফাস্‌সির رهقا অর্থ বলেছেন ভয়, গুনাহ। তখন অর্থ হবে জিনেরা তাদের ভয় বা গুনাহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। জাহেলী যুগের লোকদের এ ধরনের আকীদা ছিল, তাই তারা কোন স্থান বা ময়দান অতিক্রম করার সময় তাদের আকীদা অনুযায়ী সে স্থান বা ময়দানের কুতুবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত।[১২৯]

কোন কোন লেখক লিখেছেন, মানব জগতে বার প্রকার ওলী-আওলিয়া রয়েছে। তারা হল-

১. **কুতুব** ঃ তাকে কুতুবুল আলম, কুতুবুল আকবার, কুতুবুল ইরশাদ ও কুতুবুল আফতাবও বলা হয়। আলমে গাইবের মধ্যে এ কুতুবকে 'আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তার দুজন উযীর থাকেন। যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম 'আবদুল মালিক। বামের উযীরের নাম 'আবদুর রব। এছাড়া আরো বার জন কুতুব থাকেন, সাত জন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে একলীম বলা হয়। আর পাঁচ জন ইয়ামানে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতিত অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক একজন করে।

২. **ইমামাইন** ঃ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. **গাওস** ঃ গাওস মাত্র একজন থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুতুবকেই গাওস বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কুতুব আর গাওস এক নয়। গাওস ভিন্ন। তিনি মাক্কা শরীফে থাকেন।

৪. **আওতাদ** ঃ আওতাদ চারজন। পৃথিবীর চার কোণে চার জন থাকেন।

৫. **আবদাল** ঃ আবদাল থাকেন চল্লিশ জন।

৬. **আখইয়ার** ঃ তারা থাকেন পাঁচশ জন কিংবা সাতশ জন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ভ্রমণ করতে থাকেন।

৭. **আবরার** ঃ অধিকাংশ বুযুর্গানে দীন আবদালগণকেই আবরার বলেছেন।

৮. **নুকাবা** ঃ নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।

৯. **নুজাবা** ঃ নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।

---

১২৯. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, রিয়াদ দারু আলামিল কুতুব, খ. ৪, পৃ. ৫০৬

www.pathagar.com

১০. **আমূদ ঃ** আমূদ মুহাম্মাদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।

১১. **মুফাররিদ ঃ** গাওসই উন্নতি করে ফারদ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফারদ উন্নতি করে কুতুবুল অহদাত হয়ে যান।

১২. **মাকতূম ঃ** মাকতূম শব্দের অর্থ লুকায়িত। এর অর্থ যেমন তারাও তেমনি লুকায়িত থাকেন।[১৩০]

এ ধরনের 'আকীদাহ্ পোষণ করা রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শিরক।

মু'মিন হওয়ার জন্য শুধু তাওহীদুর রুবূবিয়্যার স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়:

একজন বান্দাহ শুধু তাওহীদুর রুবূবিয়্যার স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমেই কি একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে স্বীকৃতি পেতে পারে? নাকি তাওহীদের অন্যান্য প্রকারগুলোর উপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ হলো তাওহীদের প্রথম স্তর। এই স্তরের উপর বিশ্বাস স্থাপনই মু'মিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে তাওহীদুর রুবূবিয়্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর তাওহীদুল উলূহিয়্যাহরও স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং তা কার্যে পরিণত করতে হবে। কেননা আরবের মুশরিকরাও তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল, কিন্তু সে স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তারা যে তাওহীদুর রুবূবিয়্যায় বিশ্বাস করত সে কথা মহান আল্লাহই আলকোরআনুল কারীমে আমাদেরকে জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ .

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোন্ দিক থেকে ধোঁকা খাচ্ছে?"[১৩১]

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ .

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে যে, যিনি মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন"।[১৩২]

---

১৩০. মুফতী মাওলানা মানসূরুল হক, কিতাবুল ঈমান, (ঢাকা: রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স, সং ৩, ২০০৪ ইং) পৃ. ৩৭-৩৮

১৩১. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩: ৮৭

১৩২. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩: ৯

www.pathagar.com

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ.

"(হে নাবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক দান করে, তোমাদের শুনবার ও দেখবার শক্তি কার হাতে, কে প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনে এবং কে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করে'? তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। তাহলে তাদেরকে বলুন, তোমরা কি (বেঠিক পথে চলা থেকে) ভয় করবে না"?[১৩৩]

মহাগ্রন্থ আলকোরআনে এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, তাওহীদ হচ্ছে শুধু আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়া অথবা এ স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র স্রষ্টা ও জগতের কর্মবিধায়ক। আর এ প্রকারের উপরই সে তার স্বীকৃতিকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তাওহীদের প্রকৃত মর্ম সে জানে বলে বিবেচিত হবে না। কেননা সে দলীলের নির্দেশনা ত্যাগ করে শুধু দলীলের কাছে এসেই থেমে গেছে।

দুই. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ

তাওহীদুল উলূহিয়্যার অর্থ:

(الألوهية نسبة إلى الإله) 'আল উলূহিয়্যাহ' শব্দটি 'আল ইলাহ' এর সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ হলো (العبادة) 'আল'ইবাদাহ'। এজন্য তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে 'তাওহীদুল 'ইবাদাহ'ও বলা হয়। এখান থেকেই এসেছে (إله) 'ইলাহ'। যার অর্থ হলো 'মা'লূহ' বা 'মা'বূদ'। অর্থাৎ যার 'ইবাদাত করা হয়। যেমন (لا إله إلا الله) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ হলো- (لا معبود إلا الله) 'লা মা'বূদা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। সুতরাং তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি-

(إفراد الله تعالى بالعبادة أو معرفة الله تعالى بأن له الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين)

---

১৩৩. আল কোরআন: সূরা ইউনুস, ১০: ৩১

www.pathagar.com

সমস্ত সৃষ্টির 'ইবাদাত/দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী হিসেবে একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনকেই সাব্যস্ত করার নাম হলো 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় 'ইবাদাতের হকদার হিসেবে কেবল মহান আল্লাহকেই স্বীকৃতি দেয়া হলো। এ প্রেক্ষিতে 'ইবাদাত এর প্রকৃত মর্ম ও পরিচয় সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

'ইবাদাতের পরিচয়

'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) আরবী শব্দ। আরবী ভাষার শব্দ হলেও সকল ভাষাভাষী মুসলিমের কাছেই এটি অতীব পরিচিত। এটি একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী পরিভাষা। আলকোরআনে এ শব্দটি বিভিন্নভাবে মোট ২৭৬ বার এসেছে।[১৩৪]

'ইবাদাত শব্দটি (عَبَدَ) 'আবাদা' শব্দের ক্রিয়ামূল, যার অর্থ (اَلطَّاعَةُ) আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, গোলামী করা, (اَلتَّذَلُّلُ وَالْخُضُوْعُ) বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া,[১৩৫] (اَلْاِتِّبَاعُ وَالْاِنْقِيَادُ) মেনে চলা ইত্যাদি। ইংরেজীতে যার অর্থ করা হয়- to serve, worship, adoration, devotional service, divine service and submission etc.[১৩৬] মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অনুগত হওয়া ও তাঁর বিধান মেনে চলাকে শারী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদাত বলা হয়।

আলকোরআনুল কারীমে মহান রাব্বুল 'আলামীন 'আব্দ ও 'ইবাদ শব্দদ্বয়কে দাস ও গোলাম অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে (একবচনে) 'আব্দ এবং (বহুবচনে) 'ইবাদ বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অন্যান্য নাবী-রাসূলদেরকে তিনি আলকোরআনে তাঁর 'আব্দ বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১৩৭] এছাড়াও তাঁর অন্যান্য অনুগত বান্দাদেরকে তিনি 'ইবাদুর রাহমান বলে উল্লেখ করে তাঁদের গুণকীর্তন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

---

১৩৪. আল হিমসী, ড. মুহাম্মাদ হাসান, মুফরাদাতুল কোরআন: তাফসীর ওয়া বায়ান, (বৈরূত: দারুর রশীদ, তা. বি.), পৃ. ১৪৩-১৪৪

১৩৫. আল কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল 'ইবাদাহ ফিল ইসলাম (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মু-২৪, ১৯৯৩), পৃ- ২৭-২৮

১৩৬. HANS WEHR, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: 3rd printing, May 1980), P. 586.

১৩৭. আল কোরআন: সূরা- ২:২৩; ৪:১৭২; ৮:৪১; ১৭:১, ৩; ১৮:৬৫; ১৯:২, ৩০; ২৫:১; ৩৮:১৭, ৩০, ৪১, ৪৪; ৩৯:৩৬; ৪৩:৫৯; ৫৩:১০; ৫৪:৯; ৫৭:৯; ৯৬:১০

www.pathagar.com

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ....

"আর্‌রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা যমীনের বুকে নরম হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' (দিয়ে বিদায়) করে। ...... "[১৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে আল্লাহর 'আব্‌দ বা বান্দাহ হিসেবে পরিচয় দিতে খুবই স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। এক হাদীসে তিনি এভাবে বলেছেন:

أَنَّ أُنَاسًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيْ الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : (اَلسَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) .

কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললো- হে আল্লাহর রাসূল! হে উত্তম! হে উত্তমের ছেলে! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের ছেলে! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও, তবে শাইতান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আমি হলাম মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। আমি এটা পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে আল্লাহর দেয়া মর্যাদার চেয়ে উপরে স্থান দাও। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন: সাইয়্যিদ হলেন মহান আল্লাহ।[১৩৯]

আল্লাহর দেয়া এই অভিধাই তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। এটিকেই তিনি তাঁর নিজের সবচেয়ে বড় পরিচয় বলে মনে করতেন। নিজ উম্মাতকেও তাই তিনি এভাবেই শিক্ষা দান করেছেন। এমনকি প্রতিদিন শুধু ফরয নামাযেই নয়বার তিনি আমাদেরকে এই ঘোষণা দিতে শিখিয়েছেন। যদ্দরুন আমরা নামাযের তাশাহ্হুদে এভাবে পড়ি-

---

১৩৮. আল কোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৬৩-৭৬

১৩৯. আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদ ইমাম আহমাদ (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, মু. ২ ১৪২০ হি.), খ. ২০, পৃ. ২৩

www.pathagar.com

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।'

মা'বুদ (مَعْـبُوْدٌ), 'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) ও 'আব্‌দ (عَبْدٌ) :

'আরবী মা'বুদ (مَعْـبُوْدٌ) শব্দটি 'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) ধাতু থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য। অর্থাৎ যার 'ইবাদাত করা হয়। ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়- Worshiped, Adored, Deity, Godhead, Idol and Master etc.[১৪০] এখান থেকেই 'আব্‌দ (عَبْدٌ) শব্দটি দাস বা চাকর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, 'আব্‌দ যা করে তাই 'ইবাদাত, দাস যা করে তাই দাসত্ব এবং চাকর যা করে তাই চাকুরী। মহান আল্লাহ হলেন আমাদের মা'বুদ আর আমরা হলাম তাঁর 'আব্‌দ। তিনি হলেন আমাদের মনিব আর আমরা হলাম তাঁর দাস। মা'বুদ তথা মনিবের কাজ হলো হুকুম দেয়া , আর 'আব্‌দ তথা দাসের কাজ হলো সে হুকুম পালন করা। এ কারণেই 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই'- এ কথার অর্থ হলো তিনি ছাড়া কোন হুকুমকর্তা নেই, আইন ও বিধানদাতা নেই। আর তাই আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলতে আদিষ্ট।

আল্লাহর হুকুম তথা আইন ও বিধানগুলোই হলো ইসলাম। মানুষের জন্য এটিই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র বিধান। এছাড়া অন্য কোন মত, পথ ও বিধান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ .

"নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (জীবন ব্যবস্থা) হলো ইসলাম"।[১৪১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান অবলম্বন করতে চায়, কস্মিনকালেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবেনা। এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত"।[১৪২]

---

১৪০. HANS WEHR, P. 587.

১৪১. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৯

www.pathagar.com

তাই মানুষের উচিত বিধানদাতা হিসেবে শুধু তাঁকেই মেনে নেয়া এবং নিজেদের আবিষ্কার করা মত ও পথকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য না দেয়া। কেননা বিশ্বলোকের মহান স্রষ্টা এবং এর একচ্ছত্র মালিক হিসেবে এটি আল্লাহ তা'আলার জন্যই সংগত যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথার্থ বিধান রচনা করবেন এবং তাদেরকে তাঁর সে বিধান মেনে চলার আদেশ করবেন। আর এ কারণেই তিনি হলেন একমাত্র মা'বূদ। তাঁর বিধানের অনুসরণই হলো 'ইবাদাত এবং যারা এই বিধান অনুসরণের জন্য আদিষ্ট তাদেরকেই বলা হয় 'আব্দ।

'ইবাদাত ও তাওহীদ :

'ইবাদাত ও তাওহীদের মাঝে রয়েছে এক চমৎকার আত্মিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যথার্থরূপে নিরুপণ করতে পারলে 'ইবাদাতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা সহজতর হবে। কেননা তাওহীদ হলো 'ইবাদাত তথা আমলের ভিত্তি। তাওহীদ ছাড়া আমল মূল্যহীন। তাছাড়া সাধারণভাবে মানুষের কর্মে তার চিন্তা চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ যা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা-ই সে কর্মে পরিণত করে। এবং সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যা করা হয় তা অবশ্যই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে কাজের পেছনে কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিংবা 'আকীদাহ-বিশ্বাস নেই, সে কাজে নিষ্ঠা থাকে না এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়। তাই তাওহীদবিহীন আমলের কোনই মূল্য নেই। এ কারণেই হাদীস শরীফে তাওহীদকে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ স্থির করা হয়েছে। এবং অন্যান্য স্তম্ভগুলোকে এ স্তম্ভটির উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার পর তাঁকে শুধু 'খালিক' বা স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিলেই মু'মিন হওয়া যায় না। বরং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য অবশ্য পালনীয় বিধি বিধান তিনিই রচনা করেছেন অন্য কেউ নয় এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান পালন করা যাবে না- একথা অকপটে মেনে নিলেই সত্যিকার মু'মিন হওয়া যায়। এ কারণেই তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হিসেবে 'ইবাদাত তথা বাস্তব কর্ম সম্পাদন করতে হয়। তাওহীদবিহীন 'ইবাদাত যেমন মূল্যহীন, আবার 'ইবাদাত বিহীন তাওহীদও তেমন মূল্যহীন। আরবের মুশরিকরা রব হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করত। কিন্তু তারা তাদের 'ইবাদাত বা

১৪২. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৫

www.pathagar.com

উপাসনার বেলায় আল্লাহর সাথে অন্যান্য মূর্তিদেরকে শরীক করত। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ .

"বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবে: সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? বলুন: সপ্তাকাশ ও মহান আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবে: আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবে: আল্লাহর। বলুন: তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?"[১৪৩] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ .

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ।"[১৪৪]

এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও তারা আল্লাহকে স্বীকার করত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ .

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"[১৪৫] কোরআনুল কারীমে তাই সকল মানুষকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে- "হে মানব

---

১৪৩. আল কোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:৮৪-৮৯

১৪৪. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩:৯

১৪৫. আল কোরআন: সূরা আয্-যুখরুফ, ৪৩:৮৭

www.pathagar.com

সকল! তোমরা তোমাদের রবের ‘ইবাদাত কর”।[১৪৬] অর্থাৎ তোমরা সবাই যাকে রব হিসেবে মানছ, তিনিই কেবল তোমাদের দাসত্ব পাওয়ার উপযুক্ত, অন্য কেউ নন। রব হিসেবে যেহেতু সকলেই তাঁকে মানছ, তাই কেবল তাঁরই ‘ইবাদাত কর।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে একথা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে স্বীকার করত এবং তাঁকেই তারা নিজেদের এবং অন্যদেরও স্রষ্টা বলে জানত। তথাপি শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ায় তারা ছিল ঈমানের গন্ডি বহির্ভূত। এবং এই স্বীকৃতির পরও আলকোরআন তাদেরকে মু'মিন বলেনি, বরং মুশরিক বলেছে। অতএব, তাওহীদ ও “ইবাদাত একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। শুধু তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে বসে থাকলে চলবে না; ‘ইবাদাতের মাধ্যমে তাওহীদের স্বীকৃতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাহলেই প্রকৃত মু'মিন হওয়া যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে ইসলামের যে পাঁচটি মৌলিক খুঁটির কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি নিরেট বিশ্বাস এবং পরবর্তীগুলো বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। অন্য কথায় প্রথমটি হলো তাওহীদ বা ঈমান আর পরবর্তীগুলো হলো আমল বা ‘ইবাদাত। আর এই আমল বা ‘ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী হিসেবে মহান আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়ার নামই হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহই রাসূলগণের দা'ওয়াতের মূল বিষয়ঃ

সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে যত নাবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁদের সকলেরই দা‘ওয়াতের মূল বিষয় ছিল ‘তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

“আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগূতের দাসত্ব

---

১৪৬. আল কোরআনঃ সূরা আল বাকারাহ, ২:২১

www.pathagar.com

থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ্‌ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে"।[১৪৭]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ .

"(হে নাবী!) আমি আপনার আগে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে এ ওহীই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করো"।[১৪৮]

আর তাই প্রত্যেক নাবী রাসূলেরই তাঁদের উম্মাতের প্রতি দা'ওয়াত ছিল তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর দিকে। তাঁরা তাঁদের স্বস্ব জাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আলকোরআনে আমরা তাঁদের অনেকের দা'ওয়াতের বাণী সম্বলিত আহ্বান দেখতে পাই। যেমন নূহ, হূদ, সালিহ ও শু'আইব ('আলাইহিমুস্‌ সালাম) তাঁদের সম্প্রদায়কে ডেকে বলতেন:

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ .

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই"।[১৪৯]

ইবরাহীম 'আলাইহিস্‌ সালামের দা'ওয়াতের বর্ণনা দিয়ে আলকোরআন বলছে:

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন তিনি তাঁর কাওমকে বললেন: আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁকে ভয় করো। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো"।[১৫০]

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে আলকোরআন বলছে:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ .

---

১৪৭. আল কোরআন: সূরা আন্‌ নাহল, ১৬:৩৬
১৪৮. আল কোরআন: সূরা আল আম্বিয়া, ২১:২৫
১৪৯. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫
১৫০. আল কোরআন: সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯:১৬

www.pathagar.com

"(হে নাবী!) তাদেরকে বলুন, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে যেন তাঁর দাসত্ব করি"।[১৫১]

অতএব সকল নাবী-রাসূলেরই দা'ওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

عن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ . فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ على الله.

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমি মানুষদের সাথে লড়তে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তাহলে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। তবে ইসলামের কোন হক তাদের কাছে পাওনা থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের আসল হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[১৫২]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম শারী'আতের যে বিষয়টি আরোপিত হয় তা হলো, মহান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁর রাসূলকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার স্বীকৃতি প্রদান করা। এই স্বীকৃতি প্রদানের পর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নির্দেশনা অনুযায়ী সালাত কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। অত:পর ক্রমান্বয়ে শারী'আতের অন্যান্য বিধানাবলীও তার উপর প্রযোজ্য হয়।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ প্রমাণের জন্যও শিরকের অপনোদন জরুরী:

শিরক আর তাওহীদ কখনো একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। ব্যক্তির মনের মধ্যে শিরক এর ধারণা জিইয়ে রেখে সে যতই তাওহীদের স্বীকৃতি দিক তাতে তার কোনই লাভ হবে না। অর্থাৎ তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়ে কেউ যদি আল্লাহর

---

১৫১. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:১১
১৫২. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৭, হাদীস নং- ২৫

www.pathagar.com

দাসত্বও করতে থাকে, কিন্তু সে শিরক মুক্ত হতে পারেনি, তাহলে তার এই দাসত্ব কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেই দাসত্ব পরিমাণে যত বেশিই হোক এবং যার দ্বারাই তা সম্পাদিত হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ .

"এটাই আল্লাহর হিদায়াত, যা দিয়ে তিনি তাঁর বান্দাহদের যাকে চান হিদায়াত করেন। কিন্তু তারা যদি শিরক করতো তাহলে তারা যা কিছু করেছে সবই বরবাদ হয়ে যেতো"।[১৫৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ নাবীকে লক্ষ্য করে বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ .

"(হে নাবী! এ কথা তাদেরকে আপনার সাফ সাফ বলে দেওয়াই দরকার। কারণ) নিশ্চয়ই আপনার কাছে ও আপনার আগে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের কাছে এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে। সুতরাং (হে নাবী!) আপনি শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করুন এবং শোকরকারী বান্দাহদের মধ্যে হয়ে যান"।[১৫৪]

মহান আল্লাহর কাছে এটি সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ যে, কেউ তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে। তাই তাওবাহ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত শিরকের পাপকে তিনি কখনো ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً .

"আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না; এছাড়া আর যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করলো এবং বিরাট গুনাহ করলো"।[১৫৫]

---

১৫৩. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:৮৮
১৫৪. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৬৫-৬৬
১৫৫. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:৪৮

www.pathagar.com

অতএব তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং আল্লাহর কাছে নিজের 'ইবাদাতকে গ্রহণযোগ্য করাতে হলে সম্পূর্ণরূপে শিরকমুক্ত হওয়া অতীব জরুরী। শিরকের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক থাকলেও তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ যথার্থরূপে প্রমাণিত হবে না।

তাওহীদুল উলূহিয়্যায় কিভাবে শিরক হয়?

'ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার মাধ্যমে তাওহীদুল উলূহিয়্যায় শিরক হয়। একেই আরবীতে বলে 'আশ্‌শিরকু ফিলউলূহিয়্যাহ' বা 'আশ্‌শিরকু ফিল 'ইবাদাহ'। এটিই হলো মূল শিরক। জাহিলী যুগে এ শিরকই বেশি প্রচলিত ছিল। যুগে যুগে নাবী রাসূলগণের আগমণই ছিল তাওহীদুল উলূহিয়্যার প্রতি দা'ওয়াত দেয়া ও শিরক ফিল উলূহিয়্যাহকে নিষেধ করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে"।[১৫৬]

'ইবাদাতে আল্লাহর সাথে যাকেই শরীক করা হয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারই 'ইবাদাত করা হয়, তা-ই হচ্ছে তাগূত। لا إله إلا الله বললে গাইরুল্লাহর 'ইবাদাতকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাতকেই প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। তাই আরবের মুশরিকরা এ কালিমাকে মেনে নিতে ও তা বিশ্বাস করতে রাজী হয়নি। অথচ তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিয্‌কদাতা, জীবন-মৃত্যু দাতা বলে বিশ্বাস করতো। তাদের মূল শিরক ছিল উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে, রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নয়। তাদের ঈমানের অবস্থা জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ .

---

১৫৬. আল কোরআন: সূরা আন্ নাহল, ১৬:৩৬

www.pathagar.com

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু তারা মুশরিক"।[১৫৭] আর এ ধরনের ঈমান যে যথেষ্ট নয়, সেকথাও মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়ে বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ .

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই সুপথ প্রাপ্ত"।[১৫৮] এখানে যুলম দ্বারা শিরককে বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

"স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার ছেলেকে বলল, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় যুলম"।[১৫৯]

শিরক ফিল উলূহিয়্যার কতক দৃষ্টান্ত:

বর্তমান সময়েও আশ্‌শিরকু ফিলউলূহিয়্যাহ বা আশ্‌শিরকু ফিল'ইবাদাহ বেশী হয়ে থাকে। এ শিরক দু' ধরনের। যথা- আশ্‌শিরকুল আকবার বা বড় শিরক এবং আশ্‌শিরকুল আসগার বা ছোট শিরক।

আশ্ শিরকুল আকবার হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো বা কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। এর মাধ্যমে মু'মিন তার ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। তাওবাহ ব্যতিত তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোন আশা নেই। আর আশ্ শিরকুল আসগার হলো- ছোট শিরক। একে আশ্‌শিরকুল খাফী বা গোপন শিরকও বলা হয়। এ ধরনের শিরকের দ্বারা তাওহীদে ক্রটি সৃষ্টি হয় এবং কখনও কখনও বা বড় শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয়। এ দু' ধরনের শিরক থেকে বাঁচার জন্যই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।"[১৬০]

---

১৫৭. আল কোরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:১০৬
১৫৮. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:৮২
১৫৯. আল কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:১৩
১৬০. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২: ২২

www.pathagar.com

ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, উক্ত আয়াত বড় এবং ছোট দু'ধরনের শিরককেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل .

আবূ বাকর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: শিরক হলো পিপীলিকার ধীরগতির চলার চেয়েও আরো গোপন।[১৬১]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل.

ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: শিরক হল রাতের আঁধারে কালো মসৃণ পাথরের উপর পিপীলিকার মন্থর গতির চেয়ে আরো সূক্ষ্ম।[১৬২]

নিম্নলিখিত কাজগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং তা বর্তমান সময়ে প্রচলিত শিরক ফিল উলূহিয়্যার বাস্তব উদাহরণ।

এক. কবরকে মাসজিদ অর্থাৎ সাজদার জায়গা বানানো:

কোন নাবী বা নেক লোকের সম্মানে তাদের কবরে সাজদা করা অথবা তাদের ছবি বা মূর্তি বানিয়ে তাকে সাজদা করা সুস্পষ্ট শিরক এবং তা শিরক ফিল উলূহিয়্যাহ হিসেবে গণ্য।

عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أؤلئك إذا مات منهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله .

'আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাবশার ভূখণ্ডে তাঁর দেখা একটি গির্জা এবং তাতে রক্ষিত

---

১৬১. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ৪০৩; 'আব্দুর রহমান ইবনু হাসান, ফাতহুল মাজীদ (রিয়াদ দারু 'আলামিল কুতুব), পৃ. ১০৩

১৬২. মুসনাদ আহমাদ, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মূর্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন: তাদের মাঝে যখন কোন ভাল লোক মারা যেত, তার কবরের উপর তারা মাসজিদ বানিয়ে সেখানে তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখতো। তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি।'[১৬৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد .

আল্লাহর প্রচন্ড গযব ঐ সম্প্রদায়ের উপর, যারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ (সাজদার জায়গা) বানিয়েছে।[১৬৪]

لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد .

আল্লাহর লা'নত ঐ জাতির উপর, যারা তাদের নাবীগণের কবরগুলোকে মাসজিদ অর্থাৎ সাজদা করার স্থান বানিয়েছে।[১৬৫]

عن عائشة (رض): لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فاذا اغتم بها كشفها، فقال- وهو كذلك- "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غيرأنه خشى أن يتخذ مسجدا .

'আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, যে চাদরটি তাঁর চেহারার উপর ছিল, তা তিনি ফেলে দিতে লাগলেন, কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পর আবার খুলতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, আল্লাহ লা'নত করুন ইয়াহুদী, নাসারার উপর, যারা তাদের নাবীগণের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে। 'আয়িশাহ (রা.) বলেন: তারা যা করেছে তা থেকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন। যদি তা না হত তাঁর কবরকে প্রকাশ্যেই রাখা হত। তবে তিনি আশংকা করেছেন যে, তাঁর কবরকে মাসজিদ বানানো হবে (তাই তো প্রকাশ্যে না রেখে চার দেয়ালের মাঝে রাখা হয়েছে)।[১৬৬]

---

১৬৩. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৪২৭,৪৩৪,১৩৪১,৩৮৭৮ ও সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫২৮
১৬৪. আল মুয়াত্তা, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং- ২৬১ ও মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫
১৬৫. মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ২৪৬
১৬৬. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৯০, ৩৪৫৩, ৪৪৪১, ৬৮১৫ ও সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৩১

www.pathagar.com

দুই. কবরকে সামনে রেখে 'ইবাদাত করা:

কবরকে সামনে রেখে কবরের উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা। কবরের উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা মূর্তিপূজারই নামান্তর, এটি শিরক ফিল উলূহিয়্যাহ। আর তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট এভাবে দু'আ করেছেন:

اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد .

হে আল্লাহ, আমার কবরকে মূর্তি বানাবেন না, যার 'ইবাদাত করা হবে।[১৬৭]

মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছেন। যেমন ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران .

অত:পর রাব্বুল 'আলামীন তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং তাঁর কবরকে তিনটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টন করে দিলেন।[১৬৮]

عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لاتصلوا إلى القبور .

আবূ মারসাদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, "তোমরা কবরের দিকে ফিরে বা কবরকে সামনে রেখে নামায পড়ো না।"[১৬৯]

মূর্তিপূজার ইতিহাস কবরের সাথে সম্পর্কিত। কবরস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে বাড়াবাড়ির মাধ্যমেই তার পূজা শুরু হয়। ইবনু কুদামাহ (রহ.) বলেন: মূলত: মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে মৃতদেরকে সম্মান করা, তাদের ছবি বানানো, তা স্পর্শ করা ও তাদেরকে সামনে রেখে নামায পড়ার মাধ্যমেই।[১৭০]

তিন. আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাযার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করা:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাযার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যা কিছু পেশ করা হয় তা সবই শিরক এবং তা শিরক ফিলউলূহিয়্যাহ। যেমন মূর্তি, দেবতা,

---

১৬৭. আল মুয়াত্তা, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং- ২৬১ ও মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ২৪৬
১৬৮. ইবনুল কাইয়্যিম, আল কাফিয়াতুশ্ শাফিয়াহ, পৃ. ১৮০
১৬৯. সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯৭২
১৭০. ইবনু কুদামা, আল মুগনী (শারহুল খারকী), খ. ২, পৃ. ৫০৮

www.pathagar.com

মাযারের উদ্দেশ্যে গরু, শিরনী ইত্যাদি পেশ করা। কেননা এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পীর, বুযুর্গ ও মৃতব্যক্তির সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি লক্ষ্য বানানো হয়। এ সম্পর্কে হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। যেমন-

عن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب . قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لايجاوزه أحد حتى يقرب له شئيا. قالوا لاحدهما: قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولوذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار وقالوا للآخر قرب، قال: ماكنت لأقرب لأحد شئيا دون الله عزوجل، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة .

তারিক ইবন শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আর একটি মাছির কারণে অপর ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন: দু'জন লোক একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের একটি মূর্তি ছিল। সে মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ না করা ব্যতিত কেউ তা অতিক্রম করতে পারত না। তারা দু'জনের একজনকে বলল: মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ কর। সে বলল: আমার নিকট পেশ করার মত কোন কিছু নেই। তারা বলল, একটি মাছি হলেও পেশ কর। সে মূর্তির উদ্দেশ্যে একটি মাছি পেশ করল। তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করল। তারা অপরজনকে বলল: মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ কর। সে বলল: আমি আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করব না। তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। আর এ লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল।[১৭১]

চার. যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়, সে স্থানে 'ইবাদাত করা:

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কিছু যবেহ করা সুস্পষ্ট শিরক তথা শিরক ফিল 'ইবাদাহ। আর যে স্থানে তা করা হয়, সেখানে আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা হবে শিরক। যেমন- কোবার মাসজিদে দিরার (مسجد ضرار) অসৎ উদ্দেশ্য থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মাসজিদে সালাত

---

১৭১. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৬, পৃ. ৪৭৩, হাদীস নং- ৩৩০৩৮

www.pathagar.com

আদায় করা তো দূরের কথা, বরং মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। মাসজিদে দিরার (مسجد ضرار) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ .

"আর যারা মাসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে (তার গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে), তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা নেক উদ্দেশ্যেই এটি করেছি, আল্লাহ সাক্ষী, তারা মিথ্যাবাদী। তুমি (সালাতের উদ্দেশ্যে) কখনও এতে দাঁড়াবে না, যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটাই তোমার সালাতের জন্য অধিক উপযুক্ত স্থান"।[১৭২]

মুনাফিকরা কোবার মাসজিদকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য উল্লিখিত মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল। কোবার মাসজিদের ভিত্তি ছিল তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে মুনাফিকরা তাদের নির্মিত এই মাসজিদে তাঁকে সালাত আদায়ের জন্য বলল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা এ মাসজিদটি তৈরি করেছে শীতের রাত্রিতে দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের জন্য, যাদের পক্ষে কোবা মাসজিদে দূরের কারণে যাওয়াটা কষ্টকর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো এখন সফরে আছি, যখন আমি সফর হতে ফিরে আসি, তখন আল্লাহ চাহেতো (সে মাসজিদে সালাত আদায় করব)। কিন্তু একদিন অথবা তার চেয়ে কম সময়ের পথ থাকতেই সে মাসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হল। তিনি মাদীনায় আগমনের পূর্বেই লোক পাঠিয়ে তা ধ্বংস করে দিলেন।[১৭৩] উল্লেখিত মাসজিদটি যেহেতু অসৎ উদ্দেশ্যে

---

১৭২. আল কোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯: ১০৭-১০৮

১৭৩. আল বাইহাকী, আদ্ দালাইল, খ. ৫, পৃ. ২৫৯; ইবন কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, তাফসীরু সূরাতিত তাওবাহ, আয়াত ১০৭-১০৮, খ. ২, পৃ. ৪৭৯; ইবনু মারদাবিয়্যাহ, আদ্ দুরারু, খ. ৩, পৃ. ২৭৬

www.pathagar.com

তৈরি করা হয়েছিল, গুনাহর কাজ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য, তাই সে মাসজিদে নামায পড়া নাজায়িয। এমনিভাবে যে স্থানে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ্ করা হয় (যা সম্পূর্ণই শিরক), সে স্থানে আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা খাওয়া জায়িয হবে না। হাদীসে এসেছে-

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحرإبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم.

সাবিত ইবনু দাহ্হাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন এক ব্যক্তি মান্নত করল যে, সে বোয়ানা নামক স্থানে (ইয়ামানের ইয়ালামলাম পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত স্থান) একটি উট নাহর করবে (নাহর বলা হয় উটকে দাঁড় করিয়ে গলার রগে ছুরি মেরে রক্ত বের করা। এতে উটটি মাটিতে পড়ে মারা যায়। উট কুরবানী বা যবেহ করার এটিই শারী'আহ সম্মত পদ্ধতি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: সে স্থানে কি জাহেলী যুগে কোন মূর্তি বা প্রতিমা ছিল, যার অর্চনা করা হত? তারা বলল: না। তিনি বললেন: সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন মেলা বসত? তারা বলল: না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমার মান্নত পূরা কর। আল্লাহর নাফরমানীর কোন কাজে মান্নত পূরা করা যাবে না এবং ইবনু আদম যার মালিক নয়, সে কাজেও মান্নত পূরা করা যাবে না।[১৭৪]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হল যে, যে স্থানে শিরকী বা কুফরী কোন কাজ করা হয়, সেখানে কোন ভাল কাজ করাও বৈধ হবে না। যেমন, হিন্দুরা যেখানে পূজা করে সেখানে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা, সালাত আদায় করা বৈধ হবে না, যদিও তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়।

যেসব জীবজন্তু আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়, তার পদ্ধতি তিনটি:

প্রথমত: আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়, যবেহ করার সময় সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়; যে নামে তা উৎসর্গিত।

---

১৭৪. সুলাইমান ইবনু আল আশ'আস আস্ সিজিসতানী, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর, হাদীস নং- ৩৩১৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলিম বুযুর্গদের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করে তা যবেহ করে থাকে।

তৃতীয়ত: জাহেলী যুগের আরবরা কা'বা ঘরের চতুর্পার্শ্বে কিছু পাথর স্থাপন করেছিল, যেগুলোর তারা উপাসনা করত। তাদের সম্মানে সেখানে তারা জন্তু যবেহ করত, বিভিন্ন কিছু মান্নত করে সেখানে বন্টন করত। উপরিউক্ত সব যবেহই আল্লাহর নিষিদ্ধ যবেহ এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন:

(......وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ.......)

" ...... যে জন্তু যবেহ করার সময় গাইরুল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, অথবা গাইরুল্লাহর নামে যা উৎসর্গ করা হয়, ... (তা হারাম)।[১৭৫]

(......وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.....)

" ...... পাথরের সম্মানে বা পাথর রক্ষিত স্থানে যা যবেহ করা হয়"....... (তা হারাম)।[১৭৬]

পাঁচ. বিশেষ কোন ধরনের গাছ, পাথর, কবর ইত্যাদি দ্বারা বরকত নেয়া:

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক ফিল উলূহিয়্যার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশেষ কোন গাছ, পাথর কিংবা কবর ইত্যাদি থেকে সে বরকত লাভ করবে, এর দ্বারা তার কল্যাণ আসবে, অকল্যাণ থেকে বাঁচতে পারবে, বিপদ আপদ দূর হবে এবং জীবনে সমৃদ্ধি আসবে.. ইত্যাদি, তা হলে তা হবে শিরক। মাক্কার কাফিররা তখন বিভিন্ন দেবতার প্রতি এই বিশ্বাসই পোষণ করত। আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى . أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى . تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى .

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উয্যা এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে?

---

১৭৫. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২: ১৭৩
১৭৬. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৩

www.pathagar.com

তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য আর কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য? এ প্রকার বন্টন তো অসংগত।"[১৭৭]

লাত: লাত দেবতাটি ছিল সাকীফ গোত্রের, 'উয্যা ছিল কোরাইশ এবং বনু কানানার। আর মানাত ছিল বনু হিলাল গোত্রের। ইবনু হিশাম বলেন: মানাত দেবতাটি ছিল হুযাইল এবং খুযা'আহ গোত্রের।

লাতের নামকরণ করা হয়েছে আল ইলাহ্ থেকে আর উয্যা আল্লাহর গুণবাচক নাম আল 'আযীয থেকে।[১৭৮]

ইবনু কাসীর বলেন, লাত ছিল তায়িফে অবস্থিত একটি শুভ্র নকশা করা পাথর, তার উপর ছিল একটি ঘরের চিত্র অংকিত, তাতে ছিল পর্দা এবং সে ঘরের ছিল অনেক খাদিম। তার ছিল বড় আঙ্গিনা, তায়িফবাসী সাকীফ গোত্র এবং তাদের অনুসারীরা কোরাইশ ব্যতিত অন্যদের উপর এ দেবতা নিয়ে গর্ব করত। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, সেখানে সুদূর অতীতে একটি চারকোণা বিশিষ্ট পাথরে বসে একজন ইয়াহুদী ব্যক্তি হাজীদের জন্য 'সাতু' তৈরি করে খেতে দিত। লোকটি সেখানে মৃত্যু বরণ করলে তার সততা ও ভালকর্মের জন্য লোকেরা এ পাথরকে সম্মান করে এর পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করতে আরম্ভ করে।[১৭৯] কোরাইশ এবং সমগ্র আরব গোত্রের লোকেরাও একে পূজা ও সম্মান করত।[১৮০] ইবনু হিশাম বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগীরা ইবনু শু'বাকে প্রেরণ করলেন। তিনি গিয়ে তা ভেঙ্গে আগুন দিয়ে জালিয়ে দিলেন।[১৮১]

'উয্যা: মাক্কা ও তায়িফের মাঝে নাখলাহ নামক স্থানে তিনটি বাবলা গাছের সমষ্টি একটি বৃক্ষ ছিল।[১৮২] তার উপর ছিল ঘর এবং খেজুর পাতার পর্দা। তাতে ছিল 'উয্যা মূর্তি। কোরাইশরা এটাকে সম্মান করত, বরকতময় মনে করত। এটাকে নিয়ে গর্ববোধ করত। উহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফইয়ান বলেছিল " لنا العزى ولاعزى لكم।" আমাদের 'উয্যা দেবতা আছে। তোমাদের 'উয্যা দেবতা নেই। তখন আল্লাহর রাসূল মুসলিমদেরকে বলেছিলেন, তোমরা বল: " الله مولانا ولامولى لكم" আল্লাহ আমাদের মনিব, তোমাদের কোন মনিব নেই।[১৮৩]

---

১৭৭. আল কোরআন: সূরা আন্ নাজম, ৫৩: ১৯-২২
১৭৮. 'আব্দুর রহমান বিন হাসান, ফাতহুল মাজীদ লি শারহি কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ১৫৫
১৭৯. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, ৪/২৫
১৮০. ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওযিয়্যাহ, ইগাসাতুল লাহফান, খ. ২, পৃ. ১৬৮, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, ইবন কাসীর, খ. ৪, পৃ. ২৯৯
১৮১. ইবনু হিশাম, আস্ সীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৮
১৮২. ফাতহুল মাজীদ, পৃ. ১৫৬
১৮৩. সাহীহুল বুখারী, বাবুল মাগাযী, খ.৫, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে (রা.) পাঠালেন সে গাছটি কেটে ফেলার জন্য এবং ঘরটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য। খালিদ (রা.) গাছগুলো কেটে ফেললেন আর ঘরটি ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সংবাদ দিলে তিনি বললেন, ফিরে যাও, কেননা তুমি কিছুই করোনি। খালিদ ফিরে গেলেন। যখন খাদিমরা তাঁকে দেখল, তখন তারা পাহাড়ের দিকে দৌড়ে গেল এবং বলতে লাগল: হে 'উয্যা, হে 'উয্যা! খালিদ তার নিকট আসলেন, দেখলেন, একটি উলঙ্গ মহিলা, চুলগুলো এলোমেলো, মুষ্টি ভরে মাটি স্বীয় মাথায় মারছে। খালিদ (রা.) তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, এটাই হল 'উয্যা।[১৮৪]

মানাত: এ শব্দটি মূলতঃ আল্লাহর গুণবাচক নাম মান্নান থেকে এসেছে। এ মূর্তিটি ছিল মাক্কা ও মাদীনার মাঝে কুদাইদ নামক স্থানে। খুযা'আ, আউস এবং খায্রাজ এটিকে খুব সম্মান করত এবং এখান থেকে হাজ্জের ইহরাম বাঁধত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের বছর 'আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে পাঠালেন এটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য। তিনি গিয়ে মূর্তিটি ধ্বংস করে দিলেন।[১৮৫] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এতে একটি মহিলা জিন থাকতো এবং এ জিনই এর পূজারীদেরকে নানা রকম অলৌকিক কর্মকান্ড করে দেখাতো। মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সা'ঈদ ইবনু যায়িদ আল আশহালী (রা.) এ মূর্তিটি ধ্বংস করতে যান। এ সময় সে জিনটি কালো বর্ণের একটি মহিলার আকৃতিতে উলঙ্গ অবস্থায় এলোমেলো কেশে আত্মপ্রকাশ করে নিজের জন্য ধ্বংস আহ্বান করে বুক চাপড়াতে ছিল। সা'ঈদ (রা.) তাকে এ অবস্থায়ই হত্যা করেন।[১৮৬]

---

১৮৪. ফাতহুল মাজীদ, পৃ. ১৫৬

১৮৫. 'আব্দুর রহমান ইবনু হাসান, ফাতহুল মাজীদ, মাকতাবাতু দারিস্ সালাম, পৃ. ১১৫,১১৬

১৮৬. সাফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১০, আত-তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কোরআন, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, সংস্করণ বিহীন, ১৪০৫হি. ২৭/৫৯

www.pathagar.com

উল্লেখিত মূর্তিগুলোকে আরবের লোকেরা সম্মান করত। তা থেকে বরকত নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

বাই'আতে রিদওয়ান ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বাই'আতটি হয়েছিল একটি গাছের নিচে। এ বাই'আতের কারণে আল্লাহ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.......

"মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[১৮৭]

এ বাই'আতটিই ছিল মূলত: হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণ। যে সন্ধিটিকে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বিজয় (فتح مبين) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا .

"নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।"[১৮৮]

এ গাছটিকে বরকতময় মনে করে একে কেন্দ্র করে শিরক চালু হয়ে যেতে পারে বিধায় এ গাছটিকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। সাহাবাগণ (রা.) পরে এ গাছটিকে আর চিহ্নিত করতে পারেননি। যেমন এ বাই'আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবী মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন:

فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها .

পরবর্তী বছর আমরা যখন বের হলাম, গাছটি ভুলে গেলাম। গাছটি চিনতে আমরা সক্ষম হলাম না।[১৮৯]

وعن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط– فمررنا بسدرة– فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط

---

১৮৭. আল কোরআন: সূরা আল ফাতাহ, ৪৮: ১৮
১৮৮. আল কোরআন: সূরা আল ফাতাহ, ৪৮: ১
১৮৯. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, খ. ৫, পৃ. ৬৫

www.pathagar.com

كماهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألله أكبر- إنها السنن، قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم ألهة، قال إنكم قوم تجهلون) لتركبن سنن من قبلكم .

আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। তখন আমরা ছিলাম কুফর যুগের সন্নিকটবর্তী নতুন মুসলিম। তৎকালে সেখানে ছিল মুশরিকদের একটি কুলবৃক্ষ, তার পার্শ্বে তারা উপবেশন করত এবং তার সাথে তাদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত বরকতের জন্য, তাকে বলা হত 'যাতু আনওয়াত'। আমরা একটি কুলবৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! তাদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' রয়েছে, আমাদের জন্য একটি 'যাতু আনওয়াত' এর ব্যবস্থা করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'আল্লাহু আকবার'। এটাতো পূর্ববর্তীদের প্রথার কথা তোমরা বললে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে আমি বলছি, তোমরা তো ঐ কথাই বললে, যা বলেছিল বানূ ইসরাঈল মূসা (আ.) কে- "আমাদের জন্য ইলাহ ঠিক করে দিন, যেমন রয়েছে তাদের জন্য অনেক ইলাহ। তিনি (মূসা) বললেন, তোমরা হলে মূর্খ জাতি।"[১৯০] তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলতে অভ্যস্ত।[১৯১] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন। যেমন কোন বুযুর্গ কোন স্থানে বসেছিলেন বা কোন পাথরে বসে বিশ্রাম করেছিলেন, সে স্থানকে বা পাথরকে বরকতময় মনে করে তা থেকে ধূলা নিয়ে শরীরে মাখা, পাথরকে চুম্বন করা, বুযুর্গের কবরের পার্শ্বের পুকুরের কাছিমের গা থেকে শেওলা নিয়ে শরীরে মাখা, গজার মাছকে বা কুমীরকে খাবার দিলে মাকসূদ পূরা হবে বলে বিশ্বাস করা, কবরের দেয়ালে চুম্বন করা, মাসেহ করা, কবরের পার্শ্বের গাছে মান্নত করে সুতা বাঁধা, মাযারের কাছ থেকে নেয়া লাল, হলুদ মালা হাতে ও গলায় বাঁধা এবং এর মাধ্যমে বিপদ আপদ থেকে বাঁচতে পারবে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

---

১৯০. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭: ৩৮

১৯১. সুনানুত্ তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪৭৫, হাদীস নং- ২১৮০ ও মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, খ. ১১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস নং- ২০৭৬৩

www.pathagar.com

ছয়. গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করাঃ

মান্নত করা একটি 'ইবাদাত। যখন মান্নত করবে তখন তা পূরণ করতে হবে। কিন্তু মান্নত গাইরুল্লাহর নামে করা শিরক এবং তা শিরক ফিল 'ইবাদাহ। যেমন কোন ওলীর মাযারে এভাবে মান্নত করা যে অমুক কার্যটি হাসিল হলে বা রোগমুক্ত হলে মাযারে একটি গরু দেব। এগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মু'মিনরা আল্লাহর জন্য মান্নত করে এবং তা পূরা করে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ .

"তারা মান্নত পূরা করে"[১৯২]

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .

'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজের মান্নত করে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।[১৯৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لاوفاء لنذر في معصية الله .

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মান্নত পূরা করতে নেই।[১৯৪]

মূলত: ইসলামী শারী'আত মান্নত না করার জন্যই উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন-

عن إبن عمر رض قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر . قال: إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل .

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: মান্নত কিছুই ফিরাতে পারে না, বরং মান্নত দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।[১৯৫]

---

১৯২. আল কোরআন: সূরা আদ্ দাহর, ৭৬: ৭

১৯৩. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৬৬৯৬, ৬৭০০।

১৯৪. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুন নাযর, বাবু লা ওফায়া লিনাযরিন ফী মা'সিয়াতিল্লাহ, খ. ৩ পৃ. ১২৬৩, হাদীস নং- ১৬৪১

১৯৫. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল কাদর, খ.৭ পৃ. ২১৩

www.pathagar.com

সাত. অদৃশ্য বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য গাইরুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ

অদৃশ্য বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ব্যতিত অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক এবং তা শিরক ফিল 'ইবাদাহ। তবে বাহ্যিক প্রয়োজনে অন্য কারো নিকট আশ্রয় চাওয়া দোষণীয় নয়। যেমন রোদ থেকে বাঁচার জন্য গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া দোষণীয় নয়। এমনিভাবে বিপদে পড়ে কারো আশ্রয় চাওয়া অন্যায় নয়। তবে প্রকৃত আশ্রয়দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, একথার বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে।

আরব দেশে প্রচলন ছিল, কোন উপত্যকায় অবতরণ করলে অথবা কোন ময়দান অতিক্রমকালে সে উপত্যকার বা ময়দানের জিন সরদারের নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতোঃ

أعوذ بسيد هذا الوادي من شرسفهاء قومه .

এ উপত্যকার সরদারের নিকট তার জাতির দুষ্টদের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৯৬] পবিত্র কোরআনে তাদের এ জাতীয় প্রার্থনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا .

"মানুষের মধ্যে কিছু লোক কতিপয় জিনের নিকট আশ্রয় চায়। এতে তারা তাদের ভয় আরো বাড়িয়ে দেয়"।[১৯৭]

আমাদের দেশেও দেখা যায় যে, নদীতে নৌকা/লঞ্চ চালনার সময় খোয়াজ খিজিরের নাম নিয়ে বলে, হে খোয়াজ খিজির, নিরাপদে তীরে নিয়ে পৌছিয়ে দিও। সকাল বেলায় বাস চালনার সময় রাস্তার পাশে মাযারে দু-চারটি টাকা দিয়ে ঐ মৃত ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করে। এতে তারা মনে করে আজকের দিনে তারা লঞ্চ বা বাস দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে। একজন মু'মিন প্রকৃত আশ্রয়দাতা আল্লাহ তা'আলার নিকটই সমূহ বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, অন্য কারো নিকট নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক কাজ কর্মেও যেন আমরা তাওহীদুল উলূহিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক

---

১৯৬. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীমঃ খ. ২, পৃ. ১২৮ ও খ. ৪, পৃ. ৪৬৭
১৯৭. আল কোরআনঃ সূরা আল জিন, ৭২ঃ ৬

www.pathagar.com

না করে ফেলি সেজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেছেন। যেমন তিনি আমাদেরকে ঘুমাবার সময় এভাবে দু'আ শিখিয়েছেন-

.... لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك ....

"....... তুমি (আল্লাহ) ব্যতিত না কোন আশ্রয়স্থল রয়েছে, না কোন মুক্তির স্থান......." ।[১৯৮]

তাছাড়া মহান আল্লাহ নিজেই আমাদেরকে এভাবে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِن شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার। যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। রাতের অন্ধকার যখন ছেয়ে যায়, তার অনিষ্ট থেকে। গিরায় ফুঁক দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুক যখন হিংসা করে, তার অনিষ্ট থেকে" ।[১৯৯]

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ .

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের। মানুষের বাদশাহ, মানুষের (আসল) মা'বূদের। ঐ কুপরামর্শদাতার অনিষ্ট থেকে, যে বারবার ফিরে আসে। যে মানুষের দিলে কুপরামর্শ দেয়। সে জিন হোক আর মানুষ হোক" ।[২০০]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شئ حتى يرحل من منزله ذلك .

---

১৯৮. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল দা'ওয়াত, খ.৭ পৃ. ১৪৭

১৯৯. আল কোরআন: সূরা আল ফালাক, ১১৩: ১-৫

২০০. আল কোরআন: সূরা আন্ নাস, ১১৪: ১-৬

www.pathagar.com

খাওলা বিনতু হাকীম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলে, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[২০১]

বাহ্যিক কোন বিপদ আপদে প্রয়োজন হলে কারো সাহায্য চাওয়া দোষণীয় নয়। যেমন- খাবারের প্রয়োজনে খাবার চাওয়া, টাকার প্রয়োজনে টাকা চাওয়া অন্যায় নয়। এটা সচরাচর সকল সমাজেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু অদৃশ্য কোন বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য (যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না) গাইরুল্লাহকে ডাকা যাবে না, তার নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না। যদি এমনটি করা হয়, তাহলে তা হবে শিরক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ .

"আর ডাকবে না আল্লাহ ব্যতিত এমন কাউকে যে না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমন কাজ কর, তা হলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"[২০২] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

....وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ- إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ......

".........আর তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা খেজুরের বিচির উপরের পাতলা অংশটুকুরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না......"।[২০৩]

তাইতো সূরা আল ফাতিহায় মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলতে শিখিয়েছেন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

---

২০১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৭০৮

২০২. আল কোরআন: সূরা ইউনুস, ১০:১০৬

২০৩. আল কোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:১৩,১৪

www.pathagar.com

"আমরা একমাত্র আপনারই 'ইবাদাত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[২০৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله .

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন: যখন কিছু চাও আল্লাহর নিকট চাও, আর যখন সাহায্য চাও তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাও।[২০৫]

আট. বালা মুসীবত হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা:

আমাদের দেশে প্রচলিত শিরক ফিল 'উলূহিয়্যার মধ্যে এটিও একটি যে, এখানে কেউ কেউ বালা মুসীবত হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করে। এগুলোকে যদি প্রকৃত পক্ষেই বালামুসীবত বা রোগব্যাধি দূরীকরণের কারণ মনে করে, তাহলে তা হবে শিরক। আর যদি এগুলোকে প্রকৃত কারণ মনে না করে, তা হলে এগুলোর ব্যবহার শিরক না হলেও শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয়ার আশংকা থাকে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا؟ قال من الواهنة: فقال انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا، فإنك لو متَّ وهى عليك ما أفلحت أبدا .

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) 'আনহু হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি পিতলের বালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? সে বলল, এটা রোগ প্রতিরোধের জন্য। তখন তিনি বললেন: এটা খুলে ফেল, এটা কেবল তোমার দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে। কেননা এটা তোমার সংগে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তুমি কখনও সফলকাম হতে পারবে না।[২০৬]

---

২০৪. আল কোরআন: সূরা আল ফাতিহা, ১:৪
২০৫. আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন, খ. ৩, পৃ. ৬২৪, হাদীস নং- ৬৩০৪
২০৬. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং- ২০০১৪

www.pathagar.com

عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ الله له وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.

'উকবা ইবনু 'আমির হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় আল্লাহ যেন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন। আর যে ব্যক্তি ঝিনুক জাতীয় ঘুঙ্গুর ঝুলায়, আল্লাহ যেন তাকে রক্ষা না করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল, সে শিরক করল।[২০৭]

عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ .

"হুযাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে তার হাতে জ্বর নিবারণের তাগা, সুতা পরিহিত দেখতে পেলেন, তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন। এবং তিলাওয়াত করলেন وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ (তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু তারা মুশরিক)।[২০৮] .

عن أبي بشير الأنصارى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لايبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت .

আবূ বাশীর আল আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তখন তিনি একজন দূত প্রেরণ করলেন এ কথা বলে যে, কোন উটের গলায় যেন কোন সুতার হার বা অন্য কোন কিছু না থাকে, থাকলে তা ছিঁড়ে ফেলতে হবে।[২০৯]

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ, যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[২১০]

---

২০৭. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ১৭৪৪০
২০৮. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম, খ. ৪, পৃ. ৩৪২
২০৯. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩০০৫, সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২১১৫
২১০. সুনান আবী দাউদ, খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস নং- ৩৮৮৩; মুসনাদ আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৩৮১, হাদীস নং- ৩৬১৫

www.pathagar.com

عن عبد الله بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه .

'আবদুল্লাহ ইবনু হাকীম হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কিছু (হাতে বা গলায়) ঝুলায়, তাকে উক্ত বস্তুর ওপর সোপর্দ করা হবে। অর্থাৎ সে আল্লাহর জিম্মা হতে বের হয়ে যাবে।[২১১]

تمائم শব্দটি تميمة এর বহুবচন। ঐ সকল হাড়, ঘুংগুরকে বুঝায়, যা শিশুদের গলায় ঝুলানো হয় বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এটা বৈধ নয়। কেননা এর কোন ক্ষমতা নেই অনিষ্ট হতে রক্ষা করার। تميمة বলতে তাবীজ কবযকেও বুঝায় যা গলায় ঝুলানো হয় বা হাতে বাঁধা হয়। তাবীজ লাগানো তখনই শিরক হবে, যখন এটাকেই প্রকৃত কল্যাণকর বা অকল্যাণকর বলে বিশ্বাস করা হয়।

তাবীজ কবয যদি কোরআন বা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হয়, তা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। আর যদি কোরআন দ্বারা হয়, তা হলে জায়িয হবে কিনা, এ নিয়ে সাহাবা ও পরবর্তী 'আলিমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবি'ঈ এটাকে নাজায়িয বলেছেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, হুযাইফা প্রমুখ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম)। কতিপয় সাহাবী ও তাবি'ঈ এটাকে জায়িয বলেছেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) সহ আরো কেউ কেউ। তবে তিনটি কারণে এটি নাজায়িয হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। (১) নাজায়িয হওয়ার দলীলগুলো সব তাবীজকেই অন্তর্ভুক্ত করে, কোরআন দ্বারা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীসে কোন প্রকারের ইংগিত দেয়া হয়নি। (২) এটাকে বৈধ বলা হলে অবৈধ পন্থায়, তাবিজ লেখার রাস্তা খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে (আর হারামের রাস্তা খুলে দেয়া হারাম)। (৩) তাবীজ গলায় ঝুলিয়ে বা হাতে কোমরে লাগিয়ে টয়লেট, নাপাক জায়গায় যাওয়ার কারণে কোরআনের অবমাননা হবে।[২১২] সর্বোপরি কোরআন তাবিজের জন্য নাযিল করা হয়নি। কোরআন নাযিল হয়েছে হিদায়াতের জন্য। যদি তাবিজের জন্যই নাযিল হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাবিজ দিতেন। কিন্তু তার কোন প্রমাণ

---

২১১. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ৩১০, হাদীস নং- ১৮৮০৩; সুনানুত্ তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং- ২০৭২

২১২. ফাতহুল মাজীদ, পৃ. ১৪৯

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। এমনকি কোন সাহাবী তাবীজ দিয়েছেন, তারও কোন প্রমাণ নেই।

الرقى বলতে ঝাড় ফুঁককে বুঝায়। ঝাড় ফুঁক যদি শিরক মুক্ত এবং কোরআন সুন্নাহ দ্বারা হয় তা হলে জায়িয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ নযর, সাপ বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে এর অনুমতি দিয়েছেন।

عن عوف بن مالك .... لابأس بالرقى ما لم تكن شركا .

'আউফ ইবনু মালিক হতে বর্ণিত, ... ঝাড় ফুঁকে কোন অসুবিধা নেই, যদি তাতে শিরক না থাকে।[২১৩]

সাহীহুল বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসে সূরা আল ফাতিহা দিয়ে ঝাড় ফুঁক করে বিচ্ছুর বিষ নামানোর কথা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বৈধতা দিয়েছেন এবং বিনিময় নেয়ারও অনুমতি দিয়েছেন।

عن أبي سعيد قال: انْطَلَقَ نَفَرٌ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حتى نَزَلُوا على حَيٍّ من أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الْحَيِّ فَسَعَوْا له بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فقال بَعْضُهُمْ لو أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا له بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ من شَيْءٍ فقال بَعْضُهُمْ نعم والله إني لَأَرْقِي وَلَكِنْ والله لقد اسْتَضَفْنَاكُمْ فلم تُضَيِّفُونَا فما أنا بِرَاقٍ لَكُمْ حتى تَجْعَلُوا لنا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ على قَطِيعٍ من الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عليه وَيَقْرَأُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نُشِطَ من عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وما بِهِ قَلَبَةٌ قال فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُوهُمْ عليه فقال بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فقال الذي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حتى نَأْتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ له الذي كان فَنَنْظُرَ ما يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا له فقال وما يُدْرِيكَ أنها رُقْيَةٌ ثُمَّ قال قد أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

---

২১৩. সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২২০০

www.pathagar.com

আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী কোন এক সফরে বের হন। তাঁরা আরবদের কোন এক গোত্রে পৌঁছে তাদের আতিথ্য কামনা করলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। (ঘটনাক্রমে) ঐ গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সর্বপ্রকার তদবীর করল, কিন্তু ফল হল না। তাদের কেউ বলল, ঐ যে লোকগুলো এখানে এসেছে তাদের কাছে যদি তোমরা যেতে। হয়ত তাদের কারো কাছে কিছু (ব্যবস্থা) থাকতে পারে। তখন তারা তাঁদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল, আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সব রকমের তদবীর করেছি। কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও নিকট কিছু ব্যবস্থা আছে কি? তাঁদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুঁক করি। তবে দেখ, আমরা তোমাদের আতিথ্য কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড় ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিতোষিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাঁদের সাথে আপোষরফা করল। এরপর তিনি (ঝাড়ফুঁককারী) গিয়ে তার (দংশিত স্থানের) ওপর থু থু দিতে দিতে সূরা আলফাতিহা পড়তে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন অসুস্থতাই নেই। রাবী বলেন, এরপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিতোষিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এটা বন্টন কর। কিন্তু ঝাড়ফুঁককারী বললেন, এটা করো না। আগে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনাটা বিবৃত করলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, ওটা (সূরা আল ফাতিহা) একটা নিরাময়? তারপর বললেন, তোমরা ঠিকই করেছ। (এবার) বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ লাগাও। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন।[২১৪]

---

২১৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৯৫, হাদীস নং- ২১৫৬

www.pathagar.com

'আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে ঝাড়-ফুঁক সমস্ত 'আলিমের জন্য জায়িয। (১) আল্লাহর কালাম অথবা তাঁর নাম বা গুণাবলী দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা, (২) আরবী ভাষায় হওয়া এবং তার অর্থ বুঝা, (৩) এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, যা হবে আল্লাহর ক্ষমতায়ই হবে।[২১৫]

تولة ঐ তদবীরকে বলা হয় যা দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। এটি এক প্রকার যাদু।[২১৬] এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি হাতে বা গলায় সূতা, তাগা লাগায় আর অন্য কেউ তা ছিঁড়ে ফেলে, তা হলে সে সাওয়াব পাবে।

عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة .

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাগা কেটে দেয়, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল (ওয়াকী' হাদীসটি মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।[২১৭]

নয়. আনুগত্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে শিরক ফিল 'উবূদিয়্যাহঃ

আনুগত্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির মাধ্যমেও শিরক ফিল 'উবূদিয়্যাহ হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ যা হালাল করেছেন এমন বিষয়কে হারাম করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন এমন বিষয়কে হালাল করার ব্যাপারে কোন 'আলিম, নেতা বা দলের আনুগত্য করা। উদাহরণ স্বরূপ সুদকে বৈধ করা, মীরাসের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে সমান বন্টন করা, একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ .

"তারা (ইয়াহুদ ও খৃস্টান সম্প্রদায়) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত পুরোহিতদেরকে এবং 'ঈসা ইবন মারইয়ামকে রব বানিয়ে নিয়েছে।"[২১৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

২১৫. ফাতহুল মাজিদ পৃ. ১০৮
২১৬. সাহীহ ইবনু হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৬৩০; আল মুসতাদরাক, খ. ১, পৃ. ৪১৮
২১৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস নং- ৩৫২৪
২১৮. আল কোরআনঃ সূরা আত্ তাওবাহ, ৯ঃ ৩১

www.pathagar.com

عن عَدِيٍّ بن حَاتِمٍ قال: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقِي صَلِيبٌ من ذَهَبٍ فقال يا عَدِيُّ اطْرَحْ هذا الْوَثَنَ من عُنُقِكَ فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إليه وهو يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٌ فَقَرَأَ هذه الآيَةَ { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا من دُونِ الله } حتى فَرَغَ منها فقلت انا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فقال أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ ما أَحَلَّ الله فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ ما حَرَّمَ الله فَتَسْتَحِلُّونَهُ قلت بَلَى قال فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ .

'আদী ইবন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। আমার গলায় তখন ক্রুশ চিহ্নিত একটি সোনার মালা ছিল। তিনি বললেন: হে 'আদী! তোমার গলা থেকে এটি ফেলে দাও। আমি এটি ফেলে দিলাম, অত:পর তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন এই আয়াতটি পড়ছিলেন- "তারা (ইয়াহুদ ও খৃস্টান সম্প্রদায়) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।" তাঁর পড়া শেষ হলে আমি বললাম: (হে আল্লাহর রাসূল!) আমরা তো তাদের 'ইবাদাত করি না। তিনি বললেন, আচ্ছা তোমরা কি এরূপ কর না যে, আল্লাহর হালাল ঘোষিত বস্তুগুলিকে তারা যদি হারাম বলে দেয়, তোমরা কি তা হারাম বলে মেনে নাও, পক্ষান্তরে আল্লাহর হারাম ঘোষিত বস্তুগুলোকে তারা যদি হালাল বলে দেয়, তোমরা তা হালাল বলে মেনে নাও? আমি বললাম: হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন: এটাই তো তাদের 'ইবাদাত।[২১৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ .

"যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে"।[২২০]

অতএব, প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো- সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাদের যে আদেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা হবে, সেক্ষেত্রে তাদের আদেশ-নিষেধ মানা যাবে না। সেগুলো মানা নিষিদ্ধ এবং তা মানলে হবে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ

২১৯. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ৯২, হাদীস নং- ২১৮
২২০. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬: ১২১

www.pathagar.com

এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে থেকে তারা যেসব আদেশ ও নিষেধ করবেন কেবল সেসব ক্ষেত্রেই তাদের আনুগত্য করা চলবে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً .

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর তোমাদের যারা নেতা তাদেরও। যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তাহলে সে বিষয়টিকে মিমাংসার জন্য ফিরিয়ে নাও আল্লাহ ও রাসূলের দিকে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক আল্লাহ ও পরকালে। এটা হলো সর্বোত্তম পন্থা এবং পরিণতির দিক থেকে খুবই সুন্দর।"[২২১]

উক্ত আয়াতে লক্ষ্যণীয় যে, মহান আল্লাহ أطيعوا (অর্থাৎ আনুগত্য কর) শব্দটি أولى الأمر এর পূর্বে উল্লেখ করেননি। অথচ আল্লাহ এবং রাসূল শব্দদ্বয়ের পূর্বে আলাদা আলাদাভাবে أطيعوا শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এতে একথাই সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর কথা যেমনি বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা যুক্তি তর্কে মেনে নিতে হবে, রাসূলের কথাও তেমনি সাহীহ সূত্রে প্রমাণিত হলে বিনা বাক্যে, বিনা যুক্তিতর্কে মেনে নিতে হবে। কিন্তু أولى الأمر অর্থাৎ অন্য নেতাদের কথা কেবল ততক্ষণ মানা যাবে যতক্ষণ তা কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী না হয়।

এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে বিনা দলীলে কেউ কারো কোন কথা মানতে পারবে না, বরং সে ক্ষেত্রে সাধারণ ও নেতা নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সাহীহ সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেমন কোন একটি মাসআলার ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبوبكر وعمر.

আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ হবে।

---

২২১. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪: ৫৯

www.pathagar.com

যেহেতু আমি বলি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা তার মুকাবিলায় বল: আবু বাকর, 'উমার বলেছেন।[২২২]

মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا .

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার পর কোন মু'মিন পুরুষ এবং কোন মু'মিন মহিলার সে ব্যাপারে কথা তোলার কোন অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়"।[২২৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .

"পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে"।[২২৪]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: স্রষ্টার নাফরমানী হয়ে যায় এমন বিষয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।[২২৫]

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإذا أمرت معصية فلا سمع ولاطاعة.

---

২২২. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ৩১২১

২২৩. আল কোরআন: সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৬

২২৪. আল কোরআন: সূরা লোকমান, ৩১: ১৫

২২৫. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১৮, পৃ. ১৭০, হাদীস নং- ৩৮১; মুসনাদ আহমাদ, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস নং- ১০৯৫

www.pathagar.com

তোমাদের কর্তব্য হলো (নেতার কথা) শুনা এবং মানা, যদিও নেতা হাবশী গোলাম হয়। আর যখন তোমাকে আদেশ করা হয় কোন গুনাহর কাজের, তখন শুনবেও না, মানবেও না।[২২৬]

অতএব সকল ক্ষেত্রেই আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও মুজতাহিদ সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মতামত প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক গাইডলাইন দিয়েছেন।

দশ. طيرة কুলক্ষণে বিশ্বাস করা:

'তাইয়ারাহ' হলো- কোন কাজ করতে গিয়ে অথবা কোথাও রওয়ানা হতে গিয়ে কোন কিছু দেখে বা কোন কথা শুনে অলক্ষী বা কুলক্ষণ বা অশুভ মনে করে সে কাজ না করা বা সফরে না গিয়ে ফিরে আসা। আমাদের দেশে (বিশেষ করে কোন কোন গ্রামাঞ্চলে) এখনও এমনটি হতে দেখা যায়। যেমন বাড়ি থেকে বের হয়ে খালি কলসি, ভাঙ্গা কলসি দেখল, বামদিকে পাখি উড়ে যেতে দেখল, মারামারি করতে দেখল, অশোভনীয় কিছু দেখল বা মনে আঘাত লাগার মত কোন কথা শুনল, তখন এগুলোকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করে সফর বাতিল করে দেয়। এগুলো সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আরব দেশে নিয়ম ছিল যে, তারা কোথাও রওয়ানা হলে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করত। পাখি ডান দিক উড়ে গেলে এটাকে শুভ লক্ষণ এবং বাম দিক উড়ে গেলে এটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করত। এগুলো সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : الطيرة شرك الطيرة شرك .

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, 'কুলক্ষণ মনে করা শিরক, কুলক্ষণ মনে করা শিরক'।[২২৭]

عن عبد الله بن عَمْرٍو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ من حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ . قالوا يا رَسُولَ الله ما كَفَّارَةُ ذلك قال: أن يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللهم لاَ خَيْرَ إلا خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إلا طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ .

---

২২৬. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১০৮, হাদীস নং- ১৮৪০
২২৭. সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং- ৩৯১০; সুনানুত্ তিরমিযী, হাদীস নং- ১৬১৪

www.pathagar.com

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কুলক্ষণ যাকে স্বীয় প্রয়োজন হতে ফিরিয়ে দেয়, সে অবশ্যই শিরক করল। তারা (সাহাবা) জিজ্ঞাসা করল, এর কাফ্ফারা কী হবে? তিনি বললেন, সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্ ! তোমার কল্যাণ ব্যতিত আর কোন কল্যাণ নেই, তোমার পক্ষ হতে অকল্যাণ ব্যতিত আর কোন অকল্যাণ নেই এবং তুমি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই।[২২৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاعدوى ولاطيرة ولاهامة لاصفر .

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহ 'আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, বাড়িতে পেঁচা আসাকে অশুভ লক্ষণ মনে করা এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করা ইসলামে নেই।"[২২৯]

এগুলো জাহেলী যুগের 'আকীদাহ ছিল, ইসলাম এ 'আকীদাহকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছে। এগুলো যদি অকল্যাণের বাস্তব কারণ মনে করে, তা হবে শিরক। আর যদি অকল্যাণের বাস্তব কারণ মনে না করে, শুধু অকল্যাণের আলামত মনে করে, তা হলে শিরকে পৌঁছে দেয়ার কারণ হবে।

উপরোক্ত দশটি হলো আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত শিরক ফিল উলূহিয়্যার কিছু দৃষ্টান্ত। এছাড়াও শিরক ফিল উলূহিয়্যার আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- নাবী, রাসূল ও ওলীগণ সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা শিরক ফিল উলূহিয়্যার অন্তর্গত। যেমন মীলাদ মাহফিলে রাসূল এসে হাজির হন, বিপদে পড়লে ওলীরা এসে সাহায্য করেন, এ ধরনের বিশ্বাস শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে ক্ষমতা তার নেই সে ক্ষমতা তার জন্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কেউ মৃত্যু বরণ করার পর হাজির হওয়া, সাহায্য করা, ডাকে সাড়া দেয়া ইত্যাদি কোন ক্ষমতাই তারা রাখেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ .

"তোমরা তাদেরকে (মৃতদেরকে) আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না। আর শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না"।[২৩০]

---

২২৮. মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৭০৪৫

২২৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২১৫৮, হাদীস নং- ৫৩৮০ ও সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৭৪৩ হাদীস নং- ২২২০

২৩০. আল কোরআনঃ সূরা ফাতির, ৩৫:১৪

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ .

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, যারা কবরে রয়েছে তুমি তাদেরকে শুনাতে পারবে না"।[২৩১]

তিন. তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত বলতে কী বুঝায়?

(الأسماء) 'আলআসমা' শব্দটি (الاسم) 'আলইসম' এর বহুবচন। এর অর্থ হলো নামসমূহ। আর (صِفَات) 'সিফাত' শব্দটি (صِفَةٌ) 'সিফাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ হলো গুণসমূহ। মহান আল্লাহর যেসব নাম ও গুণ রয়েছে তাতে তিনি এক ও একক- একথা বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাত।

মহান আল্লাহর যত সুন্দর সুন্দর নাম ও মহামহিম গুণের বর্ণনা পাওয়া যায়, একজন মু'মিন তার সবগুলোর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর এসব নাম এবং গুণে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এগুলোর কোন প্রকার তা'বীল বা ব্যাখ্যা প্রদান করবে না। আবার অন্য কোন সৃষ্টির গুণের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি কিংবা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায়ও লিপ্ত হবে না। অর্থাৎ কোন প্রকার সামঞ্জস্য বিধান ছাড়াই সে মহান আল্লাহর জন্য ঐসব নাম ও গুণকে স্বীকৃতি দেবে, যেগুলো তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন কিংবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর তাঁর ব্যাপারে ঐসব ত্রুটি ও অপরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করবে যা তিনি নিজে তাঁর ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর রাসূলও তা তাঁর ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন।

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে আলকোরআন ও আস্সুন্নাহর দলীল:

প্রথমত: মহান আল্লাহ তাঁর নিজের নাম ও গুণের ব্যাপারে আলকোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে জানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ .

---

২৩১. আল কোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:২২

www.pathagar.com

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। তাই তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর তাদের কথা বাদ দাও, যারা আল্লাহর নামের ব্যাপারে সত্য থেকে বিমুখ হয়। যা কিছু তারা করে বেড়াচ্ছে এর বদলা তারা অবশ্যই পাবে"।[২৩২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন:

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً.

"(হে নাবী!) তাদেরকে বলে দিন, 'আল্লাহ্ বলেই ডাকো, বা আর্‌রাহমান বলেই ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, সব ভালো নামই তাঁর'। আপনার নামায অনেক উঁচু আওয়াজেও পড়বেন না আবার খুব নিচু আওয়াজেও নয়। এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথই ধরুন"।[২৩৩] তিনি আরো বলেছেন:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

"(হে রাসূল!) শুধু আপনার রবের মহান ও সম্মানিত চেহারাই বাকি থাকবে"।[২৩৪] আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত আলকোরআনের প্রসিদ্ধ আয়াতটিতে এসেছে:

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

"আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রা ও নিদ্রা কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাহদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশুনার কাজ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও

---

২৩২. 'আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৮০
২৩৩. আল কোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:১১০
২৩৪. আল কোরআন: সূরা আর রাহমান, ৫৫:২৭

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতম"।[২৩৫] সূরা আলহাশরের শেষ আয়াতগুলোতেও একসঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকটি গুণবাচক নামের বর্ণনা এসেছে:

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই আর্‌রাহমান আর্‌রাহীম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহংকারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী"।[২৩৬]

এমনিভাবে আলকোরআনের আরো বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিজেকে (سميع) সামী', (بصير) বাসীর, (عليم) 'আলীম, (حكيم) হাকীম, (قوي) কাবী, (عزيز) 'আযীয, (لطيف) লাতীফ, (خبير) খাবীর, (شكور) শাকূর, (حليم) হালীম, (غفور) গাফূর, (رحيم) রাহীম ইত্যাদি গুণবাচক নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'তিনি মূসা (আ.) এর সঙ্গে কথা বলেছেন';[২৩৭] 'তিনি 'আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন';[২৩৮] 'তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন';[২৩৯] 'তিনি মুহসিনীনকে ভালবাসেন';[২৪০] 'তিনি মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'[২৪১] এবং ইত্যাকার আরো যেসব গুণের কথা তিনি বলেছেন যেমন তাঁর 'নাযিল হওয়া' এবং 'আসা' ইত্যাদি।

---

২৩৫. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২৫৫
২৩৬. আল কোরআন: সূরা আল হাশর, ৫৯:২২-২৪
২৩৭. আল কোরআন: সূরা আন্‌ নিসা, ৪:১৬৪
২৩৮. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৪; ইউনুস, ১০:৩; আর রা'আদ, ১৩:২; আল ফুরকান, ২৫:৫৯; আস্‌ সাজদাহ, ৩২:৪ ও আল হাদীদ, ৫৭:৪
২৩৯. আল কোরআন: সূরা সোয়াদ, ৩৮:৭৫
২৪০. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১৯৫; আলি 'ইমরান, ৩:১৩৪, ১৪৮ ও আল মায়িদাহ, ৫:১৩, ৯৩
২৪১. আল কোরআন: সূরা আল ফাতাহ, ৪৮:১৮

www.pathagar.com

আল্লাহর নামসমূহের প্রত্যেকটি নামই তাঁর যে কোন একটি সিফাত বা গুণকে শামিল করে। যেমন- 'আল'আলীমু' নামটি 'ইলম গুণের প্রমাণ বহন করে। 'আলহাকীমু' নামটি হিকমাতের প্রমাণ বহন করে। 'আসসামী'উ' নামটি শ্রবণশক্তির প্রমাণ বহন করে এবং 'আলবাসীরু' নামটি দৃষ্টিশক্তির প্রমাণ বহন করে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন, যা বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন:

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هذا في سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ الله على الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মহান আল্লাহ ঐ দুই ব্যক্তির কাণ্ড দেখে হাসেন, যারা একজন আরেকজনকে হত্যা করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়, অত:পর যে তাকে শহীদ করেছিল সে তাওবাহ করে আবার জিহাদে শরীক হয় এবং শাহাদাত বরণ করে।[২৪২] অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন:

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فقالت النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ . وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: ما لي لَا يَدْخُلُنِي إلا ضُعَفَاءُ الناس وَسَقَطُهُمْ. قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي. وقال لِلنَّارِ: إنما أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فلا تَمْتَلِئُ حتى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قط قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ . ولا يَظْلِمُ الله عز وجل من خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا الْجَنَّةُ فإن الله عز وجل يُنْشِئُ لها خَلْقًا.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

২৪২. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১০৪০, হাদীস নং- ২৬৭১ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৫০৪, হাদীস নং- ১৮৯০

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পর যুক্তিতর্কে লিপ্ত হলো। জাহান্নাম বললো: প্রতিপত্তিশালী দম্ভকারী ও যালিমদের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর জান্নাত (আক্ষেপ করে) বললো: আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ জান্নাতকে বললেন: তুমি হলে আমার রাহমাত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে চাই তার প্রতি আমি রাহমাত করব। আর জাহান্নামকে তিনি বললেন: তুমি হলে 'আযাব। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে চাই 'আযাব দেব। বস্তুত: জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু (যত মানুষই ঢুকানো হোক) জাহান্নাম কিছুতেই পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তা'আলা) নিজের পা তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে: ব্যস, ব্যস, ব্যস। তখনই কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে। মহামহিম আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি যুলম করবেন না (অর্থাৎ জাহান্নাম ভর্তি করার জন্য অন্যায়ভাবে কাউকে তাতে ফেলবেন না)। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য মহান আল্লাহ (নতুনভাবে) অন্য মাখলূক পয়দা করবেন।[২৪৩]

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حين يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يقول من يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ له من يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ من يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ له .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আমাদের রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: কে আছ যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে? আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[২৪৪]

---

২৪৩. সাহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩৬, হাদীস নং- ৪৫৬৯

২৪৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৮৪, হাদীস নং- ১০৯৪ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস নং- ৭৫৮

www.pathagar.com

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إذا وَجَدَهَا.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা কেউ তোমাদের হারানো জিনিস পেয়ে গেলে যত আনন্দিত হও, নি:সন্দেহে তোমরা কেউ (পাপ করার পর) তাওবাহ করলে মহান আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[২৪৫]

আরেক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করেছেন:

أَيْنَ الله ؟ قالت: فِي السَّمَاءِ . قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله . قال: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .

আল্লাহ কোথায়? সে বললো: আসমানে (উপরে)। (এরপর) তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আমি কে? সে বললো: আপনি আল্লাহর রাসূল। (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তার মনিবকে) বললেন: তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে মু'মিনাহ।[২৪৬]

عن أبي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يَقْبِضُ الله الْأَرْضَ وَيَطْوِي السماوات بِيَمِينِهِ ثُمَّ يقول أنا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرض .

আবূ সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: মহান আল্লাহ যমীনকে মুঠির মধ্যে নিয়ে নেবেন আর আসমানসমূহকে তাঁর ডান হাত দিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন। অত:পর বলবেন: আমিই রাজা, দুনিয়ার রাজারা কোথায়?[২৪৭]

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إلا وَاحِدًا من أَحْصَاهَا دخل الْجَنَّةَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

২৪৫. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১০২, হাদীস নং- ২৬৭৫
২৪৬. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৮১, হাদীস নং- ৫৩৭
২৪৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৮১২, হাদীস নং- ৪৫৩৪

www.pathagar.com

বলেছেন: আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ব করবে, সে জান্নাতে যাবে।[২৪৮]

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عَبْدٌ قَطُّ إذا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ اللهم إِنِّي عَبْدُكَ وابن عَبْدِكَ بن أَمَتِكَ ناصيتي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هو لك سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أو أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ أو عَلَّمْتَهُ أَحَداً من خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قلبي وَنُورَ صدري وَجَلاَءَ حزني وَذَهَابَ همي إلا أَذْهَبَ الله عز وجل هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً . قالوا يا رَسُولَ الله ينبغي لنا ان نَتَعَلَّمَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ؟ قال أَجَلْ ينبغي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ ان يَتَعَلَّمَهُنَّ .

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সংশয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কোন বান্দাহ যখনই বলে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, তোমার দাস ও দাসীর ছেলে, আমার ললাট তোমারই হাতের মুঠোয়, তোমার বিধানই আমার মধ্যে কার্যকর, আমার ব্যাপারে তোমার ফায়সালাই ন্যায়সঙ্গত, আমি তোমার ঐসব নামে তোমার কাছে চাচ্ছি, যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ, কিংবা যে নাম তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা যে নাম তোমার কোন সৃষ্টিকে তুমি জানিয়েছ, কিংবা যে নাম কেবল তোমার অদৃশ্য জ্ঞানেই রয়েছে- তুমি আলকোরআনকে আমার জন্য অন্তরের প্রশান্তি বানাও, আমার বক্ষের আলো বানাও, আমার চিন্তাদূরকারী এবং আমার দুর্ভাবনা বিদূরিতকারী বানাও। মহান আল্লাহ অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং চিন্তার স্থলে তাকে স্বস্তি ও আনন্দ প্রদান করবেন। সাহাবীরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের তো তাহলে এই কথাগুলো শিখে ফেলা উচিত। তিনি বললেন: অবশ্যই। এই কথাগুলো যেই শুনবে তারই উচিত এগুলো শিখে ফেলা।[২৪৯]

---

২৪৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৮১, হাদীস নং- ২৫৮৫ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৬৩, হাদীস নং- ২৬৭৭

২৪৯. মুসনাদ আহমাদ ইবনু হাম্বল, খ. ১, পৃ. ৪৫২, হাদীস নং- ৪৩১৮ ও ৪৩২৭; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ, খ. ৬, পৃ. ৪০, হাদীস নং- ২৯৩১৮; আল মুসতাদরাক 'আলা আস সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ৬৯০, হাদীস নং- ১৮৭৭ ও সাহীহ ইবনু হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং- ৯৭২

www.pathagar.com

কোরআন এবং সুন্নাহর উপরোক্ত দলীলসমূহ থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নিজের জন্য এসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন। তাই এসব নাম ও গুণ কেবল তাঁরই জন্য সাব্যস্ত করা একজন মু'মিনের ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ

এ প্রসঙ্গে শাইখ আবূ বাকর জাবির আল জাযাইরী বলেন:[২৫০]

এক. মহান আল্লাহ নিজেকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। এসব নাম ও গুণের ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি এবং এগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা কিংবা রূপকার্থ নেয়ার কথাও বলেননি। এমতাবস্থায় একথা মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে যে, যদি আমরা তাঁকে এসব গুণে গুণান্বিত করি তাহলে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তাঁকে সামঞ্জস্য করে ফেলা হলো? ফলে মনগড়া ব্যাখ্যা কিংবা রূপকার্থ নেয়ার দায়ে আমরা দায়ী হব? কক্ষনো নয়, বরং যদি মহান আল্লাহর এসব গুণকে নাকচ করে দিয়ে আমরা তাঁর নামসমূহের অস্বীকারকারী হই, তাহলে তাঁর সেই ধমকের অধিকারী আমরা হবো যাদের কথা তিনি আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে,

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ .

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। তাই তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর তাদের কথা বাদ দাও, যারা আল্লাহর নামের ব্যাপারে সত্য থেকে বিমুখ হয়। যা কিছু তারা করে বেড়াচ্ছে এর বদলা তারা অবশ্যই পাবে"।[২৫১]

দুই. সামঞ্জস্যের ভয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন একটি গুণকে অস্বীকার করলো সে তো বরং সৃষ্টির গুণের সাথেই তাঁকে সামঞ্জস্য করে ফেলল। তাছাড়া এই সামঞ্জস্যের ভয়ে পালাতে গিয়ে সে আল্লাহর গুণকে অস্বীকার এবং বাতিল সাব্যস্ত করলো। কেননা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যে গুণ সাব্যস্ত করেছেন তা সে অস্বীকার করেছে এবং বাতিল করেছে। ফলশ্রুতিতে সে দুই দুইটি পাপ করে

---

২৫০. মিনহাজুল মুসলিম, আবূ বাকর জাবির আল জাযাইরী (আল মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহঃ আল মাকতাবাহ আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০খৃ. /১৪১০হি.), পৃ. ২৫-২৬

২৫১. আল কোরআনঃ সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৮০

www.pathagar.com

বসলো। (১) তাশবীহ তথা আল্লাহর গুণকে বান্দাহর সাথে সামঞ্জস্য করা এবং (২) তা'তীল তথা আল্লাহর গুণকে বাতিল বা অগ্রাহ্য করা।

এমতাবস্থায় এটাই কি যুক্তি সঙ্গত নয় যে, আমরা মহান আল্লাহকে ঐসব গুণে গুণান্বিত করবো যেসব গুণে তিনি নিজে কিংবা তাঁর রাসূল তাঁকে গুণান্বিত করেছেন? সেই সাথে আমরা এই বিশ্বাসও পোষণ করবো যে, তাঁর গুণ কোন সৃষ্টির গুণের মত নয়, যেমনিভাবে তাঁর মহান সত্তাও কোন সৃষ্টির সত্তার মত নয়।

তিন. মহান আল্লাহর গুণে বিশ্বাস করলেই তাঁকে সৃষ্টির গুণের সাথে সামঞ্জস্য করে ফেলা জরুরী হয়ে যায় না। কেননা বিবেক এটাকে অসঙ্গত মনে করে না যে, আল্লাহর মহান সত্তার এমন কিছু গুণ থাকবে যা তাঁর সৃষ্টির গুণের মত হবে না এবং সেসব গুণ তাদের গুণের সাথে নামে মিললেও বাস্তবে এক নয়। অর্থাৎ স্রষ্টার গুণগুলো এমন যা তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সৃষ্টির গুণগুলো এমন যা তাদের সাথে মানানসই।

একজন মুসলিম যেহেতু মহান আল্লাহর গুণসমূহের প্রতি ঈমান আনে এবং এসব গুণে তাঁকে গুণান্বিতও করে, এই বিশ্বাস সে কখনোই করেনা- এমনকি তার কল্পনায়ও আসে না যে, মহান আল্লাহর হাত কোন না কোন বিবেচনায় তাঁর কোন সৃষ্টির হাতের মত। যদিও তা কেবল নাম হিসেবেই মিলে। আর এর কারণ হলো এই যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজ সত্তা, গুণ এবং কর্ম- সবদিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদাই হয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ . اللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ .

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোন সন্তান নেই; এবং তিনিও কারো সন্তান নন। কেউ তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়"।[২৫২]

তিনি আরো বলেন:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ .

---

২৫২. আল কোরআন: সূরা আল ইখলাস, ১১২:১-৪

www.pathagar.com

"আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী। যিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জুড়ি তৈরি করেছেন। তেমনিভাবে যিনি গৃহপালিত পশুর মধ্যেও (তাদের নিজেদের মধ্য থেকে) জুড়ি বানিয়েছেন। এ নিয়মেই তিনি তোমাদের বংশধারা ছড়িয়ে দেন। (সৃষ্টিজগতে) কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন" ।[২৫৩]

তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস্ সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের নীতি:

আমাদের পূর্ববর্তী ন্যায়বান 'আলিমগণ ও তাদের অনুসারী আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের নীতি হচ্ছে মহান আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলী আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করা। এক্ষেত্রে তাদের নীতিগুলো নিম্ন বর্ণিত নিয়মের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে:

এক. আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় মহান আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী যেভাবে এসেছে তারা তা সেভাবেই সাব্যস্ত করেন এবং নাম ও গুণাবলীর শব্দসমূহ যে অর্থ প্রদান করছে তাও তারা সাব্যস্ত করেন। তারা এ নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ্য অর্থ থেকে এগুলোকে পৃথক করেন না। এসব শব্দ ও অর্থকে তার স্থান থেকে পরিবর্তনও করেন না।

দুই. তাঁরা এ নাম ও গুণাবলীর সাথে মাখলূকের গুণাবলীর তুলনীয় হওয়াকে অস্বীকার করেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

"(সৃষ্টিজগতে) কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন" ।[২৫৪]

তিন. মহান আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় যা এসেছে তা অতিক্রম করে অন্য কোন বক্তব্য পেশ করেন না। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারাও তা সাব্যস্ত করেন। যা তাঁরা অস্বীকার করেছেন, তারাও তা অস্বীকার করেন। আর যে বিষয়ে তাঁরা চুপ ছিলেন তারাও সে বিষয়ে চুপ থেকেছেন।

---

২৫৩. আল কোরআন: সূরা আশ্ শূরা, ৪২:১১
২৫৪. আল কোরআন: সূরা আশ্ শূরা, ৪২:১১

www.pathagar.com

চার. তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত যে বক্তব্য আলকোরআন এবং আস্‌সুন্নাহয় এসেছে তা মুহকাম বা সুদৃঢ় বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ বোধগম্য ও যার ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। আর তা অবোধগম্য তথা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পাঁচ. তারা মহান আল্লাহর গুণাবলীর কাইফিয়াত তথা অবয়ব বা ধরন আল্লাহর কাছেই অর্পণ করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে নিজেরা কোন চিন্তা-গবেষণার আশ্রয় নেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহাবীগণ, তাবি'ঈগণসহ প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্টয়ও মহান আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ব্যাপারে উপরোক্ত পন্থাই অবলম্বন করতেন। তাঁরা মহান আল্লাহর প্রতিটি নাম ও গুণকেই তাঁর জন্য যথাযথভাবে সাব্যস্ত করেছেন। এর কোন ব্যাখ্যাও তারা করেননি কিংবা সাদৃশ্যও স্থাপন করেননি। তারা এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে, সৃষ্টি আর স্রষ্টা নামে অথবা গুণে কোনভাবেই সমান হতে পারে না। মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেনঃ মহান আল্লাহর হাত, মুখ ও আত্মা রয়েছে। এগুলো তাঁর এমন সিফাত যার কোন আকার প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তাঁর রয়েছে ক্রোধ এবং সন্তুষ্টি, যা তাঁর সিফাতসমূহ থেকে আকৃতি প্রকৃতি বিহীন দু'টো সিফাত।[২৫৫] ইমাম মালিক (রহ.) কে মহান আল্লাহর বাণী- "আর্‌রাহমান (আল্লাহ) 'আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন"[২৫৬] - এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ 'ইস্তিওয়া বা সমাসীন হওয়ার অর্থ তো সকলেরই জানা। তবে এর ধরন পদ্ধতি অজ্ঞাত। যেহেতু মহান আল্লাহ তা বলেছেন তাই এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর এ নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করা বিদ'আত।'[২৫৭] ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলতেনঃ 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর পক্ষ থেকে যা যা এসেছে তার প্রতি এবং তা দিয়ে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য তারও প্রতি ঈমান এনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

২৫৫. মোল্লা 'আলী কারী, শারহু কিতাব আল ফিকহিল আকবার, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), পৃ. ৫৮-৫৯

২৫৬. আল কোরআনঃ সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৪; ইউনুস, ১০:৩; আর রা'আদ, ১৩:২; আল ফুরকান, ২৫:৫৯; আস্ সাজদাহ, ৩২:৪ ও আল হাদীদ, ৫৭:৪

২৫৭. কাযী 'আলী ইবনু 'আলী ইবনু আবিল 'ইয আদ দিমাশকী, শারহুল 'আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, (বৈরূতঃ আর রিসালাহ পাবলিকেশন্স), খ. ২, পৃ. ৩৭৩

www.pathagar.com

সাল্লাম- এর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর পক্ষ থেকে যা যা এসেছে তার প্রতি এবং তা দিয়ে তাঁর যে উদ্দেশ্য তার প্রতিও ঈমান এনেছি।'[২৫৮] আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এই কথার মত করে বলতেন: 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন, নিশ্চয় তিনি পরকালে দেখা দেবেন এবং তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, রাগান্বিত হন। তিনি সন্তুষ্ট হন, অপছন্দ করেন ও ভালবাসেন'। যেমন ইমাম আহমাদ (রহ.) এভাবে বলতেন: 'আমরা এসব কিছুতে ঈমান আনব এবং এগুলোকে সত্যায়ন করব। তবে কোন প্রকার ব্যাখ্যা কিংবা নমুনা দাঁড় করাবো না। অর্থাৎ আমরা ঈমান আনব যে, মহান আল্লাহ অবতরণ করেন, দেখা দেবেন এবং তিনি তাঁর 'আরশের উপর সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে অবস্থান করছেন। তবে আমরা তাঁর অবতরণ, দেখা দেওয়া ও সমাসীন হওয়ার পদ্ধতি জানি না, এমনকি এর প্রকৃত অর্থও জানি না। বরং আমরা এসবের জ্ঞান মহান আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ করি, যিনি তা বলেছেন এবং তাঁর নাবীকেও জানিয়েছেন। আমরা তাঁর নাবীর কথাকে অগ্রাহ্য করি না এবং মহান আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূল তাঁকে যেভাবে গুণান্বিত করেছেন এর চেয়ে অতিরিক্ত কোন গুণেও আমরা তাঁকে গুণান্বিত করবো না।'[২৫৯] কেননা আমরা জানি যে, '(সৃষ্টিজগতে) কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন'।[২৬০]

আশ্‌শিরকু ফিল আসমায়ি ওয়াস্‌ সিফাত (الشرك في الأسماء والصفات) (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে শিরক):

আল্লাহর নাম দু'প্রকার। সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নাম। সত্তাগত নাম হল আল্লাহ। কোন মাখলূকের নাম আল্লাহ রাখা হলে তা হবে সত্তাগত নামে শিরক। এমনিভাবে আল্লাহর নামে মূর্তির নাম রাখা, যেমন: ইলাহ থেকে লাত, আযীয থেকে 'উয্‌যা, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি নামকরণ করা আল্লাহর সত্তাগত নামের সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া আল্লাহর কতকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন তিনি বলেন:

---

২৫৮. 'আব্দুল 'আযীয আল মুহাম্মদ আল সালমান, আল আসইলাতু ওয়াল আজইবাতুল উসূলিয়্যাহ 'আলাল 'আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ লি ইবন তাইমিয়্যাহ, মু. ২১, ১৯৮৩ খৃ. পৃ. ২৪

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৬০. আল কোরআন: সূরা আশ্‌ শূরা, ৪২:১১

www.pathagar.com

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

"আল্লাহর ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।"[২৬১]

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا .

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে ঐ সব নামে ডাক।"[২৬২]

اللهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক।"[২৬৩]

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ-هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই আর্‌রাহমান ও আর্‌রাহীম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহংকারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী"।[২৬৪]

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর কতকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ রাহমান, রাহীম, কুদ্দূস, মুহাইমিন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن لله تسعةً وتسعين إسماً مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة .

---

২৬১. আল কোরআনঃ সূরা তোয়াহা, ২০:৮

২৬২. আল কোরআনঃ সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৮০

২৬৩. আল কোরআনঃ সূরা আল বাকারাহ, ২:২৫৪

২৬৪. আল কোরআনঃ সূরা আল হাশর, ৫৯:২২-২৪

www.pathagar.com

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ একটি কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো গণনা (অর্থ বুঝে হৃদয়ঙ্গম) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৬৫]

আল্লাহর নামগুলো তিনভাগে বিভক্ত:

(ক) যেসব নাম আল্লাহ নিজে নিজের জন্য রেখেছেন। তিনি যার নিকট ইচ্ছা তা প্রকাশ করেছেন। যেমন কোন কোন ফেরেশতার নিকট প্রকাশ করেছেন।

(খ) যেসব নাম তিনি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন এবং বান্দাদেরকে জানিয়েছেন।

(গ) ঐ সকল নাম যা একমাত্র তিনিই জানেন, আর কাউকে জানানো হয়নি। যেমন হাদীসে এসেছে:

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার প্রত্যেক নামের ওয়াসীলায় (যে নামে আপনি আপনার নাম রেখেছেন অথবা আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন অথবা আপনার নিকট 'ইলমুল গাইবে আপনার ইখতিয়ারে রেখে দিয়েছেন) চাচ্ছি যে, আপনি আলকোরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার ব্যথাবেদনা দূরীকরণ এবং আমার উদ্বেগউৎকণ্ঠা সমাপ্তির কারণ বানান।[২৬৬]

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো থেকে কোন একটি নামে কোন মাখলূকের নামকরণ করা হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে শিরক। যেমন কারো নাম রাহমান, কুদ্দূস, মুহাইমিন ইত্যাদি রাখা। যেমন এক হাদীসে এসেছে যে, এক লোকের কুনইয়াত বা উপনাম ছিল আবুল হাকাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ হলেন হাকাম। এই উপনাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল যে, আমি আমার

---

২৬৫. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং ১২, খ. ৮, পৃ.১৬৯
২৬৬. মুসনাদ আহমাদ, খ. ১, পৃ. ২৯১

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন বিচার ফায়সালা করায় লোকেরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ উপনাম দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বড় ছেলের নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে, তার নাম শুরাইহ। এরপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে তার বড় ছেলের নামে নাম রাখলেন 'আবূ শুরাইহ' বা শুরাইহের বাবা।[২৬৭] তবে কোরআন এবং সুন্নাহয় যদি কারো নাম আল্লাহর সিফাতী নামে পাওয়া যায়, তা হবে বৈধ। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরআনে রাঊফ এবং রাহীম বলা হয়েছে, যা আল্লাহর সিফাতী নাম। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ .

"তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। মু'মিনদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহমদিল"।[২৬৮]

আল্লাহর গুণাবলীতে দুই ধরনের শিরক হতে পারেঃ

এক. এমন সমস্ত গুণ যা আল্লাহর মাঝেও রয়েছে, মাখলূকের মাঝেও রয়েছে। যেমন মানুষ দেখে ও শুনে। অন্যান্য প্রাণীও দেখে ও শুনে। আবার মহান আল্লাহও দেখেন এবং শুনেন। যদি কেউ একথা বিশ্বাস করে যে, মানুষ তেমনি দেখে যেমন আল্লাহ দেখেন, হাতির তেমনি শক্তি আছে যেমন আল্লাহর শক্তি আছে। উমুক বুযুর্গ এমনি ক্ষমতা রাখে যেমন আল্লাহ ক্ষমতা রাখেন। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

"(সৃষ্টিজগতে) কোন কিছুই তাঁর মতো নয়। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন"।[২৬৯]

---

২৬৭. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং- ৪৬৪
২৬৮. আল কোরআনঃ সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:১২৮
২৬৯. আল কোরআনঃ সূরা আশ্ শূরা, ৪২:১১

www.pathagar.com

দুই. যে সমস্ত গুণ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, সে সমস্ত গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত করা। যেমন গাইব জানা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। অন্য কাউকে গাইব জানে বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর গুনাবলীতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। গাইবের 'ইলম একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। সাধারণভাবে নাবী, রাসূল, ওলী কেউই এ সম্পর্কে অবগত নন। তবে নাবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ যখন যেটুকু গাইবের 'ইলম প্রদান করেন তারা কেবল ততটুকুই অবগত হন। মহান আল্লাহ বলেন:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ .

"তিনি (আল্লাহ) গাইবের জ্ঞানী, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতিত অপর কারো নিকট তাঁর গাইব প্রকাশ করেন না।"[২৭০]

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .

"আর গাইবের চাবিসমূহ তাঁরই (আল্লাহ) নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা জানে না"।[২৭১]

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ .

"আমি যদি গাইবের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না"।[২৭২]

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .

"আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর গাইবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে"।[২৭৩]

এছাড়া এ সংক্রান্ত আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, 'ইলমুল গাইব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

প্রসঙ্গত আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় আল্লাহর হাত, পা ইত্যাদি যে সব সিফাতের কথা বলা হয়েছে, আহ্‌লুস্‌ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ হলো সে সব সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া। যে সকল সিফাত এর বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহয় নেই, তার আলোচনা থেকে বিরত থাকা। হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি যে

---

২৭০. আল কোরআন: সূরা আল জিন, ৭২:২৬-২৭
২৭১. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:৫৯
২৭২. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৮৮
২৭৩. আল কোরআন: সূরা আন্ নামল, ২৭:৭৭

www.pathagar.com

সব সিফাতের কথা বলা হয়েছে, তা নেই এ কথা বলা যাবে না, তার কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং তার কোন সাদৃশ্য আছে- একথাও বলা যাবে না। বরং তাঁর শান অনুযায়ী যেমন থাকা দরকার, তেমনি আছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর হাত অমুকের হাতের মত কিংবা আল্লাহর পা অমুকের পায়ের মত- এভাবে বলা যাবে না। এভাবে বললে তা হবে শিরক।

মহান আল্লাহ্ তাঁর হাত সম্পর্কে বলেন:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء .

"বরং তাঁর (আল্লাহর) দু'হাত প্রসারিত। তিনি যেমন ইচ্ছা ব্যয় করেন"।[২৭৪]

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ .

"কিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে"।[২৭৫]

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

"বল! নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান, তাকে তা দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ"।[২৭৬]

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ .

"তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সাজদাহ করতে, যাকে আমি আমার দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি"?[২৭৭]

এভাবে আলকোরআনুল কারীমে দশবারের অধিক আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসেও আল্লাহর হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لاتغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في

২৭৪. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৬৪
২৭৫. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৬৭
২৭৬. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৭৩
২৭৭. আল কোরআন: সূরা সোয়াদ, ৩৮:৭৫

www.pathagar.com

يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর হাত (সম্পদে) পরিপূর্ণ। দিবা রাত্রির অবিরাম খরচ তা থেকে কমায়নি। তোমরা কি দেখনি যে, আসমান যমিন সৃষ্টি থেকে শুরু করে যা তিনি খরচ করেছেন, তাতে তাঁর হাতে যা রয়েছে, তা থেকে একটুকুও কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর । তাঁর হাতে রয়েছে মীযান, তিনি নিচু করেন এবং উঁচু করেন।[২৭৮]

وفي رواية لمسلم : يمين الله ملأى .

সাহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে: 'আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ'।[২৭৯]

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء يمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ কিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর তাঁর ডান হাত দিয়ে আকাশকে পেঁচিয়ে ধরবেন। অত:পর বলবেন, আমিই বাদশাহ, পৃথিবীর রাজা বাদশাহরা কোথায়?[২৮০]

عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يامحمد إن الله يمسك السموات السبع على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قرأ "وما قدروا الله حق قدره" وقال عبد الله : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له .

'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন ইয়াহুদী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল: হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সাত আকাশ এক আঙ্গুলে, যমিনগুলো এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে এবং সকল সৃষ্টি এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। অত:পর বলবেন: আমিই

---

২৭৮. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল তাওহীদ, বাব নং- ১৯, খ. ৮, পৃ. ১৭৩
২৭৯. সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৯১, হাদীস নং- ৯৯৩
২৮০. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ৬, খ. ৮, পৃ. ১৬৬

www.pathagar.com

বাদশাহ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর দাঁতের মাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হল। অত:পর তিনি পড়লেন: "তারা আল্লাহর মর্যাদা যথাযথ নিরূপণ করতে পারেনি"। হাদীস বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে এবং তার কথার সত্যতা স্বীকার করে হেসেছিলেন।[২৮১]

روي عن ابن عباس قال: ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم .

'ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'সপ্ত আসমান এবং সপ্ত যমিন আর্‌রাহমানের হাতের তালুতে এমনি ক্ষুদ্র, যেমন তোমাদের কারও হাতে একটি শস্য দানা।[২৮২]

এছাড়াও আরো বিভিন্ন হাদীসে মহান আল্লাহর হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মহান আল্লাহর চেহারার ব্যাপারে আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহতে যা রয়েছে:

মহান আল্লাহ বলেন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

"পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংসশীল, টিকে থাকবে শুধুমাত্র তোমার মহিমান্বিত ও মহানুভব রবের চেহারা (সত্তা)"।[২৮৩]

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .

"তাঁর (আল্লাহর) মুখমন্ডল (সত্তা) ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল"।[২৮৪]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

"সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"।[২৮৫]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إنكم سترون ربكم عياناً .

---

২৮১. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ১৯, খ. ৮, পৃ. ১৭৪
২৮২. ইবনু জারীর আত্‌ তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কোরআন, পৃ. ২৪,২৫
২৮৩. আল কোরআন: সূরা আর রাহমান, ৫৫: ২৬,২৭
২৮৪. আল কোরআন: সূরা আল কাসাস, ২৮: ৮৮
২৮৫. আল কোরআন: সূরা আল কিয়ামাহ, ৭৫: ২২,২৩

www.pathagar.com

তোমরা অবশ্যই তোমাদের রবকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।[২৮৬]

عن جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هٰذا لاتضامون في رويته .

জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: পূর্ণিমার রাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে বেরিয়ে এসে বললেন: নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এটাকে (পূর্ণিমার চাঁদ) তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না (বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবে)।[২৮৭]

এ ছাড়াও আরো হাদীস রয়েছে, যা আল্লাহর চেহারা আছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

আলকোরআনে মহান আল্লাহ নিজের চোখ সম্পর্কে বলেছেন:

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

"অতঃপর আমি তাঁর (নূহের) নিকট ওহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার চোখের সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর"।[২৮৮]

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي .

"আমি (আল্লাহ) তোমার (মূসা) উপর মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ হতে, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও"।[২৮৯]

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ .

"যা চলে আমার চোখের সামনে, এটা হল ঐ ব্যক্তির জন্য বদলা যে অস্বীকার করেছিল"।[২৯০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذرقومه الأعور الكذاب ، إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه كافر .

---

২৮৬. সাহীহুল বুখারী (রিয়াদ, দারু'আলামিল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.), খ.৮, পৃ. ১৭৯
২৮৭. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ২৪, খ. ৮, পৃ. ১৭৯
২৮৮. আল কোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩: ২৭
২৮৯. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০: ৩৯
২৯০. আল কোরআন: সূরা আল কামার, ৫৪: ১৪

www.pathagar.com

আনাস (রা.) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ যত নাবী পাঠিয়েছেন প্রত্যেকেই তার জাতিকে প্রতারক মিথ্যাবাদী কানা (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) কানা (এক চোখ বিশিষ্ট), আর তোমাদের রব অবশ্যই কানা নন। তার (দাজ্জাল) দু চোখের মাঝে লেখা থাকবে 'কাফির'।[২৯১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ দুই চোখ বিশিষ্ট।

মহান আল্লাহর পা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فيتروي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك .

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জাহান্নামে (জাহান্নামীদেরকে) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে, তারপরও সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্বজাহানের রব তাতে তাঁর পা রাখবেন, এতে জাহান্নামের একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর বলবে, তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ। যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[২৯২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই স্পষ্ট হলো যে , আল্লাহর হাত, পা ইত্যাদি যে সমস্ত সিফাত বা গুণ আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তা যেভাবে আছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে, অস্বীকার করা যাবে না। এর কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সাদৃশ্যও সাব্যস্ত করা যাবে না। সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা হলো শিরক, ব্যাখ্যা করা হলো ভ্রষ্টতা, আর অস্বীকার করা হলো কুফরী।

আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় মহান আল্লাহর অবস্থান সংক্রান্ত বর্ণনা:

মহান আল্লাহর অবস্থান হলো علوّ অর্থাৎ উপরে বা উঁচুতে। এটি আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণ। এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর অবস্থান কোথায়? এ বিষয়টির সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছে আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহ। কোরআন

---

২৯১. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ১৭, খ. ৮, পৃ. ১৭২
২৯২. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ৭, খ. ৮, পৃ. ১৬৭

www.pathagar.com

মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজ অবস্থান সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে তিনি 'আরশের উপরে অধিষ্ঠিত। যেমন তিনি বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى .

"দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন"।[২৯৩]

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .

"অতঃপর তিনি 'আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন"।[২৯৪]

এমনিভাবে সূরা ইউনুসের ৩ নং আয়াত, সূরা আর্‌রা'দ- এর ২ নং আয়াত, সূরা আল ফুরকানের ৫৯ নং আয়াত, সূরা আস্‌সাজদার ৪ নং আয়াত ও সূরা আল হাদীদের ৪ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ 'আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। 'আরশের অবস্থান হলো আসমানের উপর।

عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم قال: بينهما مسيرة خمس مئة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مئة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، ليس يخفي عليه من أعمال بني أدم شيئ.

'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা কি জান আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? তিনি বলেন: আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন: পাঁচশত বৎসরের ভ্রমণ পথ। প্রত্যেক আকাশের দূরত্ব হল পাঁচশ বছরের ভ্রমণ পথ, সাত আসমানের উপর রয়েছে সমুদ্র , যার উপর এবং নিচের ব্যবধান হল যেমন আসমান যমীনের ব্যবধান। তার উপর রয়েছে 'আরশ, যার উপর এবং নিচের ব্যবধান যেমন আসমান যমীনের ব্যবধান। আল্লাহ রয়েছেন এর উপর। বানী আদমের কোন আমল তাঁর নিকট গোপন নয়।[২৯৫]

---

২৯৩. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০: ৫
২৯৪. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭: ৫৪
২৯৫. সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং- ৪৭২৩, সুনানুত্ তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩১৭ (সূরা আল হাক্কাহ- এর তাফসীর প্রসঙ্গে)

www.pathagar.com

আলকোরআনুল কারীমের আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহর অবস্থান উপরে। যেমন:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ.

"মালাইকা এবং রূহ তাঁর (আল্লাহর) দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়"।[২৯৬]

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.

"তাঁরই (আল্লাহর) দিকে আরোহণ করে উত্তম বাক্য, আর সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়"।[২৯৭]

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

"বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন"।[২৯৮]

মহান আল্লাহ কোরআনুল কারীমের অনেক স্থানেই তা নাযিলের কথা বলেছেন, যা হল তার কালাম। আর সাধারণত নাযিল বা অবতরণ হয়ে থাকে উপর থেকে নিচের দিকে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

"নিশ্চয় আমি এটি (আলকোরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে"।[২৯৯]

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .

"এটি একটি কিতাব যা আমি নাযিল করেছি তোমার প্রতি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করতে পার"।[৩০০]

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ .

"নিশ্চয় আমি এটি (আলকোরআন) নাযিল করেছি বরকতময় রাতে"।[৩০১]

কিতাব নাযিল করার ব্যাপারে এরকম ত্রিশটিরও অধিক আয়াত রয়েছে।

হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৬/১৭ মাস বাইতুল্লাহর পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর মনের বাসনা ছিল যেন বাইতুল্লাহ কিবলা হয়ে যায়, তাই তিনি বারবার

---

২৯৬. আল কোরআন: সূরা আল মা'আরিজ, ৭০: ৪
২৯৭. আল কোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫: ১০
২৯৮. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪: ১৫৮
২৯৯. আল কোরআন: সূরা আল কাদর, ৯৭: ১
৩০০. আল কোরআন: সূরা ইবরাহীম, ১৪: ১
৩০১. আল কোরআন: সূরা আদ্ দুখান, ৪৪: ৩

www.pathagar.com

আসমানের দিকে তাঁর চেহারা ফিরাতে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ .

"আমি অবশ্যই তোমার চেহারাকে বারবার আসমানের দিকে ফেরাতে দেখেছি"।[৩০২]

একথা অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশের আশায় বারবার আকাশের দিকেই তাকাতেন।

এছাড়াও আলকোরআনের আরো বিভিন্ন আয়াত প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর অবস্থান উপরে। এমনিভাবে হাদীস দ্বারাও এটি প্রমাণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী যাইনাব (রা.) তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন:

زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموت.

তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের পরিবারের লোকেরা, আর আমাকে বিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে।[৩০৩]

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارويجتمعون في صلاة العصروصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم و هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.

আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মাঝে রাতে ও দিনে পালাক্রমে মালাইকা আসেন। তারা 'আসর ও ফাজর সালাতের সময় একত্রিত হন। অত:পর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি কাটান তারা উপরে উঠে যান। তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে ভাল করেই জানেন) আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে? তারা বলেন: আমরা তাদেরকে সালাত আদায় অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, আর যখন তাদের কাছে এসেছিলাম তখনো তারা সালাত আদায় করছিল।[৩০৪]

---

৩০২. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২: ১৪৪
৩০৩. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ২২, খ. ৮, পৃ. ১৭৬
৩০৪. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ৩৩, খ. ৮, পৃ. ১৯৫

www.pathagar.com

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, (মালাইকা) ফেরেশতারা উপরে উঠে যান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মি'রাজ আলকোরআন ও সাহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক এক করে সপ্ত আসমানের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। তিনি জিবরীল (আ.) কে তাঁর আসল রূপে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى . عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى . عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى .

"নিশ্চয় সে তাকে (জিবরীল) আর একবার দেখেছে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া"।[৩০৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى .

অতঃপর তুলে ধরা হল আমার সামনে সিদরাতুল মুনতাহা, তার কুলগুলোর আকার হল হাজার নামক স্থানের মটকার মত, পাতাগুলো হল হাতির কানের মত। তিনি (জিবরীল) বললেন, এটা হল সিদরাতুল মুনতাহা।[৩০৬]

'হাজার' হলো বাহরাইনের একটি এলাকার নাম, যেখানে মটকা বেশি তৈরি হয়। এখানকার মটকা প্রসিদ্ধ। আর 'সিদরাতুল মুনতাহা' হল সপ্ত আসমান পেরিয়ে।

বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত সাহাবাকে লক্ষ্য করে বললেন:

أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.

তামাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা বলল: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি (আল্লাহ্র নির্দেশাবলী যথাযথভাবে)

---

৩০৫. আল কোরআন: সূরা আন্ নাজম, ৫৩: ১৩-১৫
৩০৬. সাহীহুল বুখারী, বাবুল মি'রাজ, খ. ৪, পৃ. ২৪৯, হাদীস নং- ৪২

www.pathagar.com

পৌছিয়েছেন, (রিসালাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে) আদায় করেছেন এবং নাসীহাত করেছেন। তখন আল্লাহর রাসূল আসমানের দিকে অংগুলি উত্তোলন করে বললেন:

اللهم اشهد .

হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।[৩০৭]
মহান আল্লাহ্ উপরে অবস্থান করেন বলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংগুলি আসমানের দিকে উত্তোলন করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেছেন ।

এক দাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: أين الله؟ আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিল- في السماء আসমানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন: من أنا؟ আমি কে? দাসীটি বলল: أنت رسول الله আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার মনিবকে বললেন: أعتقها فإنها مؤمنة 'তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে মু'মিনাহ'।[৩০৮]

আল্লাহ্ শেষ রাত্রিতে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। আর অবতরণ উপর থেকে নিচের দিকেই হয়ে থাকে।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول: من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفرله.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাদের রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। তিনি বলেন, কে আমাকে ডাকবে? আমি যার ডাকে সাড়া দেব, কে আমার নিকট চাইবে? যাকে আমি দেব, কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে? যাকে আমি ক্ষমা করব।[৩০৯]

---

৩০৭. সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১২১৮
৩০৮. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত অধ্যায়, খ. ১, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং- ৫৩৭
৩০৯. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, বাব নং- ১৪, খ. ২, পৃ. ৪৭; সাহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাব নং- ২৪, খ. ২, পৃ. ৫২১, হাদীস নং ৭৫৮

www.pathagar.com

মানুষ যখন আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তখন সে উপরের দিকে হাত উত্তোলন করেই চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا .

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বান্দাহকে খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন, যখন সে তাঁর দিকে দু'হাত উত্তোলন করে।[৩১০]

এমনকি কোন হিন্দুকেও বলতে শুনা যায় যে, 'উপরওয়ালা দেখছেন, তিনি তোর বিচার করবেন'। একথা সে তখনই বলে যখন কেউ তার অধিকার হরণ করে, অথবা কোন অবস্থাতেই সে তার অধিকার আদায় করতে পারছে না। এ উপরওয়ালা বলতে সে আল্লাহকেই বুঝায়।

এ আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ উপরে আছেন- 'আরশের উপরে। অতএব এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান- একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস, কোরআন সুন্নাহ বিরোধী 'আকীদাহ, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধী 'আকীদাহ। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, তার ক্ষমতা সর্বময় বিস্তৃত, সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিসীমায় রয়েছে, সব কিছুর তিনি খবর রাখেন। যেমন তিনি বলেন:

إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন"।[৩১১]

إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।[৩১২]

এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। যেমন, সূর্য আছে আকাশে। কিন্তু তার আলো সর্বত্র বিস্তৃত। কিন্তু কেউই বলে না যে, সূর্য সর্বত্র বিরাজমান। বরং সূর্য কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলবে, আকাশে। অতএব বিশুদ্ধ 'আকীদাহ হল, আল্লাহ 'আরশের উপর সমাসীন আছেন। কিন্তু কিভাবে আসীন আছেন, তা আমাদের জানা নেই। যেমন ইমাম মালিক (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল كيف الإستواء অর্থাৎ কিভাবে তিনি আসীন আছেন? তিনি উত্তরে বললেন:

الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة .

---

৩১০. সুনানুত্ তিরমিযি, হাদীস নং- ৩৫৫১, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ১৪৮৮, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮৬৫

৩১১. আল কোরআন: সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯: ৬২

৩১২. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২: ২০

www.pathagar.com

'ইসতিওয়া' শব্দটি জানা, কিন্তু (এর পদ্ধতি) কিভাবে তা অজানা। এ ব্যাপারে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।[৩১৩]

আবূ মুতী' আল বালাখী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে বলে– 'আমি জানি না আমার রব আকাশে আছেন না যমীনে আছেন'। তিনি বললেন– সে কাফির। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى .

"দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর সমাসীন"।[৩১৪] আর তাঁর 'আরশ সাত আসমানের উপর। আমি বললাম, যদি সে বলে- আল্লাহ 'আরশের উপর আছেন মেনে নিলাম। কিন্তু 'আরশ আসমানে না যমীনে তা জানি না। তিনি বললেন, তা হলেও সে কাফির। কেননা 'আরশ যে আসমানে তা সে অস্বীকার করল। আর 'আরশ যে আসমানে তা যে অস্বীকার করবে, সে কাফির।[৩১৫]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন: আল্লাহর গুণাবলী সমূহের প্রতি আমি ঈমান আনয়ন করি। এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি জানি না। এর কোন কিছুকে আমি প্রত্যাখ্যানও করি না।[৩১৬]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যে উদ্দেশ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর যে সব গুনাবলীর বর্ণনা এসেছে, আমি সেগুলোর উপরও ঈমান রাখি।[৩১৭]

ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বলেন:

وله يد ووجه ونفس ..... فهوله صفات بلاكيف .... وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلاكيف .

---

৩১৩. শারহুল 'আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ (বৈরুতঃ লেবানন, আর রিসালাহ পাবলিশিং হাউজ), খ. ২, পৃ. ৩৭৩

৩১৪. আল কোরআনঃ সূরা তোয়াহা, ২০: ৫

৩১৫. শারহুল 'আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ (বৈরুতঃ লেবানন, আর রিসালাহ পাবলিশিং হাউজ), খ. ২, পৃ. ৩৮৭

৩১৬. 'আবদুল 'আযীয আল মুহাম্মাদ আল সালমান, আল আসইলাতু ওয়াল আজইবাতুল উসূলিয়্যাতু 'আলাল 'আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাতি লি ইবনি তাইমিয়্যাহ, মু. ২১, ১৯৮৩ খৃ. পৃ. ২৪

৩১৭. প্রাগুক্ত পৃ. ২৪

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলার হাত, মুখ, আত্মা রয়েছে। এগুলো তাঁর সিফাত, যার কোন আকার প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তাঁর রয়েছে ক্রোধ ও সন্তুষ্টি। এগুলো তাঁর গুণাবলীর আকার প্রকৃতি বিহীন দু'টি গুণ।[৩১৮]

আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে তিনি আরো বলেন: আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কারো কোন কথা বলা ঠিক নয়। তবে আল্লাহ্ নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাকে সে গুণে গুণান্বিত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা প্রসূত কোন কথা বলা ঠিক নয়।[৩১৯]

আমাদের দেশের শিশুরা ছোটবেলায় 'ঈমানে মুজমাল' নামে ঈমানের একটি সংক্ষিপ্ত কালিমা পড়ে থাকে, তা হলো-

أمنت بالله كما هو بأسماءه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأركانه .

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি যেমন তিনি আছেন, তাঁর নামসমূহ এবং গুণাবলী সহকারে। আর আমি মেনে নিলাম তাঁর সকল রুকন ও বিধানাবলী।

মহান আল্লাহর নাম এবং সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের[৩২০] 'আকীদাহ:

মহান আল্লাহর নাম এবং সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ হলো- মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

৩১৮. মোল্লা 'আলী কারী, শারহু কিতাব আল-ফিকহিল আকবার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৫৮-৫৯

৩১৯. মাহমূদ আল আলূসী, রুহুল মা'আনী (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, মু. ৪, ১৯৫৮ খৃ.), খ. ১৫, পৃ. ১৫৬

৩২০. আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত: আহল আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো অধিকারী বা মালিক, কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত ইত্যাদি। আর সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হলো পন্থা বা পদ্ধতি। পরিভাষায় সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত পন্থা। আর জামা'আতের অর্থ হলো দল বা সমষ্টি। এ অর্থে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত বলতে ঐ দলকে বুঝানো হয়, যারা আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ একা একা নিজের ইচ্ছামত নয়, বরং যারা দলবদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া আদর্শের উপর অটুট থাকেন। কেননা তিনি বলেছেন: 'তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খালীফাদের পথকে আকড়ে ধরবে'। অপর এক হাদীসে তিনি বলেছিলেন: 'আমার উম্মাত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সকলেই হবে জাহান্নামী। আর ঐ একটি দলই হলো 'আল ফিরকাতুন্ নাজিয়াহ' বা উদ্ধারপ্রাপ্ত দল'। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দলটি কোন্‌টি? তিনি বললেন: তারা হলো- 'ঐ পথের অনুসারীরা যে পথে রয়েছি আমি এবং আমার সাহাবীগণ' (তিরমিযী)। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে- 'আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল কিয়ামাত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে'। সুতরাং এটিই হলো সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত দল, আর এটিই হলো- আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত। (ড. নাসির ইবন 'আব্দুল কারীম আল 'আকল, মাফহূমু আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, দারুল 'আরাবিয়্যাহ, ঢাকা- থেকে সংক্ষেপিত)।

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহয় আল্লাহর যে সমস্ত নাম এবং সিফাতের বর্ণনা দিয়েছেন তা মেনে নেয়া, নিজস্ব 'আকল ও বুদ্ধি দিয়ে তাঁর কোন নাম ও সিফাত সাব্যস্ত না করা, কোন নাম ও সিফাত অস্বীকার না করা, তাঁর সকল নাম ও সিফাত যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই মেনে নেয়া, এর কোন ব্যাখ্যা না করা, এগুলো কেমন তা প্রশ্ন না করা, এগুলোর কোন সাদৃশ্য সাব্যস্ত না করা। যেমন: মহান আল্লাহর হাত কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত। অতএব তাঁর হাত আছে মানতে হবে। হাত বলতে কুদরাত, ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যাবে না। আল্লাহর হাত কেমন- তা প্রশ্ন করা যাবে না। আল্লাহর হাত অমুকের হাতের মত- তা বলা যাবে না। আবার আল্লাহর হাত নেই- তাও বলা যাবে না। বরং আল্লাহর হাত তাঁর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী যেমন থাকার, তেমনি আছে, তা মেনে নিতে হবে। এমনিভাবে তাঁর অন্যান্য আসমা এবং সিফাতের বেলায়ও একই কথা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর আসমা এবং সিফাতের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদার এটিই সারকথা।

মহান আল্লাহর নামকে অসম্মান করা বা বিকৃত করার কিছু রূপ:

(ক) মহান আল্লাহর নামে কোন মূর্তির নাম রাখা। যেমন- আরবের মুশরিকরা সেসময় 'লাত', 'মানাত' ও 'উয্যা' ইত্যাদি নাম রাখতো।

(খ) এমন নামকরণ করা যা আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী। যেমন- নাসারারা আল্লাহর নাম রেখেছে أَب অর্থাৎ পিতা।

(গ) আল্লাহর এমন কোন وصف বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা, যা তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। যেমন: ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহ ফকীর। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء.......

"যারা বলে যে, আল্লাহ ফকীর এবং আমরা ধনী, আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন"......।[৩২১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ এর উত্তরে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .

---

৩২১. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩: ১৮১

www.pathagar.com

"হে মানবজাতি! তোমরাই হলে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ- তিনিই হলেন অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"।[৩২২]

.... وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء ....

"........আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, আর তোমরা ফকীর (অভাবগ্রস্ত)"...... ।[৩২৩]

আল্লাহর নিদ্রা, তন্দ্রা কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি ক্লান্ত হন না। ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহ্ ছয়দিনে আসমান যমীন তৈরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তার জবাবে বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ .

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয়দিনে। অথচ আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি"।[৩২৪]

আল্লাহর হাত সম্পদে পরিপূর্ণ, সৃষ্টির শুরু থেকে অবিরামভাবে মাখলূককে দিয়ে যাচ্ছেন। এতে তাঁর ধনভান্ডার থেকে সামান্যতমও কমেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يد الله ملأى لاتغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض مافي يده.

মহান আল্লাহর হাত (সম্পদে) পরিপূর্ণ, দিবারাত্রির অবিরাম খরচ তা থেকে কমায়নি। তোমরা কি দেখনি যে, আসমান যমিন সৃষ্টি থেকে যা তিনি খরচ করেছেন, তাঁর হাতে যা রয়েছে, তা থেকে এতটুকুও কমেনি।[৩২৫]

কিন্তু ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহ কৃপণ, তাঁর হাত রুদ্ধ। এ কথা বলে তারা আল্লাহর মর্যাদা হানিকর কথা বলেছে। আলকোরআন আমাদেরকে সেকথা জানিয়ে দিচ্ছে-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ .

"ইয়াহুদরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ (অর্থাৎ আল্লাহ কৃপণ)"।[৩২৬]

---

৩২২. আল কোরআনঃ সূরা ফাতির, ৩৫: ১৫
৩২৩. আল কোরআনঃ সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৮
৩২৪. আল কোরআনঃ সূরা কাফ, ৫০: ৩৮
৩২৫. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং- ১৯, খ. ৮, পৃ. ১৭৩
৩২৬. আল কোরআনঃ সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৬৪

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ তার উত্তরে বলেন:

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء .

'তাদের হস্তকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারা যা বলেছে তার কারণে তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহর উভয় হস্ত প্রসারিত। তিনি যেভাবে চান খরচ করেন'।[৩২৭]

(ঘ) আল্লাহর কোন সিফাতকে অস্বীকার করা, যেমন- জাহমিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় মহান আল্লাহর দেখা ও শুনা ইত্যাদি সিফাতকে অস্বীকার করে।

(ঙ) আল্লাহর সিফাতের বিকৃত ব্যাখ্যা করা। যেমন- আশা'ইরাহ সম্প্রদায় আল্লাহর হাতের ব্যাখ্যা করে কুদরাত ও রহমত ইত্যাদি দিয়ে।

(চ) আল্লাহর সিফাতের সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা। যেমন- মুশাব্বিহাহ ফিরকাসমূহ করে থাকে।

(ছ) কোন মানুষ তার নিজের কৃতদাসকে عبدي, أمتي, আমার দাস, আমার দাসী ইত্যাদি বলা। এতে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে শরীক হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لايقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي ولايقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل فتاى وفتاتي وغلامي .

তোমাদের কেউ যেন না বলে, তোমার রবকে খাওয়াও, তোমার রবকে অযু করাও। বরং বলবে আমার সাইয়্যিদ, আমার মাওলা। তোমাদের কেউ নিজের দাস-দাসীকে عبدي, أمتي ('আব্দী, আমাতী) না বলে বরং বলবে فتاي, فتاتي, غلامي (ফাতাইয়া, ফাতাতী, গুলামী) ইত্যাদি।[৩২৮]

উপরোক্ত এসব পদ্ধতিতে অথবা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অসম্মান করা বা বিকৃত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

তাওহীদ এর পরিপন্থী বিষয়সমূহ:

মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহদের কাছে তাওহীদ তথা ঈমান হলো সর্বোৎকৃষ্ট নি'আমাত এবং মহামূল্যবান সম্পদ। কেননা এ তাওহীদই তাকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোর সন্ধান দিয়েছে। তাই তাওহীদের দাবি অনুযায়ী বাস্তব জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এবং

---

৩২৭. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৬৪

৩২৮. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল আলফায, বাব নং- ৩, খ. ৪, পৃ. ১৭৬৫

www.pathagar.com

তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো উচিত।

যেসব মৌলিক বিষয় একজন মু'মিনকে তার ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়ে তাকে কুফর ও শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং অত্যধিক সংঘটিত বিষয় হলো দশটি[৩২৯]। নিম্নে তা অতি সামান্য ব্যাখ্যাসহ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো।

১. 'ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা:

যে দশটি মৌলিক বিষয় একজন তাওহীদপন্থীকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে দেয় তার মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো শিরক। এটি মহান আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট নাফরমানী। তাওহীদে বিশ্বাসের পর শিরকে লিপ্ত হলে তাওহীদের কোন মূল্যই থাকে না। তাছাড়া শিরক ঈমানদারদের যাবতীয় আমলকে নষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"(হে রাসূল!) আপনার কাছে ও আপনার আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের কাছে এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, আপনি যদি আল্লাহর সাথে শিরক করেন, তাহলে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের একজন"।[৩৩০]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শিরক সম্পর্কে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যেভাবে কড়া সুরে কথা বলেছেন, তাতে এ বিষয়টি অন্যদের বেলায় যে কত বেশি মারাত্মক, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ

---

৩২৯. 'আব্দুল 'আযীয ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, আল 'আকীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়া নাওয়াকিদুল ইসলাম (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান লিন্ নাশর, ১৪১১হি.), পৃ. ২৭-৩০

৩৩০. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৬৫

www.pathagar.com

নেই। আল্লাহর সত্তা ছাড়া প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হবে। কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে"।[৩৩১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ .

"যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না"।[৩৩২]

আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম হলো শিরক। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলম। তাওবাহ করে শিরক থেকে ফিরে না আসলে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً .

"আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না; এছাড়া আর যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা রচনা করলো এবং বিরাট গুনাহ্ করলো"।[৩৩৩]

হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قالوا بَلَى يا رَسُولَ اللهِ . قال: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ .

'আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ কোন্‌টি তা বলে দেব না? সাহাবীরা আরয করলেন: অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন

৩৩১. আল কোরআন: সূরা আল কাসাস, ২৮:৮৮
৩৩২. আল কোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:১১৭
৩৩৩. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:৪৮

www.pathagar.com

তিনি বললেন যে, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হলো আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা এবং মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া।[৩৩৪]

দয়াময় আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাহদের সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতাই হলো শিরক। তাই এটিই সর্বাধিক জঘন্যতম পাপাচার এবং এর পরিণতিই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতর। যে ব্যক্তি শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

"নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে যে, মাসীহ্ ইবনু মারইয়ামই আল্লাহ্। অথচ মাসীহ্ বলেছিলেন যে, হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এসব যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।[৩৩৫]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

"আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম"।[৩৩৬]

অতএব শিরক হলো তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিষয়। তাই শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে না পারলে তাওহীদ হবে অর্থহীন।

২. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করা:

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করাও শিরক এবং তাওহীদের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করল, সে

---

৩৩৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২৩১৪, হাদীস নং- ৫৯১৮

৩৩৫. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৭২

৩৩৬. আল কোরআন: সূরা আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৬

www.pathagar.com

সর্বসম্মত মতে কুফরী করল। এসব কাফির মুশরিকদের 'আকীদা ও বিশ্বাসের কথা জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ .

"সাবধান! আন্তরিকতাপূর্ণ 'ইবাদাত তো শুধু আল্লাহরই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (তারা তাদের এ কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে,) আমরা তো শুধু এ উদ্দেশ্যে তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে"।[৩৩৭]

এখানে মাক্কার কাফিরদের কথা বিবৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সব কাফির মুশরিকদের একই অবস্থা। এক আল্লাহকে তারা সবাই স্বীকার করে। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহর দরবার অনেক উঁচু। তাদের পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়; তাই তারা এসব সত্তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যত্র তাদের অবস্থা জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً .

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত করে, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফির তার রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী হয়েই আছে"।[৩৩৮] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

"এ লোকেরা কি আল্লাহর সাথে এমন কোন শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের ব্যাপারে এমন কোন তরীকাহ্ ঠিক করে দিয়েছে, যার কোন অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি ফায়সালার বিষয়টা আগেই ঠিক করা না হতো, তাহলে তাদের মধ্যে কবেই মীমাংসা করে দেয়া হতো। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে"।[৩৩৯]

---

৩৩৭. আল কোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৩
৩৩৮. আল কোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৫৫
৩৩৯. আল কোরআন: সূরা আশ্ শূরা, ৪২:২১

www.pathagar.com

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এসব শরীক দেবতার কথা সকল আয়াতেই বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এজন্য যে শিরকের ব্যাপারে কখনোই কোন ঐকমত্য হতে পারে না; ঐকমত্য কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই সম্ভব। দেখা যায় যে, কেউ একজনকে দেবতা মানছে, আবার কেউ অন্যজনকে। কেউ গ্রহ তারার পূজা করছে, কেউবা মৃত মহা পুরুষদের। কেননা তাদের এই ধারণা কিংবা ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি কোন বিশেষ জ্ঞান অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়নি; বরং এসবই তো অন্ধ ভক্তি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও মনগড়া চিন্তা-চেতনারই বহিপ্রকাশ মাত্র।

বস্তুতঃ বান্দার সকল প্রকার আনুগত্য ও চাওয়া পাওয়া একমাত্র আল্লাহর দিকে ফেরানোর স্বপক্ষে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যেমন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ .

"তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামাত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না। তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। আর যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের 'ইবাদাতকেও তারা অস্বীকার করবে"।[৩৪০]

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

"(হে নাবী!) আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কোরবানী (সব রকম 'ইবাদাত) এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী"।[৩৪১]

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

---

৩৪০. আল কোরআন: সূরা আল আহকাফ, ৪৬:৫-৬
৩৪১. আল কোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:১৬২-১৬৩

www.pathagar.com

"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতিত এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র ইলাহের 'ইবাদাতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তারা তাঁর যে শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র"।[৩৪২]

এ ধরনের আরো অনেক আয়াতে মহান প্রভু কোন প্রকার শরীক কিংবা মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করতে আদেশ করেছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

"আর তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা আমার 'ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"।[৩৪৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৩৪৪]

সাহীহ আল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন : ওহে, কে আছ যে আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে! আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ যে আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।"[৩৪৫]

---

৩৪২. আল কোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:৩১
৩৪৩. আল কোরআন: সূরা মু'মিন, ৪০:৬০
৩৪৪. আল কোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৫
৩৪৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৮৪, হাদীস নং- ১০৭৪ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস নং- ৭৫৮

www.pathagar.com

সুতরাং 'ইবাদাত যেমন করতে হবে কেবল মহান আল্লাহর, চাইতেও হবে কেবল তাঁরই কাছে। আর এই চাওয়া হবে সরাসরি, কারও মাধ্যম দিয়ে নয়। এটিই তিনি পছন্দ করেন।

৩. কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ এবং তাদেরকে বন্ধু মনে করা:

ঈমান আনার পরও যে ব্যক্তি কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে এবং তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদের সত্যায়ন করে এবং তাদেরকে নিজের বন্ধু বলে মনে করে, সে তার ঈমানের পরিপন্থী কাজ করল তথা কুফরী করল। কেননা কাউকে ভালবাসা কিংবা ঘৃণা করা, সহযোগিতা করা কিংবা অসহযোগিতা করা সবই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবিই হলো তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ.

"মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে তাদের বন্ধু ও সাথী না বানায়। যে এমন করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য তোমরা যদি তাদের যুলম থেকে বাঁচার জন্য বাহ্যত এমন আচরণ করো তাহলে তা মাফ করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে"।[৩৪৬]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ .

"কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য বানায় এবং তাদেরকে তেমনিভাবে ভালোবাসে, যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। অথচ যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে"।[৩৪৭]

---

৩৪৬. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:২৮
৩৪৭. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১৬৫

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيْعاً.

"যারা মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা কি 'ইয্যাতের তালাশে তাদের কাছে যায়? অথচ 'ইয্যাত তো সবটুকুই আল্লাহর জন্য রয়েছে"।[৩৪৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُوْنَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيْناً .

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও"?[৩৪৯]

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاء اللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ.

"যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহই তাদের হিফাযাতকারী। (হে নাবী!) আপনি তাদের জিম্মাদার নন"।[৩৫০]

হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أبي أُمَامَةَ عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: من أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

আবূ উমামাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসল অথবা ঘৃণা করল, আবার আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য কাউকে দান করল অথবা দান করা থেকে বিরত থাকল, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল।[৩৫১]

এ হাদীসে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে মু'মিনের সকল কাজ চাই তা ইতিবাচক হোক কিংবা নেতিবাচক অবশ্যই তা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে হতে হবে।

---

৩৪৮. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১৩৯
৩৪৯. আল কোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১৪৪
৩৫০. আল কোরআন: সূরা আশ্ শূরা, ৪২:৬
৩৫১. সুনান আবী দাঊদ, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৪৬৮১

www.pathagar.com

৪. তাগূতের[৩৫২] শাসনকে নাবীর শাসনের উপর অগ্রাধিকার দেয়া:

যে ব্যক্তি এই 'আকীদাহ পোষণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিদায়াতের চেয়ে অন্যের হিদায়াত পরিপূর্ণ, কিংবা অন্যের বিধান (বিচার ফায়সালা) তাঁর বিধানের চেয়ে উৎকৃষ্ট, সে কাফির। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

"(হে রাসূল! আমি আদেশ করছি যে,) আপনি আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করুন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আপনি সাবধান থাকুন, যাতে তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে ঐ হিদায়াতের কোন অংশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে, যা আল্লাহ আপনার উপর নাযিল করেছেন। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাদের কতক গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবার ফায়সালা করেই ফেলেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক"।[৩৫৩] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ

---

৩৫২. আরবী 'তাগূত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত যা কিছুর 'ইবাদাত ও উপাসনা করা হয়, যে উপাস্য তার উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের বাইরে আর যাদেরই অনুসরণ করা হয় তাদের সবাইকেই বুঝানো হয়। তবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান তাগূত হলো পাঁচটি। যথা- এক. শাইতান (সূরা ইয়াসিন:৬০), দুই. আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক (সূরা আন্ নিসা:৬০), তিন. আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হুকুমের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী (সূরা আল মায়িদাহ:৪৪), চার. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন গাইবের খবর জানার দাবিদার (সূরা আল জিন:২৬-২৭ ও সূরা আল আন'আম: ৫৯) এবং পাঁচ. আল্লাহ ছাড়া যার 'ইবাদাত করা হয় এবং সে এই 'ইবাদাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট (সূরা আল আম্বিয়া:২৯) ইত্যাদি। তাগূতের এই ব্যাপকতার কারণেই আলকোরআনে একে ঈমানের বিপরীত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩৫৩. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৪৯

www.pathagar.com

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে হিদায়াত ও আলো ছিল। নাবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিলেন তারা ঐ হিদায়াত অনুযায়ী ইয়াহুদীদের ব্যাপারে ফায়সালা করতেন। ইয়াহুদী 'আলিম এবং ফাকীহগণও (তাই করতেন)। কেননা তাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হিফাযাতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর তারাই এর সাক্ষী ছিল। তাই (হে ইয়াহুদী সমাজ) তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহকে কম দামে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির"।[৩৫৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

"তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন তালাশ করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হয়ে আছে এবং তাঁর দিকেই তারা ফিরে যাবে"।[৩৫৫]

তাই যারা এ বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরি মতবাদ (নিয়ম পদ্ধতি) ইসলামী শারী'আতের চেয়ে উত্তম, অথবা ইসলামের অনুশাসন বর্তমান শতাব্দীতে বাস্তবায়নের অনুপযোগী, অথবা ইসলাম হলো মুসলিমদের পশ্চাদপদতার কারণ, অথবা এটি ব্যক্তির সংগে তার রবের সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এর কোন অনুপ্রবেশ নেই কিংবা যারা মনে করে যে, চোরের হাত কাটা অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীর ওপর পাথর বর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন বর্তমান যুগোপযোগী নয়- তারা সকলেই ঈমানের গণ্ডি বহির্ভূত।

এই চতুর্থ প্রকারে ঐসব লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা মনে করে যে, পারস্পরিক লেন-দেন, শাস্তি বিধান অথবা অন্য কিছুর বেলায় ইসলামী শারী'আত ব্যতিত ফায়সালা করা বৈধ। যদিও সে এটিকে ইসলামী শারী'আতের বিধানের চেয়ে

---

৩৫৪. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৪৪
৩৫৫. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৩

www.pathagar.com

উত্তম মনে না করুক। কেননা এই 'আকীদার মাধ্যমে সে ঐ বস্তুকে হালাল করে নিল যা আল্লাহ্ সাধারণভাবে হারাম বলে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ দীনের যেসব বিষয়ে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলোকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করবে- যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদ, গাইরুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, সে ব্যক্তি মুসলিম 'আলিমগণের ঐকমত্যে কাফির বলে বিবেচিত।

৫. আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে অপছন্দ করা:

যে ব্যক্তি রাসূলের আনীত কোন বিষয়কে ঘৃণা বা অপছন্দ করল, সে নিঃসন্দেহে কুফরী করল। যদিও সে বাস্তবে তা মেনে চলুক। কেননা তার এই মেনে চলা আন্তরিক বিশ্বাস, একাগ্রতা ও ভক্তির সাথে হয়নি; বরং সে বাধ্য হয়েই ঘৃণা ভরে তা মেনে চলছে। এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

"এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন"।[৩৫৬]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً .

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার এ অধিকার থাকে না যে, সে ঐ বিষয়ে নিজে কোন ফায়সালা করবে। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে গেলো"।[৩৫৭]

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن أَنَسٍ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ أحدكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

---

৩৫৬. আল কোরআন: সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৯
৩৫৭. আল কোরআন: সূরা আল আহযাব, ৩৩:৩৬

www.pathagar.com

"তোমরা কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল লোকজনের চেয়ে অধিক প্রিয় হব"।[৩৫৮]
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه متبعا لما جئت به .

"যে ব্যক্তি তার কামনা-বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দীনের অধীন করতে না পারবে সে ঈমানদার হতে পারবে না।"[৩৫৯]
সুতরাং আল্লাহপ্রদত্ত বিধানকে একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই তা অনুকরণ করতে হবে।

৬. দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা:

যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা দীনের কোন বিষয়ে এর প্রতিদান অথবা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, তারা কাফির। তাওহীদপন্থীদের কাজ এটি হতে পারে না। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ .

"আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে: আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? এখন টাল বাহানা করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে ফেলেছ। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্যই কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ তারা ছিল অপরাধী"।[৩৬০]
এটি ছিল তৎকালীন সময়ের মুনাফিকদের আচরণ। তারা প্রায়ই নিজেদের

৩৫৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৫ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ৪৪
৩৫৯. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১, পৃ. ১২১, হাদীস নং- ১০৮৪
৩৬০. আল কোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:৬৫-৬৬

www.pathagar.com

আসরগুলোতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের নিয়ে হাসি তামাশা ও বিদ্রুপ করতো। যেমন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে তাদের একজন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে তার সাথীদেরকে বলেছিল: 'উনাকে দেখো, উনি রোম ও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে চলেছেন'। আমাদের সমাজেও মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব, মাসজিদ, মাদরাসাহ, আযান ইত্যাদি নিয়ে হর-হামেশা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে থাকে। আর দাড়ি, টুপি ইত্যাদি নিয়ে কটাক্ষ করা তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যেমন ধরুন রোযা না রাখার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মন্তব্য "রোযা কেন রাখব, ঘরে খাবার নাই নাকি"? এছাড়া- "টুপির নিচে শাইতানের আড্ডা", "মোল্লার দৌড় মাসজিদ পর্যন্ত" ইত্যাদি আরো অনেক কথা চালু আছে যা সবই দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রোপের শামিল।

৭. যাদু করা:

তাওহীদের পরিপন্থী আরেকটি কাজ হলো যাদু করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি যাদু করল, সে শিরক করল।[৩৬১] অন্য এক হাদীসে এসেছে:

عن معمر عن قتادة قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته أربعين ليلة .

মা'মার কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল ও তার কথার সত্যায়ন করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।[৩৬২]

আমাদের দেশে রাশি গণনার যত পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যেমন টিয়া পাখীর মাধ্যমে, হাতের আঙ্গুলের রেখার মাধ্যমে, পাথর কণা নিক্ষেপের মাধ্যমে ও
\

৩৬১. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং- ১৭৬৫০
৩৬২. মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, খ. ১১, পৃ. ২১০, হাদীস নং- ২০৩৪৯

www.pathagar.com

অক্ষর গণনার মাধ্যমে ইত্যাদি সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা তাওহীদের পরিপন্থী।

যাদুর মাধ্যমে যাদু ভাঙ্গা বা জিন ছাড়ানো শিরক। তবে সৎ ব্যক্তিদের দু'আ এবং কোরআন ও সুন্নাহর দ্বারা ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে এটি জায়িয। উল্লেখ্য, এই ঝাড় ফুঁক জায়িয হওয়ার জন্য কতকগুলো শর্ত রয়েছে। আর তা হলো–

১. এটি মহান আল্লাহর কালাম, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত কথা দ্বারা হতে হবে।

২. এর কোন প্রভাব রয়েছে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না; বরং সকল কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয় এ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩. এর উপর নির্ভর করা যাবে না।

৪. এটি আরবী ভাষায় হতে হবে। এবং

৫. অর্থবোধক হতে হবে।

উপরে বর্ণিত যাদুরই অন্তর্ভুক্ত হলো 'সারফ' এবং 'আতফ'। সারফ বলা হয় ঐ যাদু কর্মকে যার মাধ্যমে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাকে নস্যাৎ করে তার প্রতি ক্রোধ সৃষ্টি করা। আর 'আতফ হলো ঐ যাদু কর্ম যার মাধ্যমে শাইতানী প্রক্রিয়ায় মানুষকে তার প্রবৃত্তি বিরোধী বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। এসব কাজ করা এবং এতে সন্তুষ্ট থাকা হচ্ছে কুফরী। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ .

"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শাইতানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফরী করেননি; বরং শাইতানরাই কুফরী করেছিল। তারা

www.pathagar.com

মানুষকে যাদুবিদ্যা শিখাত এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারূত দুই মালাইকার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা (মালাইকা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই একথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র। সুতরাং তোমরা কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ো না। অত:পর এরা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। তারা কেবল তাই শিখে, যা তাদের ক্ষতি করে এবং কোন উপকার না করে। তারা ভালরূপেই জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত"।[৩৬৩]

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা:

মু'মিনদের কাছে তাদের ঈমানের দাবি হলো অপর মু'মিন ভাইকে ভালবাসা, তার প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা এবং কাফির মুশরিক তথা ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করে চলা। কেননা এরা হলো মুসলিমদের দুশমন। এদের সাথে বন্ধুত্ব ঈমানদারদের জন্য কখনো নিরাপদ নয় এবং তা কোন অবস্থায়ই কল্যাণকর হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না"।[৩৬৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের কথা জানিয়ে দিয়ে এভাবে সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও অনুরূপ বন্ধুত্ব থাকা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন:

---

৩৬৩. আল কোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:১০২
৩৬৪. আল কোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৫১

www.pathagar.com

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .

"যারা কাফির তারা একে অপরের বন্ধু (একে অপরকে সহায়তা করে)। তোমরা যদি তা (নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা) না করো তাহলে যমীনে ফিতনা ও বিরাট রকম ফাসাদ সৃষ্টি হবে"।[৩৬৫]

আমরা জানি যে, ইয়াহুদী ও নাসারারা ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর সেই হিদায়াতের উপর চলেনি; বরং তাকে হেরফের করে নিজেদের সুবিধামত মনগড়াভাবে সাজিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা আহলি কিতাব হওয়া সত্ত্বেও ভ্রষ্ট। অতএব মুসলিম হয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কিংবা অন্য মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা করা ঈমানের পরিপন্থি কাজ।

৯. ইসলামী শারী'আতের বাইরে চলাকে বৈধ মনে করা:

যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পরও এ 'আকীদাহ পোষণ করল যে, "কতক মানুষ ইসলামী শারী'আতের বাইরেও চলতে পারবে"- সে কাফির। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ . كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা (জীবন বিধান) অবলম্বন করতে চায়, তার সে পন্থা একেবারেই গ্রহণ করা হবে না। এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হিদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে? আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না"।[৩৬৬]

অর্থাৎ কেউ যদি শুধু তার ধর্মীয় জীবনে ইসলামকে মেনে চলল, আর অন্যান্য জীবন তথা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

---

৩৬৫. আল কোরআন: সূরা আল আনফাল, ৮:৭৩
৩৬৬. আল কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৫-৮৬

www.pathagar.com

ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের তৈরি বিভিন্ন মতবাদের অনুসরণ করে চলল, তাহলে সে তার ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবনযাপন করল না। বরং সে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। কেননা ঈমানের অনিবার্য দাবিই হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ তথা আইন ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই অনুকরণীয় আদর্শ নেতা হিসেবে মনে করা। সুতরাং ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান না মানলেও চলবে বলে মনে করে তাহলে সে কুফরী করল।

১০. আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা:

যারা আল্লাহর দীনকে শিক্ষাও করে না এবং তদনুযায়ী কাজও করে না, তারা যালিম। তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে পাশ কাটিয়ে চলায় দুনিয়ার জীবনে হয় সংকীর্ণতার শিকার আর পরকালেও হয় চরম অপদস্থ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ .

"তার চেয়ে বড় যালিম কেউ নয়, যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আমরা এসব পাপীদের প্রতিশোধ নেবই"।[৩৬৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে"।[৩৬৮]

---

৩৬৭. আল কোরআন: সূরা আস্ সাজদাহ, ৩২:২২
৩৬৮. আল কোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০:১২৪-১২৬

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ ব্যক্তিরা শাইতানের খপ্পরে পতিত হয় এবং হিদায়াত প্রাপ্তির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ . حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ.

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শাইতান নিয়োজিত করে দিই, অত:পর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শাইতানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শাইতানকে বলবে: হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কতই না নিকৃষ্ট সঙ্গী সে"।[৩৬৯] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً .

"তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বুঝানো হয়, অত:পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তারা তা না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দা'ওয়াত দেন, তবে তারা কখনই সৎপথে আসবে না"।[৩৭০]

তাওহীদ তথা ঈমানের পরিপন্থী উপরোক্ত দশটি বিষয় চাই কেউ ঠাট্টা করে কিংবা ইচ্ছাকৃত আগ্রহের সাথে অথবা ভয় দেখানোর নিমিত্তে করুক, তাতে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যদি বাধ্য হয়ে করে সেটা ভিন্ন। আর একথা দু:খজনক হলেও সত্য যে, এ মারাত্মক ব্যাধিগুলো আজ আমাদের সমাজে অতি

৩৬৯. আল কোরআন: সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩:৩৬-৩৮
৩৭০. আল কোরআন: সূরা আল কাহাফ, ১৮:৫৭

www.pathagar.com

সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত ও প্রচলিত। আমাদের অনেক মু'মিন ভাই হয়ত উপলব্ধিই করতে পারেন না যে, তাদের মধ্যে এহেন আত্মঘাতী ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে আছে।

এ কারণেই দেখা যায় যে, তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দেয় এবং সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক 'ইবাদাতগুলো করে; অথচ নিজেদের যে কোন প্রয়োজনের কথা মহান প্রভু আল্লাহর কাছে না চেয়ে তারা দরবেশ-বুযুর্গদের দ্বারস্থ হয়। খাঁটি ঈমানের দাবিদার হয়ে তারা বুযুর্গের সামনে সিজদাবনত হয়, তাদের কাছে সন্তান চায়, তাদের মাযারে মান্নত করে, বাতি জ্বালায়। আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত ও কল্যাণকর জীবন বিধান তাদের হাতের মুঠোয়; অথচ একে পার্শ্বে ফেলে রেখে তারা মানব রচিত ব্যর্থ মতবাদের পিছে দৌড়ায়। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবনবিধান হলো সেকেলে এবং এটি যুগোপযোগী নয়– এ ধারণা আমাদের সমাজের অনেকেরই। যদ্দরুন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার শ্লোগানে আমরা একমত হতে পারছি না। বরং যারা এ শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে চলে, তাদের আমরা বিভিন্ন ভাষায় কটাক্ষ করে আত্মতৃপ্তি পাই। এমনকি ইসলাম, মুসলিম প্রভৃতি পরিভাষা, ইসলামী বই, ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রে পর্যন্ত যে সংকীর্ণতা আজ আমাদের অনেকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তা নি:সন্দেহে ঈমানের দুর্বলতারই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

মহা মহিয়ান আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় কামনা করছি। একমাত্র তিনিই পারেন আমাদেরকে বিপথগামিতা থেকে বের করে এনে সুপথের সন্ধান দিতে।

উপসংহারঃ

মানব জীবনে সকল কিছুরই মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ। একজন মুসলিম যে চিন্তা-চেতনা লালন করে তার মূল ভিত্তি যেমন তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ। সে তার বাস্তব জীবনে যেসব কাজ করে তারও অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি হলো তাওহীদ। এ কারণেই তার চিন্তা-চেতনা ও বাস্তব কর্ম ইত্যাদি সবই অন্যদের থেকে হয় ব্যতিক্রম। এক মহা শক্তিধরের উপস্থিতি ও তাঁর অসীম ক্ষমতায় নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে বলেই তার চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চলাফেরা ইত্যাদি সবই হয় অন্যদের থেকে আলাদা। আর এ সবকিছুর পেছনে যে কারণ তা হলো তার তাওহীদী চেতনা।

www.pathagar.com

তাই এ চেতনাকে যথাযথভাবে লালন করতে পারলে সে কখনো নিরাশ হয় না, ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, ধৈর্য হারায় না, অহংকারে মেতে উঠে না এবং অন্যায়ভাবে কারো উপর চড়াও হয় না। ফলে তার চারপাশে জান্নাতের এক অনাবিল ছোঁয়া বয়ে চলে। কেউ তার দ্বারা নিগৃহীত হয় না। তার কারণে কারো কোন ক্ষতিও হয় না। সে হয় খেজুর বৃক্ষের ন্যায়, যার থেকে কেবল উপকারই আশা করা হয়- কোন প্রকার অনিষ্ট নয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যথাযথভাবে তাওহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে আলোকে নিজেদের বাস্তব জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে তাওহীদের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক হয়ে সুশৃংখল ও কল্যাণময় জীবন লাভ করার মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন সফলতা ও নাজাত নসীব করুন। আমীন ॥

وَصَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّـــنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنِ اتَّـــبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْـــنِ . وَ آخِرُ دَعْـــوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জীঃ

এ পুস্তিকা রচনায় যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং আরো যেসব গ্রন্থ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি সেগুলোর একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। এগুলোর মধ্যে যেসব গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর এখানে শুধু নাম দেয়া হলো। মহান আল্লাহ এ সকল ইমাম, 'আলিম ও বিজ্ঞজনদের তাঁর অফুরন্ত নি'আমত, রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন এবং এ গ্রন্থকে তাদের জন্যেও সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন।

১. আলকোরআনুল কারীম

২. সাহীহুল বুখারী (বৈরূতঃ দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.)

৩. সাহীহ মুসলিম (বৈরূতঃ দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.)

৪. আল জামি' লিত্ তিরমিযী (বৈরূতঃ দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.)

৫. সুনান আবী দাউদ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)

৬. সুনান আন্ নাসায়ী (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.)

৭. সুনান আল-বাইহাকী আল-কুবরা (মাক্কাঃ দারুল বায, ১৪১৪ হি.)

৮. আল বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান

৯. সুনান আদ্ দারিমী (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.)

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (মিসরঃ দার এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.)

১১. মুসনাদ আহমাদ ইবন হাম্বল (মিসরঃ মুআস্সাসাতু কোরতুবা, তা.বি.)

১২. আল মুসতাদরাক 'আলা আস্সাহীহাইন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.)

১৩. মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক (বৈরূতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.)

১৪. সাহীহ ইবন হিব্বান (বৈরূতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.)

১৫. সুনান ইবন মাজাহ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)

১৬. সুনান আদ্ দারা কুতনী (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি.)

১৭. আল আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাহীহু ওয়া দা'য়ীফু ইবন মাজাহ

১৮. আত্ তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমাদ, আল মু'জাম আল কাবীর (আল মূসিলঃ মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.)

১৯. আন্ নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, রিয়াদুস সালেহীন

২০. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, আল মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীসিন্ নাবাবী

www.pathagar.com

২১. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, আল লু'লু' ওয়াল মারজান ফীমাত্তাফাকা 'আলাইহি আশ্ শাইখান
২২. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম
২৩. আত্ তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আইল কোরআন
২৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল কুরতুবী, আল জামি' লিআহকামিল কোরআন
২৫. শাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯১ খৃ.)
২৬. শাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন তাইমিয়াহ, আল 'উবূদিয়্যাহ (বৈরূতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ)
২৭. ড. ইবরাহীম বুরাইকান, আল মাদখালু লিদিরাসাতিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ
২৮. মুনীর মুহাম্মদ গাদবান, ফিক্হুস সীরাহ আন্ নাবাবিয়্যাহ
২৯. মুহাম্মদ হামিদ আন্ নাসির, বিদা'উল ই'তিকাদি ওয়া আখতারুহা 'আলাল মুজতামি'আতিল মু'আসিরাহ, সৌদি আরব, ১৯৯৫
৩০. মুহাম্মদ ইবন জামীল যাইনূ, আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ওয়া আল 'আকীদাহ আল ইসলামিয়্যাহ
৩১. ইবন ফাউযান, দুরুসুন ফিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ
৩২. 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল 'আজলান, আখতাউন ফিল 'আকীদাহ
৩৩. হাফিয ইবন রজব, আল ইরশাদু ইলা সাহীহিল ই'তিকাদ
৩৪. আল 'আসকালানী, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী
৩৫. মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল ওয়াহ্হাব, কিতাবুত্ তাওহীদ
৩৬. 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, উজুবু লুযূমিস্ সুন্নাহ ওয়াল হাযারি মিনাল বিদ'আহ
৩৭. 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, আল 'আকীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়া নাওয়াকিদুল ইসলাম (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতান লিন্ নাশর, ১৪১১হি.)
৩৮. 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, হিরাসাতুত্ তাওহীদ (রিয়াদঃ দারু ইবনিল আসীর, মু. ১, ১৪২৪হি./২০০৪খৃ.)
৩৯. আল হাইসামী, ইবন হাজার, আয্ যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর (বৈরূতঃ আল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ১৪২০ হি.)
৪০. আল জাযায়িরী, 'আব্দুর রহমান, আল ফিক্হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.)
৪১. ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস সালিকীন

www.pathagar.com

৪২. ইবনুল কাইয়্যিম, আল কাফিয়াতুশ্ শাফিয়াহ
৪৩. ইবনুল কাইয়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান
৪৪. ইবন হিশাম, আস্‌সীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ
৪৫. 'আব্দুর রহমান বিন হাসান, ফাতহুল মাজীদ লি শারহি কিতাবিত তাওহীদ
৪৬. আল জাযায়িরী, আবূ বকর জাবির, মিনহাজুল মুসলিম
৪৭. আল হাম্বলী, 'আব্দুর রহমান ইবন রজব, জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম (বৈরূত: আল মাকতাবাহ আল 'আসরিয়্যাহ)
৪৮. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, আল ই'তিসাম (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ)
৪৯. ড. মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল বূতী, ফিক্‌হুস সীরাহ আন্ নাবাবিয়্যাহ (বৈরূত: দারুল ফিকর আল মু'আসির, মু. ১১, ১৪১২ হি.)
৫০. মোল্লা 'আলী আল কারী, আল মিরকাতুল মাফাতীহ (মিসর: আল মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.)
৫১. সাফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম
৫২. আল কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল 'ইবাদাহ ফিল ইসলাম
৫৩. আল কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল ঈমানু ওয়াল হায়াতু (কায়রো: মাকতাবাতু উহবাহ, মু. ৬, ১৩৯৮ হি.)
৫৪. আল কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম
৫৫. ড. সালিহ ইবন ফাওযান ইবন 'আব্দুল্লাহ আল ফাওযান, তাওহীদ পরিচিতি (অনু. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী)
৫৬. সুলাইমান ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ
৫৭. সীরাতু খাতামিন নাবিয়্যীন, আবুল হাসান 'আলী আন-নাদাভী
৫৮. আ. ন. ম. রফীকুর রহমান, আশ্ শিরক, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১ খৃ)
৫৯. ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খৃ.)
৬০. ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, আরকানুল ঈমান (ঢাকা: নূর পাবলিকেশন্স, ২০০০ খৃ.)
৬১. মুফতী মাওলানা মানসূরুল হক, কিতাবুল ঈমান
৬২. ড. মুহাম্মদ 'আলী আল খাওলী, মু'জামুল আলফায আল ইসলামিয়্যাহ
৬৩. ড. মুহাম্মদ হাসান আল হিমসী, কোরআনুন কারীম তাফসীর ওয়া বায়ান মা'আ আসবাবিন নুযূল লিস্ সুয়ূতী মা'আ ফাহারিস কামিলাহ লিল মাওয়াদি' ওয়াল আলফায

www.pathagar.com

৬৪. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, আল মু'জাম আল মুফাহরাস লিআলফাযিল কোরআনিল কারীম (কায়রো: দারুল হাদীস, মু. ২, ১৪০৮ হি.)
৬৫. ইবন মানযূর, লিসানুল আরব
৬৬. আল মুনজিদ ফিল্ লুগাতি ওয়াল আ'লাম, (লেবানন: বৈরূত, দার আল মাশরিক, ১৯৮৬ ইং)
৬৭. HANS WRHR, A Dictionary of Modern Written Arabic
৬৮. Munir Baalabakki, AL-MAWRID DICTIONARY

www.pathagar.com

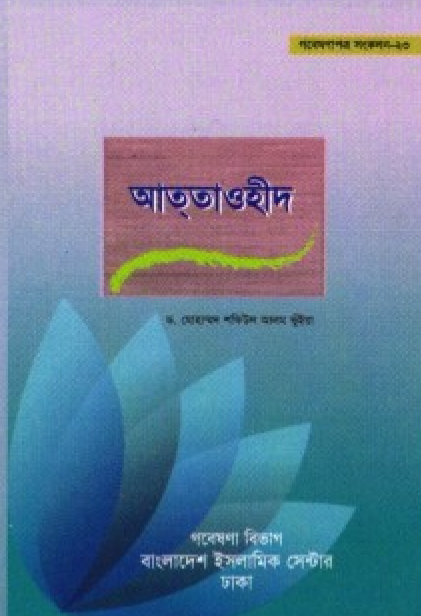

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set

www.pathagar.com